উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৫,২৬৫.৩২ (+১৫৮.৫১)
নিফটি : ২৬,০৩৩.৭৫ (+৪৭.৭৫)

বিএলও'র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্য
এসআইআর-এর কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। ›› ১০

ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ
রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এরাজ্যেই প্রথম এমন উদ্যোগ। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৮°	২৮°	২৮°	২৫°
সর্বনিম্ন	১৩°	১৪°	১৪°	১৩°

গম্ভীর, কোহলির প্রতি কৃতজ্ঞ রুতুরাজ ›› ১১

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 5 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 196

অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহাল থাকায় স্বস্তির ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের। উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগে রাজ্যের অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালতের মত

- মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে
- মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না
- মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না
- রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী

শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগ করতে চেয়ে ১৬০০ সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রায় ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এই মামলারই বাকি বিষয়ের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '২০১৯ সালে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ২০২২ সালে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল, যা বৈধ নয়। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনায় রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী।'

বিচারপতির মন্তব্য, 'মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে।' যদিও একক বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, 'এদের ধর্না মঞ্চে গিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন বিরোধিতা করছেন। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীনও অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হত।' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার খোঁচা, 'আমরা জানতাম, আদালত এটা বাতিল করবে। অতিরিক্ত শূন্যপদ সৃষ্টি করে দলের কর্মীদের নিয়োগের চক্রান্ত আদালত বাতিল করায় আমরা খুশি।'

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর সরকার স্বীকৃত, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেইসঙ্গে ২০২২ সালের ১৯ মে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অসফল চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হোক। এদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে ওই বছরেরই ১৪ অক্টোবর কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। দুটি বিজ্ঞপ্তিই এদিন খারিজ করেছেন বিচারপতি।

এরপর আটের পাতায়

ওয়েলকাম মাই ফ্রেন্ড

বিমানবন্দর থেকে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নিজের বাসভবনে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

এডিশন স্পেশাল

শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের
›› দশের পাতায়

ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার
›› বারোর পাতায়

শাসকের অস্বস্তি মেরিকো-কাঁটা

চা বলয়ে হোঁচট খাচ্ছে তৃণমূল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৪ ডিসেম্বর : বন্ধ, রুগ্ন চা বাগান ইস্যুতে আলিপুরদুয়ারে চা বলয়ে তৃণমূল কংগ্রেস হোঁচট খাচ্ছে। 'গোদের ওপর বিষফোড়া' মেরিকো টি কোম্পানি। ২০১৪ সালে প্রথমবার আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রটি তৃণমূল দখল করলেও বিজেপির জন বারলা ২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ হন। ২০২৪ সালে না জিতলেও চা বাগানের ভোটের একটা বিরাট অংশ পুনরুদ্ধার করতে তৃণমূল সমর্থ হয়।

শাসকদল ওই বছরই উপনির্বাচনে প্রথমবার মাদারিহাট বিধানসভাটিও দখল করে। কিন্তু আলিপুরদুয়ারে কয়েকটি চা বাগান বন্ধ থাকার পাশাপাশি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে মেরিকো টি কোম্পানির সাতটির মধ্যে ছ'টি চা বাগানে অচলাবস্থা। মাসের পর মাস শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি-বেতন বকেয়া। এনিয়ে বিজেপি চাপ বাড়াচ্ছে। উপায়ান্তর না পেয়ে তৃণমূল আন্দোলনে নেমেছে।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে

বাগানে ভোট প্রচারে জয়প্রকাশ টোপ্পো। -ফাইল চিত্র

১৯টি চা বাগান রয়েছে। মাদারিহাট বিধানসভায় ২৪টি। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে লঙ্কাপাড়া, ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে রামঝোরা বাগান বন্ধ। আবার মেরিকোর ৭টি বাগানের মধ্যে বীরপাড়া, তুলসীপাড়া, বান্দাপানি, হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধূমচিপাড়ার চা শ্রমিকদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে মজুরি না পেয়ে কাজে যাচ্ছেন না। তাঁরা ধূমচিপাড়া চা বাগানে আন্দোলন করছেন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মেরিকোর ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সীকে ২৯ নভেম্বর বীরপাড়ায় তৃণমূল নেতা বলেও তোপ দাগেন।

পরিস্থিতির নিরিখে তৃণমূলকেই ধূমচিপাড়ায় শ্রমিকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে। তৃণমূলের সামনে বিকল্প পথও নেই। কারণ বকেয়া মজুরি আদায়ে চা শ্রমিকদের হাতে তিরধনুক ধরিয়ে বিটিডব্লিউইউয়ের চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা আন্দোলনে নামানোর হুমকি দিয়েছেন।

এরপর আটের পাতায়

সাসপেন্ড হুমায়ুন, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে

পরাগ মজুমদার ও নয়নিকা নিয়োগী

ভরতপুর ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহরমপুরের জনসভায় এসে ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানতে পারলেন, দল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে 'দলবিরোধী কাজ ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি'-র অভিযোগে মেয়র ফিরহাদ হাকিম হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করলেন। রাগে গড়গড় করতে করতে সভা থেকে বেরিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মুসলিম বিরোধী' বলে দেগে দিয়ে হুমায়ুনের কটাক্ষ, 'এরকম আরএসএস মার্কা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে সরাসরি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন হুমায়ুন কবীর।

হলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাব। দুর্গাপুজোয় অনুদান দেওয়ার সঙ্গে জগন্নাথধাম তৈরি করে মুসলমানদের ইমান নষ্ট করার জন্য বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিতরণের মতো ঘটনা কতদিন মুখ্যমন্ত্রী চালান আমিও দেখব।' ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবসে বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে কোনওরকমভাবে বাধা দিয়েও কোনও লাভ নেই বলে হুমায়ুন স্পষ্ট করেছেন। তাঁর ঘোষণা, শুক্রবার বা সোমবারই দল থেকে ইস্তফা দিয়ে চলতি মাসের ২২ তারিখ তিনি নিজের দলের সূচনা করবেন।

এর আগে বহরমপুরের সভায় হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে রীতিমতো তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

এরপর আটের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির অর্চনা ঝা বা লক্ষ্মী শর্মারা আজকের ভারতে কোথাও যেন এক হয়ে যাচ্ছেন বীরভূমের গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনের সঙ্গে। সোনালিকে প্রবল লাঞ্ছনা করেছে দেশের সরকার। আর অর্চনা-লক্ষ্মীদের সঙ্গে ব্যাপক প্রবঞ্চনা করেছে তাঁদের পরিবার।

দুটো খবরই ভারতের পক্ষে তীব্র লজ্জার এবং অস্বস্তির।

জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ায় সোনালি নামটা এখন দেশে অনেকেই জেনে গিয়েছেন। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে তিরস্কৃত। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্চনাদের অপমানের জন্য তাদের পরিবারকে তিরস্কৃত করবে কোন আদালত? কোন সমাজ?

উত্তরবঙ্গ সংবাদেই পড়লাম শিলিগুড়ির এই দুই তরুণীর চরম বঞ্চনার কথা। আরও খোঁজ নিয়ে যা জানা গেল, তা রীতিমতো ভয়ংকর। এক, শহরে নেপাল ও বিহার থেকে আসা তরুণীর সংখ্যা প্রচুর। দুই এবং সবচেয়ে ভয়াবহ, এঁদের সরকারি কাগজপত্র পরিবার থেকেই করে দেওয়া হয়নি, পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম চলে বলে।

ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করে দেওয়া হয়নি কেন? ধরে নেওয়া হয়েছে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে, ঘরের বাইরে যাবে না! এটাই যে চিরকালের নিয়ম! মেয়েদের এত কাগজপত্রের কী দরকার? কী দরকার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরির?

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য এসব দরকার? দরকার নেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের! নারী তুমি পুরুষের পদদলিতই থাকো। তোমার টাকার দরকার হলে বাড়ির পুরুষই তো রয়েছে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এরপর আটের পাতায়

বছর ঘুরছে, চালু হল না অ্যানেক্স বিল্ডিং

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নতুন অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন করেছিলেন। গত ২৩ জানুয়ারি ভার্চুয়ালি তিনি এর উদ্বোধন করেন। কিন্তু এরপর প্রায় এক বছর ঘুরতে চললেও ঝাঁ চকচকে চারতলা অ্যানেক্স ব্লক আজও চালু হল না। যে কোনও সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে আক্রান্ত রোগীদের ১০০ বেডের স্পেশাল অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে রেখে তাঁদের চিকিৎসা করা হবে বলে এটি উদ্বোধনের দিন স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছিল। এখানে ল্যাবরেটরি, ট্রেনিং হল, রেকর্ড সেকশন সহ আরও একাধিক বিভাগ থাকার কথা কিন্তু এক বছর হতে চললেও এসবের কিছুই করা হয়নি। যা নিয়ে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ শুভাশিস শী বলেন, 'নতুন ভবনটি প্রায় সাত কোটি টাকায় করা হয়েছে। জি প্লাস থ্রি ক্যাটিগোরির চারতলার এই ভবন চালুর বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছি। সেখান থেকে যেভাবে নির্দেশ আসবে, সেভাবেই কাজ করা হবে।'

ফালাকাটার পুরোনো গ্রামীণ হাসপাতালের কোয়ার্টারের পাশেই নতুন এই হাসপাতালটি তৈরি করা হয়েছে। চারতলা ওই হাসপাতালে রোগীদের পাশাপাশি চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও যাতে চিকিৎসা করতে পারেন, সেজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল। হাসপাতালটিতে প্রাথমিকভাবে ১০০টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়। যে কোনও সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীকে এখানে রেখে চিকিৎসা করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। সুস্থ হওয়ার আগে রোগীকে যাতে এখান থেকে বের না হতে হয়, সেজন্যও এখানে পরিকাঠামো থাকবে বলে

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের অ্যানেক্স বিল্ডিং।

ক্ষোভ বাড়ছে

- ২৩ জানুয়ারি ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নতুন অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী
- যে কোনও সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে আক্রান্ত রোগীদের এই ভবনে রেখে চিকিৎসার কথা রয়েছে
- উদ্বোধনের পর প্রায় এক বছরেও সেটি চালু না হওয়ায় সাধারণের পাশাপাশি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্ষুব্ধ

বলা হয়েছিল। ১০০ বেডের আইসোলেশন ওয়ার্ডের পাশাপাশি সিসিইউ, আইসিইউ-এর ব্যবস্থাও থাকার কথা। পাইপলাইনের মাধ্যমে অক্সিজেন পরিষেবা থাকারও কথা। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ল্যাবরেটরি টেস্ট, এক্স-রে এবং মিটিং করার জন্য আধুনিক হলও এখানে গড়ে তোলা হয়।

এরপর আটের পাতায়

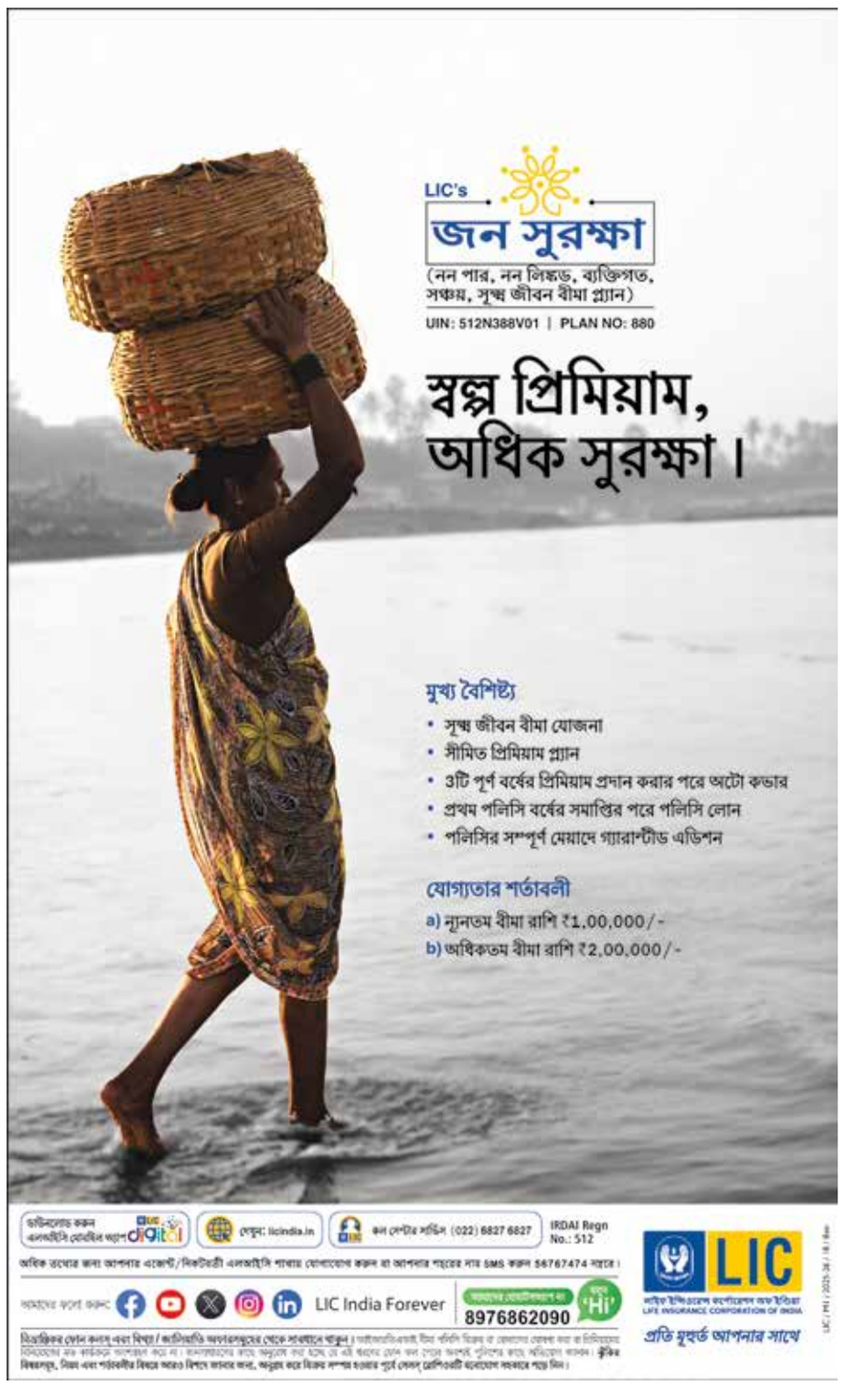

গ্রেপ্তার ১

জয়গাঁ, ৪ ডিসেম্বর : চুরি যাওয়া বাইক সহ মণীশ এক্কা নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চারটি চোরাই বাইক মিলেছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতের বিচারক তাকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

ডিসান-এর ক্যাম্প

নিউজ ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : গ্যাংটকে অবস্থিত সিকিম আর্মড পুলিশ হেড কোয়ার্টারস-এ সম্প্রতি স্পেশাল মেডিকেল ক্যাম্প করল ডিসান হসপিটাল। স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আলোচনাচক্রও হয়। ডাঃ কৈলাসকুমার গোয়েল (কার্ডিওলজি), ডাঃ সংকল্প কুমার (অর্থোপেডিক্স) সেখানে অংশ নেন। এই কর্মসূচি সিকিম পুলিশকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অ্যাডভান্স কেয়ার, প্রতিরোধমূলক সচেতনতা এবং সর্বোপরি উন্নত পরিষেবা নিয়ে ডিসান-এর দায়বদ্ধতাকে প্রকাশ করে। ডিসান-কে সিকিম সরকার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি এরই প্রমাণ। কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন পুলিশ কমান্ডান্ট নোরবু শেরিং শেরপা, ডিসান-এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর অরিন্দম সামন্ত।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ঃ এম-পিডিওটি-১১ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ ২৬.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমই এস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, দৃঢ় সঙ্গতি এবং যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ এজেন্সিসমূহ থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ১৯.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** নিউ ফারাক্কা ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ৪০ কেএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ওয়েস্ট ওয়াটার রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট গড়ে তোলার জন্য চুক্তি। **কাজের টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮% হারে জিএসটি সমেত ৬৫,৩৭,৭৯০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৩০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যু থেকে ০৯ মাস। **অনলাইন টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ** ১. সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অফিস; ২. এএমই/সিঅ্যান্ডডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/আইসি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। **দ্রষ্টব্য ঃ** (১) ওয়েবসাইটে বিশদ বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে নেওয়ার জন্য টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনো ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না। (২) বিদ্যমান কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গল প্যাকেট ব্যবস্থায়। (৩) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (৪) বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন দপ্তর দ্বারা স্বীকৃত স্টার্টআপদের সুবিধা দেওয়া হবে। এইসব সংস্থাসের বিধিতে উল্লিখিত সকল নিয়ম মেনে চলতে হবে। (৫) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী সকল টেন্ডারদাতাদের বিনামূল্যে ই-টেন্ডার বয়ান ইস্যু করা হবে। (৬) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী টেন্ডার মূল্যের ২ শতাংশ হারে বায়না জমা রাশি প্রযোজ্য হবে। (৭) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী টেন্ডারদাতাদের দ্বারা জমা/আপলোড করা নথির সত্যতা/সঠিকতার অঙ্গীকারের বয়ান হবে। বিডার দ্বারা এই বয়ান জমা না হলে তাঁর বিডটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MLD-251/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা ও রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ

নোটিফিকেশন নং. ই/সিএমপি/এমএলডিটি/পিটি-III তারিখ ঃ ০৪.১২.২০২৫

পূর্ব রেলওয়ের ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা এবং রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জের জন্য মালদা ডিভিসন কর্তৃপক্ষ চুক্তির ভিত্তিতে পূর্ণ সময়ের জেনারেল ডিউটি চিকিৎসক (সিএমপি) নিয়োগ করবেন। এই নিয়োগের মেয়াদ নিয়োগের তারিখ থেকে এক বছর অথবা নিয়মিত চিকিৎসক (আইআরএইচএস) নিযুক্ত হওয়া - যেটি পূর্বে ঘটবে সেই পর্যন্ত হবে। যে সকল চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় বয়স, ডিগ্রি ও যোগ্যতার শর্তাবলি পূরণ করবেন এবং এই নিযুক্তিতে ইচ্ছুক তাঁদের নিম্নলিখিত স্থানে ও সময়ে সকল মার্ক শীট, শংসাপত্র ও নথিপত্রাদি সহ রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **স্থান ঃ** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২। **ইন্টারভিউ-এর তারিখ ঃ** ২২.১২.২০২৫ (সোমবার)। **রিপোর্ট করার সময় ঃ** সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। ● ইন্টারভিউ-তে যোগদানের সময়, প্রার্থীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অভিজ্ঞতার ইত্যাদির প্রমাণ হিসাবে শিক্ষাগত শংসাপত্রসমূহ, এমবিবিএস, এমএস/এমডি/পিজি ডিপ্লোমার সকল মার্কশীট, সকল অন্যান্য শংসাপত্র, জাতিগত শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আধার প্রভৃতির মূল সহ সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত কপি তৎসহ ২টি পাসপোর্ট সাইজের ফটো আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এমবিবিএস/বিডিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বর, অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসমূহ যথা পিজি ডিগ্রি, পিজি ডিপ্লোমা, কাজের অভিজ্ঞতা এবং মৌখিক পরীক্ষা (পেশাগত জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি)-র ভিত্তিতে যোগ্যতামান বিচার করা হবে। কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত একটি চারিত্রিক এবং পূর্ববর্তী কাজের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। ● শূন্য পদের সংখ্যা, বয়সসীমা, পারিশ্রমিক এবং যোগ্যতার শর্তাবলি নিম্নরূপ ঃ- **শ্রেণী ঃ** চিকিৎসক (সিএমপি)। **শূন্য পদের সংখ্যা ঃ** মালদা - ১, সাহেবগঞ্জ-১। **বয়স ঃ** ০১.০১.২০২৫ তারিখে অনূর্ধ্ব ৫৩ বছর। **বেতন /ভাতা ঃ** প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা (স্থায়ী)। **প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ঃ** এমবিবিএস, যে কোনো রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল-এর বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকতে হবে। মোট শূন্যপদের সংখ্যা দুইটি এবং মালদা ডিভিসনের যেকোনো হেল্থ ইউনিটে তাঁদের নিযুক্ত করা হতে পারে। প্রকাশিত তালিকা নিয়োগের অধিকার প্রদান করবে না। ● **নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ- নিয়োগের প্রকৃতি ঃ** সম্পূর্ণরূপে চুক্তি ভিত্তিক। **পারিশ্রমিক ঃ** (১) 'নো ওয়ার্ক নো পে' ভিত্তিতে যথাযথভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। (২) এনইএফটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য, ব্যাঙ্কের আইএফএসসি কোড সহ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রয়োজন হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** ইন্টারভিউয়ের দিন অফিস থেকে আবেদনের বয়ান পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি এবং আবেদনের বয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যাবে ঃ **www.er.indianrailways.gov.in (Eastern Railway>> Division >> Malda Division>>Recruitment Page** দেখুন)।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
A Statutory Authority Under Department of UDMA
Himanchal Vihar, Near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010

NOTICE

Siliguri Jalpaiguri Development Authority invites applications from the EWS (Economically Weaker Section) applicants for allotment of 47 (Forty-seven) nos of Dwelling Units at Kawakhali, within Utsodhara Teesta Township, JL. No. 2, Mouza Dabgram, Each Dwelling units measuring about 440 sq. ft. built up area.

A. SALIENT FEATURES:
i. Total No of dwelling Units-47 (Forty-seven)
ii. Built up area of each Dwelling unit-440 sq ft

B. ELIGIBILITY CRITERIA:
i. The applicants should be EWS(Economically weaker Section) category.
ii.Monthly family income should be within Rs.18,000/- (Rupees Eighteen thousand) per month.
iii.The applicant/his/her family/ households should not own pucca house in any parts of the country either in his name/ her name or any of his /her family members' name.
iv.The property should be primarily owned/co-owned by a female member of the family. In case of absence of female member in the family it may be owned by male member.
v. Here family means Husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters.

C. INCOME CERTIFICATE:
Income certificate shall be Issued by Sub-Divisional Officer for Municipality areas and Block Development Officer for Rural areas. Certificate issued after the date of Notification shall ONLY be considered to be valid.

D. MODE OF SUBMISSION OF APPLICATION:
i. Application to be submitted on plain paper mentioning name, residence, category (if any) etc.(sample application form has been provided hereunder).
ii.The application shall be only on off line mode i.e. the applicant has to submit the application by hand at the office of Siliguri Jalpaiguri Development Authority within the time schedule as mentioned In this notice. Late submission of the applications after last date shall not be entertained.
iii. Filled up application forms shall be received at SJDA office, at Himanchal Vihar (near Passport Laghu Sewa Kendra) & at Jalpaiguri Office of SJDA (near Jalpaiguri Sadar Hospital) from 11:00 a.m. to 05:30 p.m.
iv. Receipt of the application shall be issued with time stamp.
v. Last date of submission of application is 15.01.2026

SAMPLE APPLICATION FORM
Application for allotment of EWS Flats at Kawakhali by SJDA

i. Name :
ii. Name of Spouse :
iii. Fathers' Name :
iv. Date of Birth :
v. Occupation :
vi. Category (please specify) : General/ SC/ ST/ OBC /Differently-abled person/ Woman / Minority
vii. Monthly Family Income :
viii. Permanent Address :
ix. Village / Town :
x. Block Name/ Municipality :
xi. District Name (Darjeeling/ Jalpaiguri) :

Signature of applicant

E. **LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION:**
i. income certificate (in original)
ii. Voter card (copy)
iii. Ration card (copy)
iv. Aadhar card (copy)
v. Residential Certificate
vi. Caste Certificate SC/ST/OBC etc.(if applicable).
vii. Certificate of Person with Disability (if applicable)

F. **However, in case the number of short listed applicants is more than the total number of EWS units in the project, the undersigned shall carry out a draw through a lottery system in a transparent manner to select the potential list of beneficiaries including an additional 15% to 20% for back up list (Reserve list)**

CATEGORY WISE LIST OF AVAILABLE DWELLING UNITS ARE AS FOLLOWS:

Category	Area: SMC (a)	Matigara Block (b)	Rajganj Block (c)	Kranti Block (d)	Mal Block (e)	Jalpaiguri Sadar Block (f)	Naxalbari Block (g)	Phansidewa Block (h)	Khoribari Block (i)	Jalpaiguri Municipality (j)	Mal Municipality (k)	Maynaguri Municipality (l)
General	13	02	...	...	...	01	04	...	02	02	...	01
SC	01	...	...	...	...	...	01	...	...	...	...	...
ST	02	...	...	01	02	...	...	...	...	...	...	...
Women	03	...	03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Minority	03	01	02	01	...	...	...	...	...	...	...	...
Transgender	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
OBC	...	...	...	01	...	...	...	...	...	...	...	...
PH	01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Senior Citizen	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	23	03	05	03	02	01	05	00	02	02	00	01

Total no. of Dwelling units- 47

H. **MODE OF PAYMENT BY THE BENEFICIARIES AND POSSESSION :**
a. The lease value of each dwelling Unit is fixed at Rs 3,00,000/- (Three Lakhs).
b. Possession shall be handed over only after receipt of entire lease value.

I. **LOCKIN PERIOD**
The beneficiary will NOT be able to sell/ rent/ lease the unit for a period of 10 (ten) years from the date of signing the sale/ assignment agreement.

Sd/-
Chief Executive Officer,
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
&
Member Convenor

কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে রেল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শীতের এই মরশুমে কুয়াশাজনিত সমস্যা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করছে রেলমন্ত্রক। যার মধ্যে 'ফগ সেফ ডিভাইস' সহ নানা প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'কুয়াশার সময় নিরাপদে ট্রেন চালানোর জন্য একাধিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও পেট্রলিং সহ অন্যান্য পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, জিপিএস সিস্টেমযুক্ত ফগ সেফ ডিভাইস প্রায় ৩০০ মিটার দূরের সিগন্যাল সম্পর্কে জানান দেয় লোকোপাইলটদের। এছাড়াও ডেটোনেটর স্থাপন করার কাজ চলছে। ডেটোনেটরের বিভিন্ন প্রয়োগ রয়েছে। সেটি রেল ট্র্যাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তা ফেটে তীব্র শব্দ তৈরি করে। সেই শব্দের ধরন শুনেই কি নির্দেশ রয়েছে, তা লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলট বুঝতে পারেন এবং সেইমতো কাজ করেন। অন্যদিকে, স্টেশনমাস্টাররা কুয়াশার মাত্রা বুঝতে স্টেশনে ভিজিবিলিটি টেস্ট অবজেক্ট (ভিটিও) যাচাই করেন। ভিটিও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যবহার করা হয়। স্টেশন থেকে তা দেখা না গেলেই স্টেশনমাস্টার কুয়াশার মাত্রা কতটা তা বুঝতে পারেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।

মূল ট্র্যাকের অবস্থান বুঝতে চুন দ্বারা চিহ্নিতকরণ হচ্ছে। এছাড়াও সিগন্যাল সাইটিং বোর্ড এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে আলোকিত করতে স্ট্রিপ ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রেনের পিছনের কোচগুলিতে এলইডি ফ্ল্যাশার টেল ল্যাম্প ব্যবহার করলে সহজেই ট্রেনের অবস্থান জানা যায়। কুয়াশাপ্রবণ এলাকায় রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ স্টপ বোর্ড বসানো হচ্ছে। এছাড়াও কুয়াশার সময় রেল ট্র্যাকে হেঁটে পেট্রলিং হয়। কুয়াশার সময় কোন কোন নিয়ম নির্দেশিকা মেনে ট্রেন চালাতে হবে, তা অবগত করতে লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

NOTICE

E-Tender are invited for providing 01 (One) Vehicle on monthly hired basis Vide NIeT No. DH&FWS/14 of 2025-26. For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

NOTICE INVITING-TENDER

N.I.T. NO.- KMG/BDO/18/25-26, KMG/BDO/19/2025-26, KMG/BDO/20/2025-26 (APAS), DATED : 04/12/2025
Last date of application 12/12/2025 at 2.00 pm
For details information please visit to the office of the undersigned

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

এসবিসি প্যানেলে ইঁদুরের প্রবেশে প্রতিরোধ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/২১৪ তারিখঃ ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. এলজি/টি-১৪/টিএসকে/টিএলএচি/২৫। কাজের নামঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলেঃ এলএইচবি এসি কোচ, প্যান্ট্রি কার এবং পাওয়ার কারসমূহে ইঁদুরের প্রবেশ বাধা দেওয়ার অর্থে সুইচ বোর্ড ক্যাবিনেটের ক্যাবল এন্ট্রি পয়েন্ট এবং অন্যান্য খোলা স্থানসমূহ বন্ধের দ্বারা ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়া কোচিং ডিপোর কোচসমূহের এসবিসি প্যানেলে ইঁদুরের প্রবেশে প্রতিরোধ। টেন্ডার রাশিঃ ২৩,৬৩,৯৪৪.৬৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

TENDER

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for Post DLP Maintenance Works through eMarg Module vide eNIT No. WBSRDA/PDLP/14 OF 2025-26 (1st Call). Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in.** on & from 05.12.2025 at 10:00 hours. Last date for e-submission stands 03.01.2026 up to 16.55 Hrs for the aforesaid NIT.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১০৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ৪৪-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ "আলিপুরদুয়ার ডিভিশন - ৫ বছর সময়ের জন্য গ্রীস সরবরাহের সাথে ট্র্যাক ভিত্তিক গেজ ফেস লুব্রিকেটর (ইলেক্ট্রনিক টাইপ)-৮২ সেট (৩ ডিগ্রির উপরে) সরবরাহ এবং কমিশনিং।" টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৮৪,৮৯,২৯৯.৬০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,৯২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসি না থাকা একটি বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৫৭১৪১ তারিখঃ ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ একটি এসি না থাকা বাহন ভাড়া করাঃ এডিএমই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ির সরকারি ব্যবহারের জন্যে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ইন্ধন, লুব্রিক্যান্ট ধরণের সমগ্র শুল্ক শমিল করে চালক সহিত এসইউভি অথবা সিডান। টেন্ডার রাশিঃ ১২,৩২,৭৮৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২৪,৬৬০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৮.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৮.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) কাটিহারেঃ সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ডের লেভেলিং সহ ১০০ মিটার কভারড গ্যালারির ব্যবস্থা। (খ) সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আরপিএফ ব্যারাক, ও.টি. পারা, কাটিহারে সমস্ত স্টাফদের জন্য কভার শেড সহ বেডমিন্টন কোর্ট-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৪৮,৭৫,৫২৩.৭২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,২৪,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কনকি ইয়ার্ডে কার্ভে-এর রিয়ালাইনমেন্ট এবং শিফটিং। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২০,৬১,৯৭১.১০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,১০,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনেঃ সিঙ্গেল পিস স্প্রিং ইনসার্টেড রিইউজেবল সেলফ লকিং স্টিল নাট (এম-২৭) প্রদান এবং ঠিক করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৪,৭২,১৬০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২৭,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/২৯/২০২৫-২৬, তারিখ: ০১-১২-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হেচ্ছ।

ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : এমএল২৫৫১৪৫/৩টি/১৮৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০১-২০২৬।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০২৩/ইএল/এফআরএস/০০৩৪ (রেভ.১) অথবা সর্বশেষ এবং আরডিএসও এমএস-০৫০৭ রেভ. অনুসারে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে জলবিহীন ইউরিনালের সরবরাহ, স্থাপন এবং পরীক্ষা। লোকোতে জলবিহীন ইউরিনালের স্থাপনের সময় এবং পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ফার্মকেই বহন করতে হবে ইনস্টলেশনের সময় প্রয়োজনীয় যেকোনো তার, সরঞ্জাম এবং অন্য যেকোনো জিনিসপত্র ফার্মকেই বহন করতে হবে। পরিমাণ - ডেপুটি সিএমএম/মালদা টাউন -এর জন্য ৪৪টি।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি অঞ্জন দাস, গ্রাম-ডোডেয়ারহাট, পো-খরিজা কাকড়িবাড়ী, থানা-পুণ্ডিবাড়ী, জেলা-কোচবিহার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-WB-63 2001 0868108, ভুলক্রমে পিতার নাম Surendra Chandra Das এর স্থলে S.C. Das নথিভুক্ত আছে। 20/11/2025 কোচবিহার সদর S.D.E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি Surendra Chandra Das ও S.C. Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-006/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 01:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-005/2025-26 (3rd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 11:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

TENDER NOTICE

Block Development Officer, Alipurduar – I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide – N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/12/2025-2026. Dt. 28.11.2025. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer Alipurduar – I Dev. Block

W.B.C.A.D.C
SILIGURI–NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST–DARJEELING
E-Tender Notice No. 01/2025-26 dt. 04.12.2025
WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for the following works: Construction of Care Taker Room cum Staff Quarter for WBCADC Guest House at Matigara. Tender ID : 2025_PRD_965900_1. The intending tenderers are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 06/12/2025.
Sd/- Officer-In-Charge WBCADC S-N Project

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Abdul Haque, পিতা Nasiruddin, ঠিকানা - চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, ইসলামপুর মহকুমা আদালতের Affidavit দ্বারা Abdul Haque নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No - 11AC 213061 Dated 26.11.25. Md Abdul Haque ও Abdul Haque একই ব্যক্তি। (C/119473)

●

আমি, Nur Islam Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Nurul Seikh থেকে Nur Islam Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)

●

I, Labana Singh Parvin, W/o Md Afjal Hossain, D/o Bijoy Singh on 4/12/25 by affidavit at Alipurduar court it is declared that Labana Singh & Labana Singh Pravin is same & one identical person.

(C119483)

●

আমি, Faridul Hoque Patowary, ঠিকানা - Vill. Chhartondu, P.O.- Sulkapara, P.S.- Nagrakata, Dist. Jalpaiguri নিবাসী ঘোষণা করছি যে আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানরা আমাদের পূর্বের Haque Patowari উপাধি ব্যবহার ত্যাগ করছি। তার পরিবর্তে Hoque Patowary উপাধি গ্রহণ করছি। এখন থেকে আমার পদবি Haque Patowari নয়। Hoque Patowary উপাধি দ্বারাই পরিচিত হই। 17.11.2025 তারিখ EM, Mal কোর্টের আদেশাবলে এখন থেকে সকল রেকর্ডে, ঘোষণাপত্রে, লেখালেখিতে এবং সকল কাজে ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারিভাবে আমার পূর্বতন Faridul Haque Patowari পরিবর্তে Faridul Hoque Patowary ব্যবহৃত হবে। (C/119181)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি বিপুল কেশরী, পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, গ্রাম : দক্ষিণ জিৎপুর, পো : ভোলারডাবড়ি, জেলা : আলিপুরদুয়ার। তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম জিৎপুর মৌজার অন্তর্গত আমার পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, পিতা : ঁ রাইমোহন কেশরীর নামে জোত জমির একটি দলিল হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9153731588.

(C/118757)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ! বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি বাসিদের জন্য। 9163272406. (K)

●

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

●

Application are invited from the willing Graduate/12 class Passed along with degree/diploma in Special Education for recruitment & making panel of Special Teacher for Uttaran Special School within 10.12.2025 by E-mail nbhrsslg@gmail.com

ভাড়া

Rent for 1200 sq.ft & 900 sq.ft at Bidhan Road, Siliguri. (M) 9593449707. (C/119167)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Nur Hossain Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (আমি) Nur Hossain Sekh থেকে Nur Hossain Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)

CINEMA সিনেমা

Now showing at BISWADEEP
DHURANDHAR
*ing : Ranveer Singh, Sara Arjun, Sanjay Dutt & Others
Time : 1.00, 4.45 P.M.
(2 Shows daily)

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
*ing : Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshay Khanna, R Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun
Time : 11:30A.M., 3:15 & 7:00 P.M.
A.C/ Dolby Digital

NEW CINEMA (A.C)	SILIGURI 9832336881
যত কাণ্ড কলকাতাতেই	SHOW TIME 11.00 AM, 1.30 PM BENGALI (U/A)
TERE ISHK MEIN	SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A)
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস	SHOW TIME 7.00 PM BENGALI (A)

আজ টিভিতে

বিজিতের মুখোমুখি তটিনী ও পরশুরাম। প্রকাশ হতে চলেছে কোন শক্তি? **পরশুরাম-আজকের নায়ক** রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অমানুষ, দুপুর ১.১৫ রংবাজ, বিকেল ৪.১৫ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ মিস কল, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলব
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ অপরাধী, দুপুর ১২.৩০ জোশ, বিকেল ৩.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ বরকনে, দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১০.৩০ মঙ্গলদীপ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তুফান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা
জি ক্লাসিক : সকাল ৯.২৮ কল আজ অওর কল, দুপুর ১২.৪৮ খানদান, বিকেল ৪.১৫ নফরত কি আঁধি, সন্ধে ৭.০০ কুলি, রাত ১০.৩৯ কবিলা
জি বলিউড : বেলা ১১.১০ খলনায়ক, দুপুর ২.২৩ রাজা কি আয়েগি বরাত, বিকেল ৫.০২ কোহরাম, রাত ৮.০০ নসীব, ১১.৩২ ইজ্জত
এমএনএক্স : দুপুর ২.০৮ দ্য ম্যাট্রিক্স রেজারেকশনস, বিকেল ৪.৩৩ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, রাত ৮.০২ হট টাব টাইম

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ
সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

কুলি সন্ধে ৭.০০
জি ক্লাসিক

মেশিন, ১১.৫৩ থ্রি ডেজ টু কিল
রমেডি নাউ : বিকেল ৫.৪৫ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, সন্ধে ৭.৩২ ল' অফ অ্যাট্রাকশন, রাত ৯.০০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, ১০.৩৮ ব্রেকিং আপ

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হবে। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। প্রণয়ে জটিলতা। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ। অতি ভোজনে সমস্যা। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে মতান্তরে মন খারাপ। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অর্থাগমে খুশি। কর্কট : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে স্বস্তি। সিংহ : পুরোনো সমস্যা ফিরে আসায় দুশ্চিন্তা। দাম্পত্যের অশান্তি বাইরের কাউকে বলে সমস্যায়। কন্যা : হঠাৎ কাজে বাধা পড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সাফল্যে ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। বৃশ্চিক : মায়ের সঙ্গে মতান্তর ও মানসিক যন্ত্রণা। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন মানুষের বাড়িতে আগমন। ধনু : জীবাণু সংক্রমণে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। মকর : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। কুম্ভ : কাজ করার ক্ষেত্রে আজ অনীহা আসতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ আনন্দ দেবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮ অঘোন, সংবৎ ১ পৌষ বদি, ১৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। শুক্রবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।৫৮। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১।৩১। সিদ্ধযোগ দিবা ১০।১০। বালবকরণ অপরাহ্ন ৪।৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৫৮ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১।৩১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।৪৩ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।৫৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।৫৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৮ গতে ৯।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৩১ গতে যাত্রা শুভ, রাত্রি ১১।২২ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ২।৫৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যায়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৩১ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান, দিবা ১।৩১ গতে ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৯।৪৮ গতে ১২।১১ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।২১ গতে শেষরাত্রি ৬।৯ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৬ গতে ৯।৫৩ মধ্যে ও ১২।০ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

FASHION FACTORY

FREE SHOPPING WEEK

৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত

5000 মূল্যের এমআরপি-এর
যে কোনো অ্যাপারেল কেনাকাটা করুন

আর শুধুমাত্র ₹2000 দিন

এবং তার সাথে আরও পান

₹1000 MRP
মূল্যের সুনিশ্চিত বিনামূল্যের উপহার

+

₹1000
মূল্যের গিফ্ট ভাউচার

Levi's | Lee | Wrangler | Killer
Lee Cooper | LAWMAN Pg3 | Mufti | Allen Solly
Raymond | Park Avenue | Louis Philippe | Pepe Jeans
Spykar | Van Heusen | indi bee | John Players

For More Info.: https://relff.com/4rnRkEJ
*T&C Apply.

শিলিগুড়িতে স্টোর: ডিএল ইনফিনিটি বিল্ডিং,
ডন বস্কো ক্রসিং, সেবক রোড

Scan for store location

স্টোর ম্যানেজার: 7569034447

FASHION FACTORY
BRANDS FOR LESS

"Her gentle presence was our quiet strength, and her love will remain our guiding light."

With profound sorrow, we announce the demise of

Smt. Krishna Neotia

wife of **Late Shri Vinod Neotia** and

beloved mother of **Shri Harshavardhan Neotia**

Her kindness, warmth, and gentle presence shaped our lives with quiet grace, and her absence leaves a void that words cannot fill

The values she lived with, and the love she shared, will continue to guide us forever

In loving remembrance:

Gayatri Neotia
Harshavardhan & Madhu Neotia
Smriti & Gautam Morarka
Shraddha Neotia
Parthiv & Mallika, Paroma
Priyanka, Pranay, Ishani & Kartikeya
and the extended Ambuja Neotia Parivaar

Prayer Meet

7th December | 4:00–5:30 PM
Residence: 7/2 Queens Park, Ballygunge, Kolkata –700 019

In Loving Memory

SMT. KRISHNA NEOTIA

(24th January 1941 – 2nd December 2025)

AmbujaNeotia

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দল বেঁধে।। নকশালবাড়িতে মেচির পাড়ে অচিন্ত্য গুপ্তের ক্যামেরায়।

বুকে পাথর চেপে কর্মবিরতি

পাঁচ চা মহল্লায় নিস্তব্ধতা, উদ্বেগে শ্রমিকরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

মাদারিহাট ও রাঙ্গালিবাজনা, ৪ ডিসেম্বর : অন্যদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে সাইরেনের আওয়াজ পেয়ে বাগানের কাজে যাবেন বলে প্রস্তুত হয়েছিলেন বিনিতা ওরাওঁ। কিন্তু সংবিৎ ফেরে স্বামী অনুজ ওরাওঁয়ের কথায়। কারণ এদিন থেকে কেউ বাগানে কাঁচা চা পাতা তুলতে যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে। এরপর বিনিতা চলে যান নদীতে পাথর তোলার কাজ করতে। বিনিতা জানালেন, চারজনের সংসার। পেট তো চালাতে হবে। বৃহস্পতিবার এ ছবি দেখা গেল হান্টাপাড়া বাগানের বেগুনবাড়ি ডিভিশনে।

না, কোনও লক আউট নোটিশ জারি হয়নি। প্রতিদিনের মতো এদিন সকাল ৭টায় শ্রমিকদের কাজে যাওয়ার জন্য সাইরেনও বেজেছিল। কিন্তু মেরিকো অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে থাকা তুলসীপাড়া, হান্টাপাড়া, বীরপাড়া, ধূমচিপাড়া ও গ্যারগান্ডা চা বাগানের একজনও শ্রমিক কাজে যাননি। কারণ বুধবার থেকে তাঁরা কর্মবিরতি শুরু করেছেন। সেদিন তবুও হাতেগোনা কয়েকজন শ্রমিক কাজ করেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার বাগানজুড়ে শুধুই নিস্তব্ধতা। যেন বুকে পাথর চাপা দিয়ে তাঁরা শপথ নিয়েছেন, 'মজুরি না পেলে পাতা তুলতেই যাব না।'

> দীর্ঘদিন মজুরি পাচ্ছি না। সংসার চালানো খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে। র‍্যাশন থেকে চাল, আটা বিনামূল্যে পাই। তবে সবজির যা দাম তাতে হাত দেওয়া যায় না। সেজন্য চা ফুল সেদ্ধ করে ভাত দিয়ে খাব।
>
> **সোমানি ওরাওঁ**
> বাগান শ্রমিক

ধুমচিপাড়া বাগানে দেখা নেই শ্রমিকদের। বৃহস্পতিবার।

বাড়ছে আশঙ্কা

- কর্মবিরতির কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে, তাতে প্রমাদ গুনছেন শ্রমিক সংগঠনের একাংশ নেতা
- কারণ চা গাছের পরিচর্যা শুরু হয় এই সময়
- চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত
- চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিচর্যা শুরু না হলে এর প্রভাব পড়বে আগামী মরশুমে

এদিকে, শ্রমিকরা কর্মবিরতিতে শামিল হওয়ায় পাঁচটি চা বাগানে একদিনে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা বলে জানালেন মেরিকোর ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী। মেরিকোর পাঁচটি বাগানের কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর।

এদিন হান্টাপাড়া বাগানে গিয়ে দেখা গেল, কয়েকজন শ্রমিক চা ফুল সংগ্রহ করছেন। তাঁদের মধ্যে সোমানি ওরাওঁ নামে এক মহিলা শ্রমিক বললেন, 'দীর্ঘদিন মজুরি পাচ্ছি না। সংসার চালানো খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে। র‍্যাশন থেকে চাল, আটা বিনামূল্যে পাই। তবে সবজির যা দাম তাতে হাত দেওয়া যায় না। সেজন্য চা ফুল সেদ্ধ করে ভাত দিয়ে খাব।'

আবার ধূমচিপাড়ার শ্রমিক বুধনি নায়েকের কথায়, 'কাজ করলেও মজুরি পাই না। সেজন্য কাজে যাওয়া বন্ধ করে নদীতে পাথর তুলতে যাচ্ছি। পেট তো চালাতে হবে।'

গ্যারগান্ডা চা বাগানের শ্রমিক সুরজ মাহালির ইচ্ছে ছিল কাজে যাওয়ার। কিন্তু বকেয়া ঠিকঠাক পাচ্ছেন না, সেই অভিমানে কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছেন তিনি। বললেন, 'বুকে পাথর চাপা দিয়ে রয়েছি। সাইরেনের আওয়াজ শুনে বুকের ভেতরটা নড়ে উঠেছিল। একবার ভেবেছিলাম কাজে যাব। কিন্তু সবাই মিলেই যে আমরা কাজে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেখা যাক মালিকপক্ষ কী করে।'

এদিকে, কর্মবিরতির কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে, তাতে প্রমাদ গুনছেন শ্রমিক সংগঠনের একাংশ নেতা। কারণ চা গাছের পরিচর্যা শুরু হয় এই সময়। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিচর্যা শুরু না হলে এর প্রভাব পড়বে আগামী মরশুমে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে মেরিকোর ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী বলছেন, 'একেকটি বাগান থেকে প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১০ হাজার কেজি কাঁচা পাতা তোলা হয়। আর পাঁচটি বাগান মিলে প্রতিদিন প্রায় ৮ হাজার কেজি চা উৎপাদন হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। এত টাকা লোকসান হচ্ছে প্রতিদিন। আমি শ্রমিকদের ধৈর্য ধরার আবেদন করেছিলাম। আশা করব, তাঁরা সাড়া দেবেন।'

আতঙ্কে গ্রামবাসী, ভঙ্কায় রাতপাহারা

খাবারের খোঁজে লোকালয়ে হাতি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : খাবারের খোঁজে রোজ রাতেই হাতির পাল হানা দিচ্ছে লোকালয়ে। তছনছ করে দিচ্ছে ফসল, ভেঙে দিচ্ছে ঘরবাড়ি। হাতির উপদ্রবে ফের দুশ্চিন্তা বেড়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটায়। বুধবার গভীর রাতে গণেশ দে সরকার নামে এক গ্রামবাসীর বাড়ি লাগোয়া কলা বাগানে একদল হাতি হামলা চালায়। মুহূর্তের মধ্যে অন্তত ৪০ থেকে ৫০টি কলা গাছ তছনছ করে দেয়। এদিকে, গভীরে রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডানিহাট এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়িতে চারটি ঘর ভেঙে দিয়েছে হাতি। ঘর থেকে ধানের বস্তা বাড়ির উঠোনে টেনে এনে ঢেলে দেয় হাতির পাল। শোয়ার ঘরে থাকা আলমারিও ভেঙে ফেলে হাতির পাল। ঘরের আসবাবপত্র সহ সমস্তকিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, হাতির হানায় রীতিমতো অতিষ্ঠ কুমারগ্রাম ব্লকের ভক্কা বারবিশা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর, বারবিশা, ডাঙ্গাপাড়া, তালতলা, পূর্ব শালবাড়ি, ভক্কা, চড়াইমহল, নতুন বাজার সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা। হাতির হানা ঠেকাতে বারবিশা এলাকায় ভক্কা রেঞ্জের বনকর্মীদের পাশাপাশি রাতে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটায় গণেশ দে সরকার বাড়িতে একাই থাকেন। ফলে গভীর রাতে হাতির তাণ্ডব তাঁর কাছে আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'রাতে হঠাৎ শব্দ পাই। বাইরে তাকিয়ে দেখি একদল হাতি আমার কলা বাগানে ঢুকে গাছ উপড়ে ফেলছে। তখন ভয়ে আমি কাঁপছিলাম। ভাবছিলাম, যদি ঘরে ঢুকে পড়ে, প্রাণে বাঁচব কি না সন্দেহ হচ্ছিল। সকালের আলো না ফোটা পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোনোর সাহস পাইনি।' বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা বলেন, 'ওই এলাকাগুলোতে হাতির হামলা ঠেকাতে বনকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছেন।'

বুধবার রাতে দলগাঁও জঙ্গল থেকে ৩০টি হাতির একটি পাল বেরিয়ে ধনীরামপুরের ভান্ডানিহাটের নিখিলটারি এলাকায় পৌঁছে যায়। নিখিলটারির বাসিন্দা রাজকুমার রায়ের বাড়িতে চড়াও হয়। সেখানে প্রায় ৪০ মন ধান হাতির পাল নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ। হাতির হানায় ধানের ক্ষতি হওয়ায় ভেঙে পড়েছে রাজকুমার রায়ের পরিবার। এই এলাকাতেই কৃষ্ণ শৈবর বাড়িতেও হাতি হানা দেয়। সকলেই ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত রাজকুমার রায় বলেন, 'চোখের সামনে সমস্ত ধান নষ্ট করছে হাতি, দেখে স্থির থাকতে পারছিলাম না। কিন্তু কিছু করারও ছিল না। সব সহ্য করে গেলাম।'

বারবিশা, ডাঙ্গাপাড়া, তালতলা এবং ঘাকসাপাড়ায় হাতির পাল হানা দেয়। বারবিশার বাসিন্দা দুলাল দাসের বাড়িতে ঢুকে একটি নারকেল গাছ ভেঙে দেয়। রাধানগর লাগোয়া ভাঙাপুল এলাকায় খেতে ঢিপি করে রাখা ধানের আঁটি নিয়ে পালায় হাতির দল। এই পরিস্থিতিতে বনকর্মীদের পাশাপাশি গ্রামবাসীরাও রাতপাহারা দিচ্ছেন। ভক্কা রেঞ্জের এক বনাধিকারিক জানান, হাতির দল একই সময়ে চারদিকে হানা দিচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ, বারবিশা বিট অফিস এবং ভক্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

তথ্য সহায়তা : পিকাই দেবনাথ, শান্ত বর্মন ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

ভান্ডানিহাটে টিনের বাড়ি ভেঙে তছনছ হাতির। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

কী ঘটেছে

- আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটায় ৪০ থেকে ৫০টি কলা গাছ তছনছ করে দেয় হাতির দল
- ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডানিহাট এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়িতে চারটি ঘর ভেঙে দিয়েছে হাতি
- বুধবার রাতে বারবিশা, ডাঙ্গাপাড়া, তালতলা এবং ঘাকসাপাড়ায় হাতির পাল হানা দেয়

টুকরো খবর

পদত্যাগ

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ফালাকাটায় তৃণমূল কিষান ও খেতমজদুর কংগ্রেসের কোন্দল যেন থামছেই না। এবার পদত্যাগ করলেন সংগঠনের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি বেচারাম দাস। জেলা সভাপতিকে পদত্যাগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, পারিবারিক কারণে পদে থাকতে পারবেন না। সম্প্রতি সংগঠনের একাধিক ব্লক সভাপতি পদে রদবদল করা হয়। ফালাকাটায় পদত্যাগ করেন আগের দায়িত্বপ্রাপ্ত টাউন ও গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সুনীল রায়। এবার আগের কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতিও পদত্যাগ করলেন। যদিও জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় জানান, বেচারাম দাস পারিবারিক অসুবিধার কারণে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন।

প্রি-ক্রিসমাস

কালচিনি, ৪ ডিসেম্বর : নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বৃহস্পতিবার কালচিনির দক্ষিণ লতাবাড়ি প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে প্রি-ক্রিসমাস ডে পালিত হল। অনুষ্ঠানে ছিলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ও বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক অলোক মিত্র, সাধারণ সম্পাদক গৌরী ঠাকুর। কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন গির্জার যাজকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রভু যিশুর বাণী পাঠ করা হয়।

প্রস্তুতি সভা

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফালাকাটার পাঁচ মাইলে তৃণমূলের কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা আয়োজিত হয়। সেখানে দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র রায়, গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহারের সভাকে সফল করার বিষয় নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়।

বাগানের পড়ুয়াদের জন্য ১১টি বাস

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : আর ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ঝুলে স্কুলে যেতে হবে না প্রত্যন্ত চা বাগানের পড়ুয়াদের। স্কুলে যাতায়াতে এবার গাড়ির সমস্যা মিটতে চলেছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার, এই দুই জেলার প্রত্যন্ত চা বাগানগুলির পড়ুয়াদের জন্য সরকারিভাবে বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেজন্য ১১টি স্কুলবাস শিলিগুড়িতে চলে এসেছে। রেজিস্ট্রেশন, চালক নিয়োগ, পারমিট সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ মিটিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। বাসগুলি টি ডিরেক্টরেট চালাবে বলেই শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে ঠিক হয়েছে।

এই ব্যাপারে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই প্রকল্পটির উদ্বোধন করে দিয়েছেন। যে বাসগুলি এসেছে সেগুলিতে ভিনাইল পেস্টিং চলছে। এর অর্থ, স্কুলবাস সহ অন্যান্য যা কিছু লেখা দরকার, সেগুলি করা হচ্ছে। দ্রুত সম্ভব বাসগুলি চালানো শুরু করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, ১১টি বাসের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পাচ্ছে ৬টি। আলিপুরদুয়ার জেলায় দেওয়া হচ্ছে ৫টি বাস। জলপাইগুড়িতে ওদলাবাড়ির পাথরঝোরা, মেটেলির ইনগু, নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা এবং হিলা, ক্রান্তির যোগেশচন্দ্র, বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগানে এই বাসের পরিষেবা দেওয়া হবে। এই বাগানগুলি থেকে বাসগুলি ছেড়ে নির্দিষ্ট রুট ধরে ওদলাবাড়ির আদর্শ হিন্দি হাইস্কুল, ওদলাবাড়ি হাইস্কুল, মেটেলির রাষ্ট্রভাষা

জাগছে আশা

- চা বাগানের পড়ুয়ারা ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ঝুলে যাতায়াত করে
- সেই সমস্যা মেটাতে বাস পরিষেবা দেবে রাজ্য সরকার
- জলপাইগুড়ির ছয়টি এবং আলিপুরদুয়ারে ৫টি বাগানের জন্য সরকারি বাস দেওয়া হচ্ছে

হাইস্কুল ও মেটেলি হাইস্কুল, নাগরাকাটার চ্যাংমারি টিই হাইস্কুল, ক্রান্তির রাজাডাঙ্গা পিএম হাইস্কুল, বানারহাটের বক্সা পরিমল হাইস্কুল, বানারহাট হাইস্কুলের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পড়ুয়াদের নিয়ে যাবে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলার সম্ভাব্য বাগানগুলি হল লক্ষাপাড়া, ঢেকলাপাড়া, মুজনাই, টোটোপাড়া ও সেন্ট্রাল ডুয়ার্স। এর মধ্যে প্রথম চারটি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের। অপরটি কালচিনির। সবগুলিই নদী ঘেরা।

প্রত্যন্ত চা বাগানগুলি থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা বছরভর। বেশিরভাগ বাগানে স্কুল গাড়ির নামে ট্রাক, ট্র্যাক্টর, ক্যান্টর দেওয়া হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় বাগানের স্কুল পড়ুয়াদের। বাগান বন্ধ হয়ে গেলে থমকে যায় স্কুলে যাওয়ার গাড়ি পরিষেবাও।

গত ৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী প্লাবনের পর থেকে বামনডাঙ্গা চা বাগানটি এখনও চালু হয়নি। বাগান পরিচালকদের দেওয়া স্কুল গাড়িও নেই। ফলে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের স্কুল যাতায়াতও কার্যত থমকে গিয়েছে। অভিভাবকরা সামর্থ্য অনুযায়ী দিনে ১০০ টাকা ভাড়া গুনে নাগরাকাটার স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন। যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই, সেই পরিবারের পড়ুয়ারা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। যেহেতু তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন চলছে, সে কারণে বহু কষ্ট করে অনেকে আসছে। সরকারি উদ্যোগে কবে বাস চালু হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা।

আয় সবে হাত ধরি। ভাষারডাবরিতে। বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

রাজাডাঙ্গার শিশু খুনে জড়িত বাবাও

ক্রান্তি, ৪ ডিসেম্বর : একা মা নয়, মা-বাবা মিলেই সদ্যোজাতের গলা টিপে খুন করেছিলেন। ওই ঘটনার পর পরিকল্পনামাফিক ব্যবসার কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বাবা জিয়ারুল হক। স্ত্রী রেজিনাকে তিনি বলে যান, সন্তানের দেহটি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিতে। সেই কাজ করার সময়ই প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে যান রেজিনা। মঙ্গলবার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের খালধুরা এলাকায় এই ঘটনার পর আটক জিয়ারুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন তথ্য পাওয়ায় স্তম্ভিত ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশও। ঘটনার দু'দিন পর সন্তান খুনে অভিযুক্ত মা রেজিনা বেগমের খোঁজ পায়নি পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, শুধু এবার নয়, বছর দেড়েক আগেও এই দম্পতির এক কন্যাসন্তান হয়েছিল। তাকেও পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসেনি। তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় গ্রামবাসীরা মৌখিকভাবে সেই বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন। কিন্তু ওই দম্পতি তাঁদের আগের কোনও সন্তানকে খুন করেছেন কি না সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই বলে জানিয়েছেন ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা।

ক্রান্তি ফাঁড়ির আধিকারিক জানান, রেজিনার খোঁজ চলছে। পাশাপাশি এই দম্পতি আগে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে কি না তাখতিয়ে দেখা হচ্ছে। জিয়ারুলকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মোষ পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : মোষ পাচারের রুট বদল করেও শেষরক্ষা হল না। ভাটিবাড়ি দিয়ে এদিন একটি ছোট ট্রাকে করে চারটি মোষ পাচারের চেষ্টা চালায় পাচারকারীরা। তবে সেই চেষ্টা ভেস্তে দিয়ে ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় চালককে। এই পাচারচক্রের পান্ডাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আশাফুল মিয়াঁ, তাঁর বাড়ির শামুকতলা থানার উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামে।

কিছুদিন আগেই কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ মোষ পাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, আলিপুরদুয়ার জেলাকে করিডর করে মোষ পাচার চলছে। এদিকে, বারবিশা দিয়ে মোষ পাচার করতে গিয়ে বারবার পুলিশের জালে ধরা পড়ছে পাচারকারীরা। তাই রুট বদল করে মোষ পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল পাচারকারীরা। একটি ছোট ট্রাকে করে চারটি মোষ ঠাসাঠাসি করে বুধবার গভীর রাতে পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল পাচারকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হওয়ায় ভাটিবাড়ি এলাকায় গাড়িটি আটকে ফাঁড়িতে খবর দেন তাঁরা। ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গাড়িটি আটক করে। মোষগুলিকে নিয়ে যাওয়ার বৈধ কাগজ না থাকায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মোষ সহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এসআইআর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার বিধানসভার মধ্যে এমন অনেক বুথ আছে, যেখানে ১২০০-র উপরে ভোটার রয়েছেন। বৃহস্পতিবার এসডিও অফিসে সর্বদলীয় বৈঠকে এই বুথগুলিই ভেঙে ছোট করার আবেদন জানায় তৃণমূল। একই দাবি তুলেছে বিজেপিও। তবে এসআইআর-এ প্রচুর মৃত ভোটারের সন্ধান মিলবে বলে মনে করছে রাজ্যের শাসকদল। তাই তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, তালিকা থেকে মৃতদের নাম বাদ গেলেই বুথে প্রকৃত ভোটারের সংখ্যা কমে যাবে। তাই বুথ ভাগ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে বলে মনে করছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার বুথ কেন্দ্রের বিন্যাস নিয়ে এসডিও অফিসে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। সেখানেই তৃণমূল, বিজেপি ছাড়াও সিপিএমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে এমন অনেক বুথ আছে, যেখানে ১২০০-র ওপর ভোটার। আমরা ওই বুথগুলি বিন্যাসের দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু এসআরআই-এর কাজ শুরু হতেই দেখছি, প্রচুর মৃত ভোটারের সন্ধান মিলছে। বুথ থেকে ভোটারের সংখ্যা কমলে স্বাভাবিকভাবেই বুথের সংখ্যাও কমতে পারে। যদিও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পেলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

যদিও বৈঠকে উপস্থিত বিজেপি নেতা সুব্রত সিনহা ওরফে শংকর বলেন, 'আজকের বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরাও বুথগুলি ভেঙে ছোট করার দাবি জানিয়েছি। সঙ্গে এসআইআর-এ মৃত ভোটারের নাম ডিজিটাইজড হয়েছে। তাঁদের নাম তালিকায় উঠলে কী হবে, তা প্রশাসনের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি।'

এদিন এসডিও অফিসে বৈঠকে মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথমে রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ সংক্রান্ত বৈঠকে কোন বুথে কত মৃত ভোটারের নাম আছে, তা স্পষ্ট করা হয়। এছাড়াও এসআইআর-এর কাজ কেমন চলছে, সে বিষয়ে এসডিও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের জানান। পরে মূলত আলিপুরদুয়ার বিধানসভা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরেন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

একনজরে

- আলিপুরদুয়ার বিধানসভায় ২৭৪টি বুথ আছে
- এর মধ্যে বেশ কিছু বুথে ১২০০-র উপরে ভোটার আছেন
- এই বুথগুলিই ভেঙে ছোট করার আবেদন জানায় তৃণমূল ও বিজেপি

নেশা করে গাড়ি চালিয়ে ধৃত ৩

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : নেশা করে দূরপাল্লার পণ্যবাহী লরি চালানোর অভিযোগে বুধবার রাতে তিন চালককে গ্রেপ্তার করে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় তিনটি গাড়ি। তিন চালককে তিরিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, 'নেশা করে গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলছে। এরপরও কিছু গাড়িচালক আইনকে তোয়াক্কা না করে নেশা করে গাড়ি চালাচ্ছে। ফলে পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। নেশা করে গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার অভিযান চলবে।'

আদর্শ গ্রামের যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৪ ডিসেম্বর : নীল-সাদা বোর্ডটায় জ্বলজ্বল করে লেখা, 'আদর্শ গ্রামে আপনাকে স্বাগত।' কিন্তু চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সাইনবোর্ডের সামনেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া কাগজ, প্লাস্টিক সহ আবর্জনা। প্রশ্ন উঠছে, এটাই কি তবে আদর্শ গ্রামের ছবি!

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্য, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আবর্জনা সংগ্রহের কাজ ধীরে ধীরে সব জায়গাতেই শুরু হবে।

প্রকল্প এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তাহলে আগেভাগেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির সৌজন্যে বোর্ড লাগিয়ে আদর্শ গ্রামের ফলাও ঘোষণা কেন?

এই প্রশ্নের সোজা উত্তর অবশ্য প্রশাসনের কাছে মেলেনি। পঞ্চায়েত সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে বলেই বোর্ড লাগানো হয়েছে। ধীরে ধীরে কাজ সম্পূর্ণ হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যে জায়গায় বোর্ড লাগানো হয়েছে, তার সামনেই রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। দক্ষিণ চকোয়াখেতির বাসিন্দা সুভাষ বর্মনের কথায়, 'যদি আবর্জনা এখনও সরানো শেষ নাই হয়, তাহলে আর্দশ গ্রাম কীভাবে হল? আবর্জনা সরানো শেষ হওয়ার পরই ওই বোর্ড লাগানো উচিত ছিল।'

আদর্শ গ্রামের বোর্ডের সামনেই জমে আবর্জনা। -সংবাদচিত্র

এই বিষয়ে চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পূর্ণিমা কার্জি বলেন, 'উত্তর চকোয়াখেতি গ্রামে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প শুরু হয়েছে। কিছু বুথে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ শুরু হয়েছে। জানুয়ারি মাসে আরও কিছু বুথে বালতি দেওয়া হবে। ধীরে ধীরে সব বুথেই বাড়ি বাড়ি আবর্জনা নেওয়া শুরু হবে। তখন আর সমস্যা থাকবে না।'

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আবর্জনা নেওয়ার জন্য যখন সময় লাগবে বলে জানাচ্ছে, তখন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আশপাশ অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিল্পী দে সূত্রধর এই নিয়ে বলছেন, 'ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ চলছে। কয়েক জায়গায় কাজ শেষও হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করার কাজও শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকেও বিভিন্ন পোস্টার, ব্যানার দিয়ে সচেতন করা হচ্ছে।'

অসময়ের ফুল।। *শিবকাটা সংলগ্ন গদাধর নদীর তীরে। বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

যথেচ্ছ নির্মাণ ও বৃক্ষচ্ছেদনে ভূমিকম্পের বিপদ, শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

সর্বোচ্চ ঝুঁকি ডুয়ার্স-পাহাড়ে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গ। যেন ঢেলে সাজানো হয়েছে ডুয়ার্স, পাহাড়কে। সেই জনপদের শিয়রে এবার নতুন শঙ্কা।

ভারতীয় মান নির্ণায়ক সূচক (বিআইএস)-এর সাম্প্রতিক ঘোষিত 'সিসমিক জোন' (ভূমিকম্পপ্রবণ)-এর ম্যাপে 'সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' (জোন ৬) হিসেবে চিহ্নিত হল তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও কালিম্পংকে। একই তালিকায় নাম লিখিয়েছে সিকিমও। এই জায়গাগুলো আগে সিসমিক জোনের ম্যাপে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে ছিল। নয়া ম্যাপ প্রকাশ হতেই উদ্বেগের সুর শোনা যাচ্ছে পরিবেশবিদ, ভূবিজ্ঞানীদের গলায়। বিষয়টিকে রেড অ্যালার্ট হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাপের যে জোনে ওই এলাকা অন্তর্ভুক্ত, রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে, এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে প্রশাসনকে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেশি হতে পারে। অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এ রাজ্যের কালিম্পং ও পড়শি সিকিমের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো। পাহাড়ে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে আরও সাবধানী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বলছেন, নির্মাণের জন্য আরও কঠোরভাবে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া উচিত এখনই।

পদ্মশ্রীপ্রাপক পরিবেশবিদ শিলিগুড়ির একলব্য শর্মার বক্তব্য, 'আমি বিআইএসের রিপোর্টটি দেখেছি। অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন। পাহাড় ও তরাইয়ে চারতলার বেশি উঁচু ভবন নির্মাণ করা যাবে না। উন্নয়নমূলক কাজ যেন নিয়ম মেনে প্রযুক্তির সাহায্যে হয়। আমাদের পাহাড়ে এখনও প্রচুর গাছ রয়েছে, কিছুটা হলেও সেটা ভূমিধস রোধে সহযোগিতা করবে। তবে, বৃক্ষচ্ছেদন রুখতে হবে অবিলম্বে।'

ছয়টি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করে ২৪ নভেম্বর বিআইএস সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, তরাই ও ডুয়ার্সকে 'সিসমিক জোন ৬' হিসেবে ঘোষণা করে। নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, সেটা বদলে হয়েছে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। যে ছয়টি মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে তালিকাটি তৈরি হয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম পাহাড়ে মাথা তোলা উঁচু বিল্ডিং, পাহাড় কেটে একের পর এক নির্মাণ, ঝোরা ও পাহাড়ি নদীর গতিপথ পরিবর্তন। পরিবেশবিদরা মনে করছেন, সিকিম-রংপো রেলপ্রকল্প যদি ভূমিকম্পরোধক প্রযুক্তি মেনে তৈরি না হয়ে থাকে, তবে সেটিও বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির অধ্যাপক কৌশিক সাহা বলছিলেন, 'আগের তুলনায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কিন্তু বেড়ে গেল। শিলিগুড়িতে ব্যাংয়ের ছাতার মতো বহুতল তৈরি হচ্ছে মূল রাস্তা থেকে অলিগলি, মর্জিমতো কাজ চলছে। জলাভূমির ওপর বিল্ডিং হচ্ছে। অথচ বহু জায়গার মাটি কিন্তু খুব বেশি শক্তিশালী নয়। পাহাড়ের ঢালে বাড়িঘর, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ তৈরির আগে ভাবতে হবে। ধস নামার সম্ভাবনা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত বর্ষাকালে এখানে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি।'

পাহাড় মূলত ডালিং ও দামুদা সিরিজের হয়। ডালিং অর্থাৎ নবীন, ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু পাথর দিয়ে তৈরি পাহাড়। এগুলো প্রতিনিয়ত নিজের উচ্চতা পরিবর্তন করছে। হিমালয় পাহাড় এর অধীনেই পড়ছে, যা ইন্ডিয়ান টেকটনিক প্লেটের ওপর দাঁড়িয়ে। এই প্লেট প্রতিবছর ইউরেশিয়ান প্লেটকে ধাক্কা মারছে। ফলে ইউরেশিয়ান পাঁচ সেন্টিমিটার করে পিছিয়ে ও ইন্ডিয়ান উত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুটো প্লেটের ঘর্ষণে মাটির নীচে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় হয়ে ছোট ছোট আকারে ভূমিকম্প হচ্ছে।

সিসমিক গ্যাপ তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালায়। ওই সঞ্চিত শক্তি যে কোনও সময় সিসমিক গ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। যার ফলে রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রায় ভূমিকম্প হতে পারে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। মূলত, এই কারণেই সংশ্লিষ্ট এলাকাকে 'সিসমিক জোন ৬'-এ নথিভুক্ত করা হল।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জন রায়ের কথায়, 'আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। সরকার, মানুষ- উভয়েরই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। জাপান, মালয়েশিয়ার মতো দেশও 'রিং অফ ফায়ার'-এর মধ্যে রয়েছে। যখন-তখন সেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে। তবুও কিন্তু জীবনযাপন থমকে নেই। উন্নয়নের কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে ওরা। এখানেও প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন।'

বিপদসীমার সর্বোচ্চ ধাপ

এই এলাকা বর্তমানে ভূমিকম্পে ঝুঁকির নিরিখে দেশের সর্বোচ্চ বিপজ্জনক তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর আগে এই অঞ্চল জোন ৫ (অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি) ও জোন ৪ (উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ) ছিল। জোন ৬ -এর মানে হল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৮ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

প্লেটের তীব্র সংঘর্ষ

ভারতীয় প্লেট প্রতি বছর প্রায় ৪৭ মিলিমিটার গতিতে উত্তর দিকে ইউরেশিয়ান প্লেটের নীচে ঢুকছে। এই সংঘর্ষের চাপ ভূমিকম্পের শক্তির মূল উৎস। হিমালয়ের পাদদেশের সক্রিয় চ্যুতিরেখা, যেমন- মেইন ফ্রন্টাল থ্রাস্ট উত্তরবঙ্গের খুব কাছে অবস্থান ও শক্তি সঞ্চয় করছে।

'সিসমিক গ্যাপ'

'সিসমিক গ্যাপ' হল প্লেট বা ফল্ট লাইনের একটি অংশ। যেখানে দীর্ঘদিন বড় ভূমিকম্প হয়নি, সেখানে বিপুল পরিমাণ চাপ সঞ্চিত হয়। এই অঞ্চলেও 'সিসমিক গ্যাপ' রয়েছে। সঞ্চিত শক্তি যে কোনও সময় গ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

ভূমিধস ও তরলীভবন

এখানে ভূমিকম্প হলে পাহাড়ি অঞ্চলে যেমন ব্যাপক ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে, তেমন সমতল বা তরাই অঞ্চলের নরম মাটিতে তীব্র কম্পনের ফলে তরলীভবন ঘটতে পারে। অর্থাৎ, মাটি তরলের মতো আচরণ করে। ফলে মজবুত কাঠামো ভেঙে পড়বে।

নিয়মের লঙ্ঘন

পাহাড়জুড়ে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ, নদীমুখ ও বক্ষ আটকে দেওয়া, পাহাড় কেটে সড়ক ও টানেল তৈরি, নদীবাঁধ নির্মাণ ভূমিকম্পের প্রবণতাকে বাড়ায়।

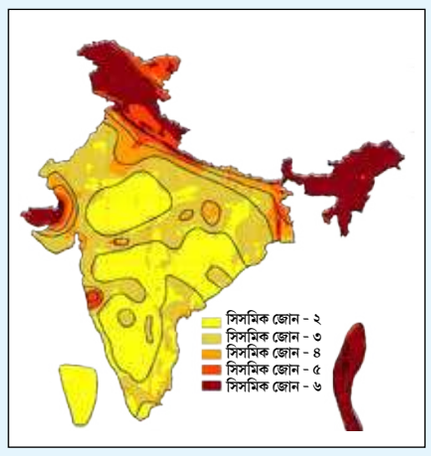

জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিপদ

উত্তরের শহর- বিশেষত শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও পাহাড়ের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেকটাই বেশি। বড় মাপের ভূমিকম্প হলে উদ্ধারকার্য ও হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধির শঙ্কা।

বিশেষজ্ঞদের মত

যে কোনও পরিস্থিতির জন্য যেন প্রস্তুত থাকে প্রশাসন। যোগাযোগের বিকল্প পথ তৈরি রাখা দরকার। নির্মাণে আরও কড়া গাইডলাইন তৈরি ও সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে সবুজায়নের ওপর জোর দেওয়া দরকার। উন্নয়নমূলক কাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।

ঘোলানি সেতুতে দুর্ঘটনার শঙ্কা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৪ ডিসেম্বর : কুমারগ্রামের এন্ডিবাড়ি থেকে পূর্বদিকের পাকা রাস্তাটি পুখুরিগ্রাম মধ্য হলদিবাড়ির দিকে গিয়েছে। এন্ডিবাড়ি থেকে এক কিলোমিটার এগোলেই ঘোলানি ৩ নম্বর সেতু। ১৯৯৫-'৯৬ অর্থবর্ষে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে পাকা জয়েন্ট ব্রিজটি নির্মিত হয়। প্রায় তিন দশক কেটে গেলেও সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়নি। ফলে সেটি জরাজীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে কোনওদিন নড়বড়ে সেতু ভেঙে স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন। অঘটন এড়াতে তাঁরা বেহাল সেতু সংস্কারের জোরালো দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা তথা ক্ষুদ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ শ্যামকুমারী মিঞ্জ বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রশাসনিক বৈঠকে সেতুর বেহাল দশার কথা তুলে ধরব।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, সেতুর নীচে পূর্ব দিকের পিলার ও উভয়দিকের উইং ওয়ালে ফাটল ধরেছে। সেই ওয়ালের একাংশ খসে পড়েছে। ডেক ঢালাইয়ের নীচের একাধিক অংশের কংক্রিট খসে লোহার রড বেরিয়ে পড়েছে। সেতুর বিভিন্ন অংশে গজিয়েছে আগাছা। যানবাহন পারাপারের সময় ঝাঁকুনিতে লোহার জয়েন্টের নাটবোল্ট খুলে পড়ছে। নদীর উভয়দিকে তারজালি ও বোল্ডারের পাড়বাঁধাই খসে পড়েছে। পুখুরিগ্রামের বাসিন্দা অশ্বিনীকুমার দাসের কথায়, 'উভয় দিকের রেলিং ভেঙে সেতুটি বিপজ্জনক হয়ে আছে। সাধারণ মানুষ সাইকেল, বাইক নিয়ে যাতায়াত করেন। এছাড়া প্রচুর ছাত্রছাত্রী সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। যে কোনওদিন রেলিংয়ের ভাঙা অংশ নদীতে পড়ে গিয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে।'

মদনসিং হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া লাভলি দাস প্রতিদিন এই বেহাল সেতু দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। তার কথায়, 'উলটো দিক থেকে টোটো, বাইক বা গাড়ি এলে পাশ দিয়ে যেতে ভয় হয়। সেতুর অনেকটা অংশে রেলিং নেই। একটু অসাবধান হলে কিংবা নিয়ন্ত্রণ হারালে সোজা সেতুর নীচে নদীতে গিয়ে পড়ব। তাই সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে যাই।'

একই পরিস্থিতি কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী পূর্বা রায়, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শন্টি দাসের। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র শানু দাসের মা অঞ্জনা দাসের বক্তব্য, 'ছেলেমেয়েরা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় থাকি। বিপজ্জনক সেতুতে কোন দিন কী ঘটবে তা কারও জানা নেই। দ্রুত সেতু সংস্কার হোক।'

আরেক গ্রামবাসী সুকুমার দাস জানান, এই পথে শুধু পুখুরিগ্রাম বা মধ্য হলদিবাড়ির মানুষ নয়, আশপাশের চার-পাঁচটি এলাকার হাজার হাজার মানুষ চলাচল করেন। ২০১৮ সালে কলকাতার মাঝেরহাট সেতু ভাঙার পর রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হয়। তখন এই সেতুকে দুর্বল সেতু চিহ্নিত করে ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা ছবি ও তথ্য নেন। ব্যাস ওই পর্যন্তই। পরে সেতু মেরামতের কোনও কাজ হয়নি।

বেহাল ঘোলানি ৩ নম্বর সেতুর ওপর দিয়ে গ্রামবাসীদের যাতায়াত।

পদ্ম ছেড়ে তৃণমূলে যোগেশ

সোনাপুর, ৪ ডিসেম্বর : ফের বিজেপিতে ভাঙন। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে বিজেপির পররপার অঞ্চল প্রমুখ যোগেশ রায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাঁর হাতে জোড়াফুল পতাকা তুলে দেন দলের জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। দলত্যাগের পরেই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন যোগেশ। তিনি বলেন, 'বিজেপির নেতারা ভোট পায়, কাজ করে না। আগে জন বারলা সাংসদ হয়ে কোনও কাজ করেননি, এখন মনোজ টিগ্গাও কোনও কাজ করছেন না। ওই দলে থেকে কী লাভ? মানুষের জন্য কাজ করতেই দল পরিবর্তন করেছি।'

যোগেশের যোগদানে উচ্ছ্বসিত মনোরঞ্জন। তিনি বলেন, 'যোগেশের যোগদানে সংগঠন আরও মজবুত হবে।' যদিও বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য দীপক কার্জির কটাক্ষ, 'টাকার লোভে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। কালজানি নদীতে যে বালি-পাথরের ব্যবসা চলে, তাতে ভাগ নিতে চান।'

আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে সফল করতে এদিন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র পক্ষ থেকে তপসিখাতা বাজারে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই যোগেশ তৃণমূলে যোগদান করেন।

বিজেপিতে বিভিন্ন পদ সামলে কয়েকমাস আগেই অঞ্চল প্রমুখের দায়িত্ব পেয়েছিলেন যোগেশ। তাঁর এই দলত্যাগ নিয়ে বিজেপির অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে।

দলীয় শিবির পরিদর্শনে উদয়ন

বারবিশা ও কামাখ্যাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা, কামাখ্যাগুড়ি এবং খোয়ারডাঙ্গায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত 'বাংলার ভোট রক্ষা শিবির' পরিদর্শনে আসেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি সুদয় নার্জিনারি, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী সহ এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মী, বিএলএ-২ সহ জনপ্রতিনিধিরা। মূলত এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম পূরণ এবং জমা দেওয়ার কাজকর্ম ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, তার খোঁজ নিতেই আসেন তিনি। পাশাপাশি দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক এবং পথসভাও করেন উদয়ন।

বারবিশার পথসভায় উদয়ন বলেন, 'এসআইআর-এর কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য দলের তরফে আমাকে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোথাও একজনও বৈধ এবং জীবিত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ পড়ার ঘটনা সামনে এলে আন্দোলন হবে।'

ছাত্রীকে কটূক্তি, ধুন্ধুমার স্কুলে

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করার প্রতিবাদ জানানো এবং তার জেরে দুই ছাত্রের বিরোধে উত্তেজনা ছড়াল ওকরাবাড়ি আলাবকস হাইস্কুলে। শুধু তাই নয়, নবম ও দশম শ্রেণির দুই ছাত্রের কথা কাটাকাটি এবং হাতাহাতির ঘটনায় বহিরাগতরা স্কুলে ঢুকে এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করে। স্কুলে মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের সময় শিক্ষকদের সামনে এমন ঘটনা ঘটলেও তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। এমনকি, স্কুলের তরফে পরবর্তীতে ঘটনাটি 'ভুল বোঝাবুঝি' বলে জানানো হয়েছে।

ওই ঘটনায় বহিরাগতদের মারে জখম দশম শ্রেণির ছাত্র দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রশ্ন উঠেছে, স্কুলে মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের সময় সেখানে শিক্ষকদের উপস্থিত থাকার কথা। তাঁদের সামনে এমন ঘটনার সময় তাঁদের ভূমিকা কী ছিল? শুধু তাই নয়, স্কুলে এভাবে বহিরাগতরা ঢোকায় ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাই বা কোথায়?

এদিন বিদ্যালয়ে ফর্ম ফিলআপ চলছিল। সেইমতো বিদ্যালয়ে এসেছিল নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। অভিযোগ, ওই সময় দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করে নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র। দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র তার তীব্র প্রতিবাদ করলে নবম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। একসময় তা হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। গোলমাল চলাকালীনই নবম শ্রেণির এক ছাত্র বাইরে থেকে কয়েকজনকে ডেকে আনে। তারা এসে দশম শ্রেণির ছাত্রদের উপর চড়াও হয়। তাদের মারেই জখম হয় দশম শ্রেণির ছাত্রটি।

এদিন স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির ফর্ম ফিলআপ ও অন্য ক্লাসের পরীক্ষা চলছিল। সেখানে শিক্ষকরা গার্ড দিচ্ছিলেন। তবে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুলে সেই সময় ছিলেন না। প্রধান শিক্ষক পরে দেড়টা নাগাদ স্কুলে আসেন। প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেবের কথায়, 'সেরকম বড় কিছু ঘটেনি। শুনেছি দুজন ছাত্রের মধ্যে মারপিট হয়েছে। যদিও এনিয়ে কেউই আমার কাছে লিখিত অভিযোগ করেনি। করলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্কুলে থাকা শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষককে কেন ঘটনার কথা জানাননি, এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কোচবিহার

এদিকে, হাসপাতালে ভর্তি ওই ছাত্র জানায়, নবম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি হয়েছিল। ওই ছাত্র বাইরে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে এসে আমাকে মারধর করে। ওদের হাতে ব্লেডও ছিল। তবে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রের নাম জানা নেই।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দশম শ্রেণির এক ছাত্র জানায়, কথা কাটাকাটির মাঝেই বহিরাগতরা স্কুলের মধ্যে ঢুকে তাদের মারধর করে। শিক্ষকরা সামনে থেকে সব দেখলেও কোনও পদক্ষেপ করেননি।

এক মাসে ৬৬টি পরিবর্তন সভা

ফালাকাটা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট তৃণমূল, হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। নির্বাচনের আগেই ভোটের লড়াইয়ে রাজ্যের শাসক-বিরোধী। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে যখন কেন্দ্রবিরোধী তোপ দাগছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল, তখন তৃণমূলকে রাজ্যের ক্ষমতার থেকে উৎখাত করতে পরিবর্তনের ডাক বিজেপির। শুক্রবার থেকে ফালাকায় শুরু হচ্ছে পদ্ম শিবিরের পরিবর্তন সভা। দলীয় সূত্রে খবর, গ্রাম ও শহর মিলিয়ে এক মাস ধরে ফালাকাটায় হবে ৬৬টি পরিবর্তন সভা।

'২১-এর ভোটে ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র ঘাসফুলের পরিবর্তে ফুটেছিল পদ্ম। হাতছাড়া হওয়া কেন্দ্রটি পুনরায় দখলে মরিয়া তৃণমূল। কেন্দ্রটি ধরে রাখতে সচেষ্ট বিজেপি নতুন করে ভোটারদের পাশে পেতে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। কিন্তু দখলে থাকা কেন্দ্রে কেন পরিবর্তনের ডাক, টিপ্পনী কাটছেন অনেকেই। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্য থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করতেই পরিবর্তনের কথা।

কোন মণ্ডলের কোথায় কবে সভা হবে, সেই সূচি তৈরি হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডলের শিশাগোড়ে প্রথম পরিবর্তন সভা হবে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এই মণ্ডলের আসাম মোড়, সাইনবোর্ড বাজার, কাদম্বিনী চা বাগান, শিলবাড়িহাট, সঞ্জয় বাজার, জোড়াপুল বাজার, মেজবিল ও যোগেন্দ্রনগরে সভা হবে। ফালাকাটা ১ নম্বর মণ্ডলে ১১টি, ২ নম্বর মণ্ডলে ১৮টি, ৪ নম্বর মণ্ডলে ১০টি ও ৫ নম্বর মণ্ডলে (ফালাকাটা টাউন) ১৮টি পরিবর্তন সভা হবে। প্রতিটি মণ্ডলের দুটি সভায় থাকবেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এছাড়াও জেলা সভাপতি মিঠু দাস, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃত্ব এখানে এসে রাজ্য থেকে তৃণমূল সরকারের পরিবর্তনের ডাক দেবেন।

বিজেপির ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধর বলছেন, 'ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ৬৬টি পরিবর্তন সভা হবে। সভাগুলিতে জেলা সভাপতি, সাংসদ, বিধায়ক সহ বাইরের বক্তারাও থাকবেন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রাজ্যব্যাপী যাতে ক্ষমতার বদল ঘটে, তাই এমন পরিবর্তন সভা।'

নয়া এক্স-রে মেশিন

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে বৃহস্পতিবার ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনের উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে উপকৃত হবেন মাদারিহাট ও ফালাকাটা ব্লকের বহু মানুষ। বৃহস্পতিবার এই এক্স-রে মেশিনের উদ্বোধন করেন আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ নীলাঞ্জন মণ্ডল, ডাঃ দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা সাবিত্রী ছেত্রি - কে 06.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 40E 57701 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এই পুরস্কারের টাকা পাওয়ার ফলে আমি আর্থিক নিরাপত্তার একটি শক্তিশালী ভিত্তি পেয়েছি। আমি কখনও কল্পনা করিনি যে ভাগ্য এত অসাধারণভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করবে। এই ব্যতিক্রমী সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ইসালে সওয়াবে সম্প্রীতির সুর

পলাশবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ির ঘাটপাড়ে সম্প্রীতির সুর নতুন নয়। কয়েক বছর আগে পলাশবাড়ির বিকাশ রায় ঘাটপাড়ের মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করেন। তাঁর মনস্কামনা পূরণ হয়। আশপাশের আরও অনেক হিন্দুই মনস্কামনা পূরণ হওয়ায় প্রতিবার মাজারে যান। কেউ কেউ আবার উৎসব কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এবছর শুক্রবার ইসালে সওয়াব শুরু হচ্ছে। শনিবার শেষ হবে। এজন্য জোরদার প্রস্তুতি চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ রায়ের কথায়, 'মাজারে প্রার্থনা করে অনেক হিন্দুর মনস্কামনা পূরণ হয়েছে। এজন্য ইসালে সওয়াবের সময় মাজারে মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করি।'

শিলতোর্ষা নদীর পশ্চিম তীরে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের বসবাস। ধর্মীয় সম্প্রীতি এখানকার মূল ঐতিহ্য। এবছর ইসালে সওয়াবের ১৮তম বর্ষ। বৃহস্পতিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, বাইরে থেকে প্রচুর দোকান এসেছে। হাজার হাজার মানুষের এখানে সমাগম ঘটে। বসে মেলাও। ইসালে সওয়াব কমিটির প্রতিনিধি স্বপন রায়ের কথায়, 'ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু এলাকার উৎসব সবার। মাজারে সবাই প্রার্থনা করি।' কমিটির যুগ্ম সভাপতি মহাবুল আলমের কথায়, 'এখানকার ধর্মীয় সভায় সব ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। আমরা যেমন কালীপুজোয় সহযোগিতা করি, তেমনি মাজারে হিন্দুরা প্রার্থনা করেন। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।'

গ্রামবাসীর টাকায় আলো

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : রাত নামলেই অন্ধকার গ্রাস করত বঞ্চুকামারি অরবিন্দনগর প্রেসপাড়াকে। রাস্তাজুড়ে নেশাখোরদের উপদ্রব ও নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কে দিন কাটাতেন বাসিন্দারা। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংলগ্ন পুরসভায় বহুবার আবেদন ও নালিশেও পথবাতির ব্যবস্থা করা হয়নি। বছরের পর বছর এই অবস্থাতেই কাটিয়েছেন সেখানকার মানুষ। অবশেষে সরকারি সহায়তার অপেক্ষা না করে নিজেদের টাকাতেই আলোর ব্যবস্থা করলেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার এলাকাজুড়ে ৮টি স্ট্রিট লাইটের উদ্বোধন করা হয়। দুর্গাপুজোর ফান্ড থেকে অর্থ সঞ্চয় করে ও এলাকার মন্দিরের বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে আলো চালু করা হয়েছে। মাসিক বিদ্যুৎ বিলও গ্রামবাসীরাই দেবেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ছাব্বিশের কথা

২০২৬-এর মার্চ-এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ধরে নিয়ে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল জমানার সাড়ে ১৪ বছরের কাজের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান- সবেতেই দারুণ রকমের উন্নতি হয়েছে রাজ্যের।

নির্বাচন এলেই মমতার অন্য রূপ। কার্যত একাই দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন তিনি। ২০১১-য় বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর একমাত্র '১৯-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল কিছুটা চাপে পড়েছিল। বিজেপি অবশ্য '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ে। বঙ্গ বিজেপিকে ২০০ আসন জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শা। শেষে ৭৭টি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় শুভেন্দু অধিকারীদের। সেই ৭৭-ও কমতে কমতে ৬৫-তে ঠেকেছে। '২৪-এর লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল পায় ২৯ আসন, আর বিজেপি ১২।

এখন প্রশ্ন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কী হবে? পনেরো বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া নিশ্চয়ই বড় ফ্যাক্টর। তাছাড়া পরপর নারী নির্যাতনের ঘটনা। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কামদুনি, কালিয়াগঞ্জ, হাঁসখালি, আরজি কর, কসবা, দুর্গাপুর... তালিকাটি দীর্ঘ। ঘটেছে বগটুইয়ের মতো গণহত্যাও।

আইনশৃঙ্খলার এই হালের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে চরম দুর্নীতি। দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি থেকেছেন দুজন মন্ত্রী, কয়েকজন বিধায়ক-নেতা। রাজ্যে নতুন কোনও শিল্প, কলকারখানা, কর্মসংস্থান নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দু'কোটি মানুষকে তাঁর সরকার চাকরি দিয়েছে। উন্নয়ন-রথ নাকি ছুটছে দ্রুত। যেমন, দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করা গিয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে, ছয়-ছয়টি অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণ চলছে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, দেউচা-পাঁচামিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনিতে ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের আশা তৈরি হয়েছে, বাংলার সিলিকন ভ্যালিতে রয়েছে ২৮০০ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, অশোকনগর ওএনজিসি জোন ও কর্মদিগন্তে ৩৫০০০ কোটি লগ্নি।

মুখ্যমন্ত্রীর এইসব দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু একটা বিষয় খুব পরিষ্কার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা প্রভৃতি সামাজিক প্রকল্পের দৌলতে শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র তৃণমূলের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। এইসব প্রকল্পে দুর্নীতি যে নেই, তা নয়। উপযুক্ত নজরদারির অভাবে সরকারি অর্থ নানাভাবে নয়ছয় হচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষ মাসে মাসে সামান্য টাকা হাতে পেয়েও খুব খুশি হন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২ কোটি ২১ লক্ষ উপভোক্তাকে মোট ৭৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আছে প্রতি বছর রাজ্যের হাজার হাজার ক্লাবকে পুজো অনুদান। '২৪ সালে ৪৫০০০-এরও বেশি পুজো কমিটিকে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে। এনিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযোগ, রাজ্যে কারখানা নেই, শিল্প নেই, আর জনগণের করের টাকা উলটোপালটাভাবে নয়ছয় করা হচ্ছে।

কিন্তু বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, এইসব সামাজিক প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে রাজ্যের শাসকদল। পরিশেষে বলতেই হয় এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা। জাতীয় স্তরের নেতাদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন। কমিশনকে দু'বার চিঠি পাঠানো, কমিশনে প্রতিনিধিদল পাঠানো, এসআইআর-এর জন্য মাত্র দু'মাস সময় অপর্যাপ্ত- সেকথা সকলকে বোঝানো, এসআইআর আতঙ্কে মৃত ও আত্মঘাতীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো-- এইসব পদক্ষেপ তৃণমূলকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

যদিও ভোটের ক্ষেত্রে কিছুই আগাম বলা যায় না। তবুও এরাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, নিষ্ঠার অভাব, বিভিন্ন ইস্যুতে দলের আত্মঘাতী নীতি মমতার পক্ষে ছাব্বিশের ভোটে কিছুটা স্বস্তির কারণ তো বটেই।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

সহিষ্ণুতার অনুপস্থিতি আর আমরা

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে।

রুদ্র সান্যাল

এআই।

অসহিষ্ণুতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই আমরা সচরাচর ধর্মীয় বিভাজনের কথাই আগে মনে করি। সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম, রাজনৈতিক ভাষ্য এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক— সবই যেন ইঙ্গিত করে যে অসহিষ্ণুতার একমাত্র ক্ষেত্র ধর্ম। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। অসহিষ্ণুতা আজ সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে— পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা থেকে রাজনীতি, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরের নীতি পর্যন্ত। নতুন বৈষম্য, নতুন বিরোধ, নতুন ক্ষোভ— সবই মিলেমিশে এক বিস্তৃত সামাজিক সমস্যার রূপ নিচ্ছে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব ও আলোচিত সমস্যা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মের নামে সংঘাত বেড়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা গিয়েছে, বিশ্বে প্রায় ৫৭ শতাংশ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর নানামুখী চাপ রয়েছে। ভারতেও বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খবর শিরোনামে এসেছে। কিন্তু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এই চিত্র সমাজের বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার কেবল একটি অংশ। আরও গভীর ও নীরব অসহিষ্ণুতা প্রতিদিন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ছড়িয়ে পড়ছে— যা অনেকসময় আলোচনায় আসে না, কিন্তু প্রভাব ফেলে আরও বিস্তৃতভাবে।

সমাজে মতের ভিন্নতা গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদম আমাদের এমন বুদবুদে আটকে রাখে যেখানে আমরা কেবল নিজের মতের প্রতিধ্বনি শুনি। ফলে অন্য মতের প্রতি সহনশীলতা কমে যায়। একই ঘটনা দেখা যায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রেও। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী মতের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা থাকা জরুরি। অথচ আজ রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে ভিন্নমতকে অনেকেই শত্রুতার চোখে দেখেন। যুক্তির বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আলোচনার বদলে বিদ্বেষ তৈরি হয়। ফলে সমাজ আরও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শিক্ষাঙ্গনেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, ক্যাম্পাসে মত প্রকাশের সীমাবদ্ধতা বা প্রতীকী স্বাধীনতার সংকট— এসবই নির্দেশ করে যে সহিষ্ণুতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। অথচ শিক্ষাঙ্গনই হওয়া উচিত মতের চর্চা, বিতর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রশিক্ষণের জায়গা। সেখানে যদি অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধে, তাহলে ভবিষ্যৎ নাগরিকরা কীভাবে সহনশীলতার চর্চা করবে?

অসহিষ্ণুতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল অর্থনৈতিক জীবন— বিশেষ করে বেকার এবং চাকরিজীবীদের মধ্যেকার টানাপোড়েন। দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্ব ভারতের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র তথ্য অনুযায়ী, দেশে যুবসমাজের বেকারত্বের হার প্রায় ২০ শতাংশ ছুঁইছুঁই। এই পরিস্থিতিতে চাকরি পাওয়া মানুষের প্রতি কিছু বেকারের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তাঁরা মনে করেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ পাচ্ছেন না, অথচ অন্যরা হয়তো ভাগ্য বা পরিচিতির কারণে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে চাকরিজীবীরাও নানা অসুরক্ষা ও সংকটের মধ্যে দিন কাটান— চাকরি হারানোর ভয়, কাজের চাপ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা, অপ্রতুল বেতন বৃদ্ধি সব মিলিয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাঁরা চাপে থাকেন। ফলে তাঁরা অনেক সময় বেকারদের ক্ষোভকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেন, কিংবা নিজেদের অবস্থান রক্ষার চেষ্টায় আরও কঠোর হন।

এই দুই শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সমাজে অদৃশ্য এক অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। পরিবার বা বন্ধুদের মধ্যেও দেখা যায়— একজন চাকরি পেলেই অন্যজনের মধ্যে হীনম্মন্যতা, বিরক্তি বা ঈর্ষা জন্ম নেয়। আবার চাকরিজীবীরা কখনো-কখনো বেকার বন্ধুদের 'অক্ষম' বা 'অপরিশ্রমী' ভাবতে শুরু করেন— যা সম্পূর্ণ অবিচার। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি সমাজে আর্থিক-মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব বাড়ায়। অথচ, দুই পক্ষের বাস্তব সমস্যাই সত্য— একদিকে কর্মসংস্থানের সংকট, অন্যদিকে কর্মস্থলের চাপ। সমাধানও তাই একপাক্ষিক নয়; দরকার নীতিগত পরিবর্তন, দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ, এবং সবচেয়ে বড় কথা— পারস্পরিক সহানুভূতি।

এই বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে আজ সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হল এসআইআর-(স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের প্রতি সমাজের মনোভাব। মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাজ করতে হচ্ছে এই কর্মীদের— অপর্যাপ্ত সময়, জনবল সংকট, প্রযুক্তিগত সমস্যা, অবিরাম আপডেট, আর প্রশাসনিক চাপ। অথচ সামাজিক মাধ্যমে বহু মানুষ ঠাট্টা করে লিখছেন, 'এতদিন ফাঁকি মেরে শরীরে জং ধরে গিয়েছে, তাই কাজ করতে পারছে না।' কেউ ভাবছেন না যে, নথি যাচাই থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি ঘোরা— এই প্রতিটি দায়িত্বই কী কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের পালন করতে হচ্ছে। বরং তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা, কটাক্ষ এবং অপমানসূচক মন্তব্যই বেশি চোখে পড়ছে। এতে স্পষ্ট যে, সমাজে সহানুভূতির জায়গা ক্রমশ ছোট হচ্ছে, এবং অসহিষ্ণুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অন্যের পরিশ্রম, সমস্যা বা সংগ্রাম— কিছুই বোঝার প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে না।

পরিবারেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। প্রজন্মগত ব্যবধান, আর্থিক চাপ এবং সময়ের অভাব— সব মিলিয়ে পরিবারে কথা বলার জায়গা কমে যাচ্ছে। ছোটখাটো বিষয়েও বিরক্তি, উত্তেজনা ও তর্ক তৈরি হচ্ছে। আগের যুগে পরিবার ছিল মানসিক নিরাপত্তার জায়গা; আজ অনেকের জন্য সেটিও চাপের জায়গা হয়ে উঠছে। একইসঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনও এই অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা দ্রুতগতির জীবনে ধৈর্য হারাচ্ছি, দ্রুত বিচার করতে চাই, দ্রুত রাগ করি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই। ফলে সমাজে সহনশীলতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে।

সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে। শিক্ষা, পরিবার, প্রশাসন, মিডিয়া— সব জায়গায় সহিষ্ণুতা বাড়ানোর উদ্যোগ জরুরি। ব্যক্তিগত সম্পর্কেও আমাদের গভীর মনোযোগ দরকার— অভিযোগ নয়, বোঝার চেষ্টা; প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; ঈর্ষা নয়, আন্তরিকতা।

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা যদি রোধ না করা যায়, তাহলে সামাজিক শান্তি, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং মানুষের মানসিক সুস্থতা— সবই হুমকির মুখে পড়বে। সহিষ্ণুতা দুর্বলতার লক্ষণ নয়; বরং সভ্যতার শক্তি। আমাদের সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমেই সহিষ্ণুতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে— নিজের ভিতরে, সমাজের ভিতরে, ভবিষ্যতের ভিতরে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে। সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে।

আজ

১৯৫১

আজকের দিনে প্রয়াত হন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯২৫

সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত। বুঝেছেন অমিত শা'র চালাকি? আমরা অত বোকা নই বাবুমশাই, গোদিভাই! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর আসার আগে বারাণসীতে তাঁকে অভ্যর্থনার দৃশ্য ভাইরাল। টেবিলে পুতিনের ছবি রেখে কয়েকজন মহিলা প্রদীপ জ্বালিয়ে, ভক্তিমূলক গান করে 'বরণ' করছেন। পাশে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে কয়েকজন।

ভাইরাল/২

কেমন আছো? 'আজ ভালো আছি।' বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিমায় কথা কৌতুকাভিনেতা রাজপাল যাদবের। রাজপালের কথা শুনে হেসে কুটোপাটি মহারাজ। তাঁর 'সেন্স অফ হিউমার'-এর প্রশংসা শোনা গেল মহারাজের গলায়। আপ্লুত রাজপাল নিজেও।

জনমন জনমত

উন্নয়নের নামে নষ্ট জনগণের করের টাকা

সিমেন্ট, ইট, বালি, পাথর একবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই উন্নয়ন। সারা বাংলাজুড়ে এই উন্নয়নের ধারা বহাল রয়েছে। বাদ পড়েনি উত্তরবঙ্গের ছোট্ট অথচ খুব সুন্দর শহর ময়নাগুড়িও। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক আনুকূল্যে এবং ময়নাগুড়ি পুরসভার তত্ত্বাবধানে, বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা তৈরির শিলান্যাস হয়ে গেল।

এই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তার কথা প্রায় প্রতি মাসেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় লেখা হত। কারণ শেষবার এই রাস্তাটি তৈরি হওয়ার পর রাস্তার গুণগতমান এমনই ছিল যে মাত্র ৬-৭ মাসের মধ্যেই তা ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। উন্নয়নের চাপে এই বিষয় নিয়ে এজেন্সিকে চাপ না দেওয়ায় এলাকাবাসী সহ বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া গর্ভবতী মায়েরা প্রায় চার বছর হোঁচট খেতে খেতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমানে বহু এলাকায় পেভার্স ব্লক দিয়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য সরকারের একটা অদম্য ইচ্ছা চোখে পড়ছে। কিন্তু বিষয়টা হল, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ওই রাস্তার নীচে জল সরবরাহের দুটি বড় আকারের পাইপলাইন আছে। যার সঙ্গে এলাকার প্রতিটি বাড়ির জলসংযোগও দেওয়া আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই রাস্তাটি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাস্তাটি দিয়ে হামেশাই ভারী যানবাহন চলাচল করে। এই কারণে মাসে ২-৩ বার জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হওয়ার পর যদি এভাবে জলের পাইপ মাঝে মাঝেই ফেটে যায়, তাহলে কি রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত থাকবে?

পরিকল্পনাহীন, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় না করে শুধুমাত্র 'উন্নয়ন'-এর লক্ষ্যে জনগণের করের টাকা এভাবে নষ্ট হওয়ায়, আদতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে বলেই মনে করি।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়

৩২০০০ শিক্ষকের চাকরি আপাতত বেঁচে গেল। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কিংবা সিবিআই প্রকৃত দোষীদের বা অযোগ্যদের শনাক্ত করতে পারেনি। সঠিক এবং প্রামাণ্য তথ্যও দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চ মনে করেছে, সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। সিবিআইয়ের অক্ষমতার দায় কেন যোগ্য শিক্ষকদের ওপরে বর্তাবে? তাই হাইকোর্টের রায় সঠিক বলেই মনে হয়। এর আগে প্রায় ২৬০০০ চাকরিহারা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই রায় হওয়া উচিত ছিল, পুরো প্যানেল বাতিল করা ঠিক হয়নি।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

ডাক্তারবাবুরা পাশে, কিন্তু শিক্ষকমশাইরা?

আরজি করের ঘটনায় চিকিৎসকরা পথে নেমেছিলেন। চাকরি হারানো শিক্ষকদের জন্য সহকর্মীরা উলটো অবস্থানে।

রাহুল দাস

পাশে।। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকরা।

কোনও সমাজের নৈতিক শক্তি পরিমাপ করতে গেলে শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা প্রশাসনের দিকে তাকালে পুরো ছবি পাওয়া যায় না, দেখতে হয় শিক্ষক সমাজকে- যারা আগামী প্রজন্মের বিবেক, যুক্তি ও ন্যায়বোধ গড়ে তোলে। সেই হিসেবে 'হীরক রাজার দেশে'-র উদয়ন পণ্ডিত কেবল এক চরিত্র নন; তিনি সত্য, প্রতিবাদ ও মূল্যবোধের এক প্রতীক। অত্যাচারী রাজশাসনের মুখোমুখি হয়েও যিনি নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, শিশুদের শিখিয়েছিলেন স্বাধীনভাবে ভাবতে। রাজ-রোষের পরোয়া তিনি করেননি। কিন্তু আজকের বাস্তবে দাঁড়িয়ে মনে হয়- এই উদয়ন পণ্ডিতরা যেন ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। গল্পের প্রতীকী প্রতিবিম্ব যেন সত্যি হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে।

২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তার সর্বাধিক জ্বলন্ত উদাহরণ। সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়ার পর রাতারাতি প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারান। মিলেমিশে যায় 'যোগ্য-অযোগ্য'-র খেলা। চতুরতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা কোনও উপন্যাসের কায়দায়। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, যোগ্যতার সার্টিফিকেট-সবই মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যায় যোগ্যদের। আন্দোলনের মাঝে, ব্রেনস্ট্রোকে সুবল সোরেনের মৃত্যু যেন সেই অবিচারের সবচেয়ে নির্মম দলিল। কিন্তু এঁদের পাশে দাঁড়ালেন কতজন সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা? যাঁরা চাকরি হারালেন না, তাঁরা কি খুব বেশি সংখ্যায় তাঁদের সহকর্মীদের হয়ে সোচ্চার হলেন? অভিজ্ঞতা বলছে- না! দাঁড়ালেন না। মুখ খুললেন না।

এটাই সবচেয়ে উদ্বেগজনক। সমাজের মেরুদণ্ড বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, সেই শিক্ষক সমাজের এক বড় অংশের নীরবতা প্রশ্ন তোলে-তাদের নৈতিক অবস্থান কি সত্যিই তা-ই, যা আমরা ধরে নিতে ভালোবাসি? নাকি বাস্তবের চাপ, সুবিধা ও নিজস্ব নিরাপত্তাবোধ তাদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সত্য উচ্চারণের শক্তিটুকুও ক্ষয়প্রাপ্ত?

এই প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যে এসআইআর নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনা যেন আরও একটা দ্বিচারিতার প্রতিচ্ছবি। দেশের বহু রাজ্যে একই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চললেও পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে আতঙ্ক, অভিযোগ, অসন্তোষের বিচিত্র মিশ্রণ। অধিকাংশ বুথ লেভেল অফিসাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কিছু বিএলও অসুস্থ হলে দাবি উঠছে-দায়িত্বের চাপ তাঁদের ভেঙে দিচ্ছে, যেন সাধারণ মানুষ অসুস্থ হন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, কিছু জায়গায় যেসব বিক্ষোভ হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে, সেখানে অংশগ্রহণকারীদের এক বড় অংশই স্বীকার করছে- তারা বিএলও নয়! তাদের যুক্তি, 'সহকর্মীদের জন্য পথে নেমেছি।'

সহানুভূতির এই প্রদর্শন অবশ্যই ভালো, তবে প্রশ্নটা তখনই তীব্র হয়ে ওঠে- যখন সহকর্মীরা দুর্নীতির চাপে চাকরি হারালেন, সুবল সোরেনের মতো মানুষ প্রাণ হারালেন-তখন এই সহানুভূতি কোথায় ছিল? যেখানে প্রয়োজন ছিল ন্যায়বোধের, সেখানে নীরবতা। যেখানে প্রয়োজন ছিল প্রতিবাদের, সেখানে নিরাপদ দূরত্ব। অতএব, প্রশ্ন উঠতেই পারে- এই শিক্ষক সমাজই কি আগামীর সচেতন নাগরিক তৈরির দায়িত্ব বহন করবে? যারা নিজেরাই অন্যায় দেখেও নিশ্চুপ, তারা কি নতুন প্রজন্মকে সাহস, যুক্তি আর নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে? উত্তরটা বোধহয় জটিল নয়।

সবশেষে বলতে দ্বিধা নেই যে আরজি করের নিকৃষ্টতম ঘটনায় ডাক্তারবাবুরা, নার্সরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন, জোট তৈরি করেছিলেন, কর্মবিরতির মতো পদক্ষেপ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ তার সিকিভাগও করতে পারল না। অথচ শিক্ষক সমাজের অবদান হওয়া উচিত ছিল আরও বেশি তীব্র।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১০

পাশাপাশি : ১। কোকো থেকে তৈরি মাদক ৩। পুরুষ জাতীয় প্রাণী ৫। উপহার বা নজরানা ৬। দর্পণ বা আয়না ৮। রীতি বা আচরণবিধি ১০। রামায়ণের সঙ্গে এই মুনির সম্পর্ক আছে ১২। দোষ ত্রুটি ১৪। চার বেদের একটি ১৫। ভিজে হাতে-পায়ে যে ক্ষত তৈরি হয় ১৬। জ্ঞানময় সত্তা।

উপর-নীচ : ১। শালুক ফুল ২। ইংরেজি বছরের মাস ৪। বিচারের জন্য আদালতে দাখিল করা ৭। এই বন্য প্রাণীর পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি আছে ৯। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি পর্দা ১০। ঘোড়ার লেজ বা কাঁধের চুল ১১। গাছের কচি সবুজ পাতা ১৩। মীমাংসা বা সমাধান।

সমাধান ■ ৪৩০৯

পাশাপাশি : ১। গাবর ৩। আকবর ৪। সুবল ৫। জিগমিষা ৭। কাচা ১০। তিমি ১২। আচমকা ১৪। দেয়ালা ১৫। শূর্পণখা ১৬। দাবনা।

উপর-নীচ : ১। গাছপালা ২। রসুন ৩। আলজিভ ৬। মিনতি ৮। চামচ ৯। পাকা দেখা ১১। মিহিদানা ১৩। আলাদা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

পথ দুর্ঘটনা

উত্তরপ্রদেশে বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হল কুলটির এক পরিবার। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বাকি ৬। বিহারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।

দেহ উদ্ধার

গিরিশ পার্কের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক শিক্ষানবিশ পাইলটের ঝুলন্ত দেহ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সময় বদল

রবিবার ৭ ডিসেম্বর ওয়েস্টবেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিলিমিনারি এগজামিনেশনের জন্য মেট্রো পরিষেবার বদল আনল কর্তৃপক্ষ। ওই দিন ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে স্বাভাবিক সময়ের আগে থেকে মেট্রো চলবে।

ধার্মিক চোর

চুরি করে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার আগে চোর গীতার ওপর রেখে গেলেন ৫০ টাকা। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় চোরের এই কীর্তিতে তাজ্জব স্থানীয়রা। তবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মমতার

এসআইআর, ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৪ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের স্টেডিয়ামে সভামঞ্চ থেকে রীতিমতো ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়ন, এসআইআর ছাড়াও আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে মুর্শিদাবাদে শূন্য করার ডাক দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে জেলার সাগরদিঘিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে বলে জানান মমতা। সেখানে যে সুপার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বানানো হয়েছে, তা থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ১০ ডিসেম্বর সেই মেগা ইউনিট চালু করা হবে। এই প্রকল্প তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৪,৫৬৭ কোটি টাকা।

এদিন মমতা জানান, এই প্রকল্পে ২৬ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।এদিন বহরমপুর সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে মমতা হাজির হন স্টেডিয়ামের সভামঞ্চে। জনতার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে একের পর এক ইস্যুতে বোমা ফাটান নেত্রী। শুরুতেই এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।' এরপরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, 'আপনারা বুঝেছেন অমিত শা-র চালাকি! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।' এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন মমতা। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, 'কেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? অসম, ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সীমান্ত নেই? সেখানে কেন এসআইআর হবে না? বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে?' মুর্শিদাবাদবাসীর উদ্দেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন। বলেন, 'মুর্শিদাবাদের মানুষ অশান্তি পছন্দ করেন না। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবেন, এটাই নিয়ম।' সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে নাম না করে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা। বলেন, 'ধুলিয়ান-জঙ্গিপুরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় জাকির হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। স্থানীয় কাউন্সিলরকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, আপনারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিন। হিন্দুরা যাতে নির্যাতিত না হন। এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা। আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি।' জেলার ভাঙনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রকে দোষারোপ করে বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন রোধ করা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে।'

> এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

দলীয় কর্মীসভা থেকে কেন্দ্রকে হুংকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বহরমপুরে।

ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ কমিশনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এসআইআর পর্বে এরাজ্যেই প্রথম এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকাকে ডুপ্লিকেট ভোটারমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। ভোটে কারচুপি করতে রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় কয়েক লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার রেখে দিয়েছে তৃণমূল। সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু সিইও-র কাছেই নয়, এই ইস্যুতে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেও দরবার করেছিল বিজেপি। সেই নিরিখে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকায় সংশোধনের পরেও বিএলওদের চাপ দিয়ে ইআরওদের একাংশ ডুপ্লিকেট ভোটারদের তালিকায় রেখে দিচ্ছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি। এসআইআরের প্রথম দফায় বিলি করা ফর্ম ডিজিটাইজড হয়ে ফেরার পর সেই তালিকা ফের খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে তালিকায় কোনও ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে কমিশন। বৃহস্পতিবারই এই সফটওয়্যারকে কাজে লাগিয়ে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করা শুরু করে দিয়েছেন ইআরওরা। নিজেদের বিধানসভার মধ্যে এধরনের ডুপ্লিকেট ভোটার থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারবেন ইআরওরা। বিধানসভার বাইরে কিন্তু একই জেলার মধ্যে হলে সেই কাজ করতে পারবেন ডিইওরা। এবং রাজ্য পর্যায়ে সন্দেহজনক ভোটারকে চিহ্নিত করতে পারবেন সিইও। কমিশনের দাবি এই বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটারদের বাদ দেওয়া সম্ভব হবে।

সিইও দপ্তরে বিক্ষোভ বিএলও-দের

ভরসা প্রযুক্তি

- এসআইআর-এর গণনাপত্রের রিপোর্ট সব বিএলএ-দের নিয়ে থানায় বসে করতে হবে বিএলও-কে
- ফর্ম ফেরার পর পুনরায় যাচাই শুরু করেছে কমিশন
- তালিকায় একই ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে

এখনও পর্যন্ত অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা প্রায় ৫৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৩০৩ জন ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মিলেছে। কিন্তু এর বাইরে রয়েছে প্রায় ৭ কোটি ভোটার। সেই তালিকায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের হদিস পেতে এই প্রযুক্তি বিশেষ সহায়ক হবে বলে দাবি করেছে কমিশন। সিইও দপ্তরের লক্ষ্য ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করার কাজ শেষ করা।

অসংগৃহীত এসআইআরের শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। আবার দুই কলকাতার মধ্যে উত্তর কলকাতা প্রথম। এখনও পর্যন্ত ২৩ শতাংশের বেশি এসআইআর ফর্ম ফেরত আসেনি। সব থেকে কম পূর্ব মেদিনীপুরে। মৃতহীন যে ২২০৮টি বুথকে চিহ্নিত করেছিল কমিশন, সেই বুথের সংখ্যা এদিন কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭-এ। বুথে কোনও মৃত নেই এই তথ্য সংশোধনের জন্যে এদিনও ফের বিএলও, ইআরওদের সতর্ক করে সিইও বলেছেন, '১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময় পাচ্ছেন তাতে কোনওরকম ভুলভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করে নিন। এরপরেও মৃত, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম যদি তালিকায় থাকে তাহলে তার দায়িত্ব নিতে হবে বিএলওদেরই।'

সিইওর এই সতর্কবার্তার দিনেই দপ্তরের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছে 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ সিইও দপ্তরের সামনে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। তার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত বিকেল ৪টে নাগাদ কমিটির প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিপত্র পেশ করেন। মূলত, এসআইআরের সময়বৃদ্ধি, মৃত বিএলও কর্মীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং চাকরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ বিএলও-দের। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

পথে নতুনরা, নবম-দশমে বাড়ছে না শূন্যপদ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ফের পথে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অভিযান করেন তাঁরা। তবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। একইসঙ্গে এদিন এসএসসি জানিয়েছে, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোনও শূন্যপদ বাড়ানো হবে না। শিক্ষা দপ্তর থেকে পাঠানো সংশোধিত শূন্যপদের তালিকা অপরিবর্তিতই রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আগামী সোমবার প্রকাশিত হতে পারে এই স্তরের ইন্টারভিউ তালিকা। নবম-দশমের ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট আপলোড করার পরিকল্পনাও করছে এসএসসি। এদিনই শুরু হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের কম্পিউটার সায়েন্স, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

আদালতের জটিলতায় যথেষ্ট নাকানিচোবানি খাচ্ছে কমিশন। তাই নবম-দশমের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর এসএসসিকে পরামর্শ দিয়েছে, অন্যান্য পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট দেখার জন্য নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করা হোক। বারবার আদালতের নির্দেশে ওএমআর দেখাতে গিয়ে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে কমিশনের। এমনকি মোট ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৮ জনের ওএমআর প্রকাশ করার জন্য কোনও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেই শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর। এক মাস ওয়েবসাইট চালাতে হলে যে বিপুল অঙ্কের খরচ হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তাই বিকল্প পথ ভাবতে হচ্ছে এসএসসিকে। তবে নিজের ওএমআর বিনামূল্যেই দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। এদিন কলেজ স্ট্রিট থেকে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা মিছিল শুরু করলেও তাঁদের আটকায় পুলিশ। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় তাঁদের পাঁচ প্রতিনিধি বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে যান। তাঁরা জানিয়েছেন, মন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে অস্বীকার করেছেন তাঁরা। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

ফের কমিশনকে আক্রমণ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ২০২৫ সালের নতুন বিধি নিয়ে ফের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। এসএসসি মডেল আনসার কি-তে গরমিল সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা কমিশনের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।' পরিবেশবিদ্যার একটি ভুল প্রশ্ন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন?' বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ওই ভুল প্রশ্নে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে তা আদালতে জানাবে কমিশন। পাশাপাশি সংস্কৃতেও একটি প্রশ্ন ভুল নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলায় বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আবেদনকারীরা সরকার-স্বীকৃত বইয়ে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেই উত্তর দিয়েও নম্বর পাননি বলে অভিযোগ করছেন। রাজ্য সরকার স্বীকৃত বই, অথচ কমিশন ভিন্ন মন্তব্য করছে।'

পরিবেশবিদ্যায় ভুল প্রশ্ন সংক্রান্ত মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত অভিযোগ করেন, 'প্রাথমিক ও চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-র মধ্যে গরমিল রয়েছে। অথচ আবেদনকারীদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে না।' কমিশনের যুক্তি, বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী, চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-তে অন্য অপশনকে সঠিক উত্তর বলা হয়েছে। তাঁদের মতামত কমিশনকে মানতে হবে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'প্রশ্ন তৈরি করেন কারা?' কমিশনের উত্তর, রুল অনুযায়ী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপরই বিচারপতির প্রশ্ন, 'কী ধরনের প্রশ্ন সেট করেন? এবার কি আদালত বিশেষজ্ঞদের ওপরও বিশেষজ্ঞ বসাবে? একটি প্রশ্নের তিনটি সঠিক উত্তর হলে ধরে নিতে হয় প্রশ্নে গোলমাল রয়েছে।' আদালত এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে কি না, মন্তব্য করতেই বিচারপতি রুল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ. 'পেপার চেকার হিসেবে যে অধ্যক্ষদের নিযুক্ত করা হয়, তা প্রশ্নের বাইরে নয়।' তাই যে প্রশ্ন সেটআপ করা হয়েছে তা দ্রুত বিবেচনা করে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। আবেদনকারীরা অংশও নিতে পারবেন। সংস্কৃতে প্রশ্ন ভুল মামলায় রেফার করা বইগুলি সরকার স্বীকৃত কি না, তা কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে।

> আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন? আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।
>
> **অমৃতা সিনহা**
> *বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট*

পায়ে পড়ি বাঘ মামা... বৃহস্পতিবার আলিপুর চিড়িয়াখানায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সিমেস্টার নিয়ে ব্রাত্য-শুভেন্দু সংঘাত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিমেস্টার ব্যবস্থায় ধার্য ফি নিয়ে সংঘাতে জড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে কটাক্ষ করে লেখেন, 'শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনও না কোনওভাবে ফন্দি এঁটে ছাত্রছাত্রীদের থেকে ঠিক পয়সা উশুল করার ধান্দা করবেই করবে।' এই পোস্টকে 'অপপ্রচার' বলে দাগিয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পালটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর ফি'র তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, 'বিরোধী দলনেতা তাঁর চিরাচরিত ঢঙে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

সম্প্রতি প্রতিটি সিমেস্টারে বসার জন্য ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে সংসদ। উদ্দেশ্য, স্কুলগুলি যাতে পড়ুয়াদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ফি চেয়ে তাদের বিভ্রান্ত না করতে পারে। সংসদের নির্দেশিকা অনুযায়ী সিমেস্টার পিছু পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ টাকা করে নিতে পারবে স্কুলগুলি। এই বিষয়টি তুলে ধরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর 'সর্বশিক্ষা অভিযান' কর্মসূচিতে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের প্রসঙ্গ তুলনা রূপে তুলে ধরেন শুভেন্দু। একইসঙ্গে বলেন, 'রাজ্যে হাজার হাজার সরকারি স্কুল রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে যখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, তখন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ফি বাড়িয়ে নিজেদের দলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের লাভবান করে দিচ্ছেন।' আর এই লাভের ফলেই মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মান কিংবা জাপান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি'লিট পান বলে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। পালটা সিবিএসই-র ফি তালিকা তুলে ধরে তুলনা টেনেছেন ব্রাত্যও। একইসঙ্গে সংসদের বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরে তিনি প্রমাণ দেন, সিমেস্টার ব্যবস্থায় অতিরিক্ত খরচ চালানোর জন্য সংসদকে শিক্ষা দপ্তর প্রায় ১১ কোটি টাকা বার্ষিক অনুমোদন দিয়েছে। ব্রাত্য লেখেন, 'রাজ্য সরকার বিনামূল্যেই সকলের পড়াশোনা চালায়।'

শুভেন্দুর দাবি খারিজ কমিশনের তথ্যে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিনদিনে ১ কোটি ২৫ লক্ষ নাম তোলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। বিএলওদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সংস্থা আইপ্যাক ভোটার তালিকায় এই দুর্নীতি করেছে। এই অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি সিইও দপ্তরে দরবার করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু কমিশনের তথ্যই বলছে বিরোধী দলনেতার দাবি সঠিক নয়।

শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে এসআইআর-এ বিএলওরা ১ কোটি ২৫ লক্ষ তথ্য ডিজিটাইজড করেছেন। যেটা বাস্তবে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারদের নাম তোলা আসলে আইপ্যাকের চক্রান্ত। ওই তিনদিনে রাজ্যের ভোটার তালিকায় ডিজিটাইজড হওয়া ভোটারের সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষে পৌঁছেছিল। আচমকা এই বৃদ্ধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কমিশনের অধীনে অডিট ও প্রয়োজনে সিবিআই তদন্ত দাবি করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিহার এসআইআর সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, ৮ জুলাই থেকে ১১ জুলাইয়ের ব্যবধানে বিহারে ডিজিটাইজড হয়েছে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ফর্ম। শতাংশের হিসেবে যা এরাজ্যের থেকে ৮৫ শতাংশ বেশি। শুধু তাই নয়, কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মতে, ১১ থেকে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে বিহারে বিএলওরা মোট ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইজড করেছেন। এর মধ্যে শুধু ১২ জুলাই ডিজিটাইজড হওয়া ফর্মের সংখ্যা ছিল ৯৩ লক্ষ। সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তা ও পরিকাঠামো ঠিকঠাক থাকলে তিনদিনে এরাজ্যের বিএলওরাও যথেষ্ট ভালো কাজ করতে পারতেন।

সিইও দপ্তরের সুরক্ষা, জরুরি বার্তা দিল্লির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দপ্তরের নিরাপত্তা একশো ভাগ নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আগেও সতর্ক করেছিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারও দিনভর বিএলও মঞ্চের বিক্ষোভ ছিল। এদিনের বিক্ষোভ ও গোলমালের রিপোর্ট দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই কমিশন সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিশন থেকে এখানকার দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আবারও রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়। উদ্বিগ্ন কমিশনের এই জরুরি বার্তা সম্পর্কে এদিন নবান্নে এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, 'এসআইআর-এর চলতি প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যে লাগাতার বিক্ষোভ ও গোলমাল নিয়ে এবার রীতিমতো বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন। কমিশনের জরুরি বার্তাতেই স্পষ্ট আভাস মিলেছে, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ কোনওমতেই পিছোতে চায় না কমিশন। তা নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে প্রশাসনকে।'

কমিশনের জরুরি বার্তার পরই আবার টনক নড়েছে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের বাইরে নিরাপত্তা বলয় আরও শক্ত করতে এদিনই সন্ধ্যায় প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা জরুরি বৈঠকে বসেন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কেউই অবশ্য এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি।

'নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএম-কে নয়'

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কলমের এক খোঁচায় ২০২৩ সালের ১২মে চাকরি গিয়েছিল প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের। তারপর দীর্ঘ আড়াই বছরের লড়াই। এরই মধ্যে কেউ হারিয়েছেন প্রিয়জনকে। চাকরি যাওয়ার টানাপোড়েনের মধ্যে দুর্বিষহ কেটেছে এক একটি রাত। অবশেষে চাকরি ফিরিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টই। কিন্তু তাঁদের এই কয়েক বছরের যন্ত্রণার দায় কে নেবে? এর নেপথ্য কারিগর হিসেবে বামেদেরই দুষছেন বামপন্থী ও বাম মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশ। বঞ্চিত প্রার্থীদের হয়ে মামলায় সওয়াল করেছিলেন বাম ও বিজেপিপন্থী তাবড় আইনজীবীরা। যার ফলে চাকরি বহাল থাকার পরেও বামেদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশের। কেউ বাম ঘরানার, আবার কেউ বামেদের শিক্ষক সংগঠনের অংশ। কেউ বামেদের হয়ে খেটেছেন শ্রমজীবী ক্যান্টিনে, কেউ আবার দেওয়াল লিখেছেন। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যদের সওয়াল বদলে দিয়েছে তাঁদের মানসিক পরিস্থিতি। যদিও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে যাঁরা এই মন্তব্য করেন, আমি তাঁর উত্তর দিইনা। তাঁরা আদৌ বামপন্থী কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ বামপন্থীরা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিক্ষক অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার বাবা আরএসপি নেতা ছিলেন। ছোট থেকে বামপন্থী রীতি রেওয়াজ দেখেই বড় হয়েছি। নিজে রেভলিউশনারি ইউথ ফ্রন্ট করেছি। চাকরি যাওয়ার দু'মাসের মধ্যে বাবাকে হারিয়েছি। ওই দিনগুলি ভুলব না। ভবিষ্যতে নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএমকে নয়।' বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী উত্তর ২৪ পরগনার আব্বাস উদ্দীন বলেন, 'আমাদের নেতা বিকাশবাবুরা রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে গিয়ে মামলার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছিলেন। আমি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিশ্বাস করি। তবুও এই ব্যবহারিক কার্যকলাপের বিরোধী আমি। দলের অনেকে বিকাশবাবুকে বলেছেন, সকলকে দুর্নীতিগ্রস্ত না বলতে। কিন্তু উনি শোনেননি।'

ক্ষুব্ধ বাম শিক্ষকরা

বাবা ছিলেন লোকাল কমিটির সদস্য। অথচ চাকরি যাওয়ার পর দলীয় নেতারাই সরে যান পাশ থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরামবাগের এক শিক্ষিকা বললেন, 'কতবার স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে গিয়ে বলেছি, কিন্তু আমাদের মেনে নিতে বলেছে। কেন মানব? এটাও বুঝিয়েছি, আপনারা যা করছেন, তা ঠিক নয়। আমাকে চটিচাটা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ওই মতাদর্শ থেকে পুরো পরিবার সরে এসেছে।' শিক্ষক অর্পণ রায় বলেন, 'শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যে আদর্শ নিয়ে বামপন্থীরা চলে, তার থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে এখন। তাই সরে এসেছি। সিপিএমকে আর ভোট নয়। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এখন পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়াদের দাসত্ব করছেন। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মামলা লড়ছেন।' শিক্ষিকা মৌমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'চাকরি বহাল থাকার পর দেখলাম সবথেকে বেশি ওনাদের কষ্ট হয়েছে। অথচ এই বামেদের শিক্ষক সংগঠনের জন্য কতবার শোকজ হয়েছি। কত লড়াই করেছি। খারাপ লাগে।' দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষিকা প্রগতি সাহার মন্তব্য, 'একজনের জন্য গোটা দলকে দুষব না। তবে যাঁরা কলঙ্কিত করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করব।'

ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বিকাশবাবুরা। এদিকে ক্যাভিয়েট দাখিল করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন শিক্ষকরাও। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সাবধানি পা ফেলছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। মামলা লড়ার সিদ্ধান্ত দলীয় সাংসদের ওপর সেরেছেন মহম্মদ সেলিমরা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জানান, সবটাই বিকাশবাবুর ব্যক্তিগত বিষয়। তবে এতে দলের ভাবমূর্তিতে যে প্রভাব পড়তে পারে তার আশঙ্কা এড়াচ্ছেন না শীর্ষ নেতারা।

১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে সামনে রেখে পথে নামল বিজেপি। ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটে সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারই প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে পথসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। এদিন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে আগামী ১০ দিন রাজ্যের ১৩০০ 'শক্তিকেন্দ্রে' ১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি। শুক্রবার রাজ্যের এই কেন্দ্রগুলিতেই পথসভা করার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভার পর বর্ষশেষের দিনকয়েক ছাড় দিয়ে নতুন বছরে ১৫ জানুয়ারির পর থেকে বিধানসভাওয়াড়ি নির্বাচনি প্রচার সভা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই বিধানসভাওয়াড়ি ওই সভার নির্ঘণ্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

তবে বিজেপির এই নির্বাচন প্রস্তুতির পথে সবথেকে বড় বাধা দলের রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত না হওয়া। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের পর পাঁচ মাস কেটে গেলেও কেন রাজ্য কমিটি এখনও চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে দলে।

ইন্ডিগো বিপর্যয়ে ভুগছে বাগডোগরাও

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ ডিসেম্বর : হঠাৎ করেই দেশজুড়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। মঙ্গলবার থেকে এখনও পর্যন্ত সারাদেশে এই সংস্থার দু'শোরও বেশি বিমান বাতিল হয়েছে। দেরিতে ওঠানামা করছে একাধিক বিমান। ফলে গন্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। দেশব্যাপী এই সমস্যার প্রভাব এসে পড়েছে বাগডোগরাতেও। যা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। অনেকে ইন্ডিগোর বিমানের টিকিট বাতিল করে অন্য সংস্থার বিমানে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন।

বাগডোগরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রোজদিন ইন্ডিগোর ১২টি বিমান ওঠামানা করে। যারমধ্যে কলকাতা-বাগডোগরা রুটে ৩টি, হায়দরাবাদ-বাগডোগরা রুটে ২টি, দিল্লি-বাগডোগরা রুটে ৩টি, বেঙ্গালুরু-বাগডোগরা রুটে ১টি, মুম্বই-বাগডোগরা রুটে ১টি, চেন্নাই-বাগডোগরা রুটে ১টি এবং দুর্গাপুর-বাগডোগরা রুটে ১টি বিমান ওঠানামা করে। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার তিনটি বিমান বাতিল হয়েছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরিতে চলছে একাধিক বিমান। তবে রাত পর্যন্ত সেগুলি বাতিল হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। বিমান বাতিল ও দেরিতে চলা নিয়ে ইন্ডিগোর বাগডোগরা বিমানবন্দের ম্যানেজার দীপক অ্যান্টনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম বলেন, 'এটা ইন্ডোগোর সমস্যা। অন্য উড়ান সময়মতো চলছে।'

বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা গেল, সময়ে বিমান না আসা এবং বাতিল হওয়া নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। জৌনুন সাংমা নামে এক যাত্রী বললেন, 'সকাল ৮টা ৪০-র বাগডোগরা থেকে কলকাতার বিমানের টিকিট কেটেছিলাম। কলকাতা থেকে আইজল যাওয়ার বিমানের টিকিট করা ছিল। এখানে এসে জানতে পারলাম কলকাতার বিমান বাতিল করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে টিকিট বাতিল করলাম।' তিনি জানান, সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।

চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ছিল ধূপগুড়ির বাসিন্দা অমিত দাসের। তিনি জানালেন, বুধবার টিকিট ছিল। বিমানবন্দরে এসে জানতে পেরেছিলেন বিমান বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর টিকিটটি বৃহস্পতিবার করে দেওয়া হয়। বুধবার ধূপগুড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ফের ধূপগুড়ি থেকে বাগডোগরায় আসেন। তবে এদিনও বেঙ্গালুরুর বিমান বাতিল হয়েছে বলে জানানো হয় তাঁকে। পরপর দু'দিন হয়রানির

সকাল ৮টা ৪০-এর বাগডোগরা থেকে কলকাতার বিমানের টিকিট কেটেছিলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম কলকাতার বিমান বাতিল করা হয়েছে।

জৌনুন সাংমা
ইন্ডিগোর যাত্রী

শিকার হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন অমিত। তিনি বলেন, 'বারবার গাড়ি ভাড়া করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ভাড়ার টাকা কে দেবে?'

হয়রানির শিকার হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের (ডিজিসিএ) তরফে বিমানের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে পাইলট এবং ক্রু মেম্বারদের ডিউটির অতিরিক্ত সময় কমানোর জন্য এফডিটিএল সংশোধন করা হয়। সেই সংশোধনে বলা হয়, একজন বিমানকর্মী দিনে ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কাজ করবে। সূত্রের খবর, এই নিয়ম কার্যকর করতে গিয়েই ফ্যাসাদে পড়েছে ইন্ডিগো। কেননা এমনিতেই কর্মীসংকটে ভুগছে সংস্থাটি।

এরই মধ্যে বুধবার বিবৃতি দিয়ে ইন্ডিগো জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি, বিমানকর্মীদের সংশোধিত কাজের সময়সূচি অর্থাৎ ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) সহ একাধিক কারণে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা মেটাতে কাজ চলছে বলেও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

জীবন সিংহকে শিয়াল বলে তীব্র কটাক্ষ উদয়নের

মমতার সভা বয়কটের ডাক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : এবার কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা বয়কট করার ডাক দিলেন কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বিষয়টি ঘোষণা করেন। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে রাসমেলা মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা রয়েছে। তার পাঁচদিন আগে কেএলও সুপ্রিমোর এমন ঘোষণায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও মমতার সভা বয়কট করা নিয়ে জীবনের এমন হুংকারকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। ঘাসফুলের দাবি, ওই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে। বিজেপি তাঁকে দিয়ে যা বলাচ্ছে, তিনি তাই বলছেন।

এদিকে, এই ঘটনায় জীবনকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'ওঁর নাম জীবন সিংহ। কিন্তু উনি আসলে শিয়াল। হুক্কা হুয়া করে ছোট বনের মধ্যে থাকে। ওঁর ক্ষমতা থাকলে রাস্তায় বেরিয়ে রাজনীতির কথা বলুক। মানুষকে কাছে টানার চেষ্টা করুক।'

ভিডিওয় জীবন বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার কোচবিহারে রাজবংশীদের নিজের জায়গাতেই রাজবংশী, কামতাপুরিদের সভা করতে দেন না। পুলিশ দিয়ে নির্যাতন চালায়, অত্যাচার করে। রাজবংশী-কামতাপুরিদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে, আগুন লাগিয়ে দেয়। রাজবংশীদের খুনও করে।' এছাড়া মমতা কেবল রাজবংশীদের ও কোচবিহার রাজ্যের বিরোধিতাই করেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাই তাঁর বক্তব্য, 'রাজবংশীদের জায়গায় মমতা জনসভা করবেন তা আমরা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারি না। আমরা তাঁর জনসভা বয়কট করলাম। কোচ রাজবংশী, কামতাপুরি সকলের কাছে আমার আবেদন আপনারা কেউ মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভায় অংশগ্রহণ করে তাঁকে সহযোগিতা করবেন না।'

মমতার প্রসঙ্গে

আমরা মমতার জনসভা বয়কট করলাম। কোচ রাজবংশী, কামতাপুরি সকলের কাছে আমার আবেদন, আপনারা কেউ মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভায় অংশগ্রহণ করে তাঁকে সহযোগিতা করবেন না।

জীবন সিংহ
কেএলও প্রধান

জীবনের প্রসঙ্গে

ওঁর নাম জীবন সিংহ। কিন্তু উনি আসলে শিয়াল। হুক্কাহুয়া করে ছোট বনের মধ্যে থাকেন। ওঁর ক্ষমতা থাকলে রাস্তায় বেরিয়ে রাজনীতির কথা বলুক। মানুষকে কাছে টানার চেষ্টা করুক।

উদয়ন গুহ
উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

এদিকে, বিষয়টিকে একেবারেই পাত্তা দিতে নারাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'জীবন সিংহের কোনও মূল্য আছে বাজারে? কেউ ওঁর কথা শুনবে? কোনও রাজবংশী মানুষ ওঁর কথায় কর্ণপাত করবেন না। দলে দলে মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় উপস্থিত হবেন। তার মধ্যে রাজবংশীদের সংখ্যাই বেশি হবে।'

এদিকে, মমতাকে তোপ দেগে জীবন আরও বলেন, 'মমতা চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন রক্ত দেবেন, জীবন দেবেন, তাও আলাদা রাজ্য হতে দেবেন না। আমরাও তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা রক্ত দিয়ে কামতাপুর রাজ্য তৈরি করবই। আমরা বীর চিলা রায়ের বংশধররা মমতার কাছে মাথা নত করব না।'

এনিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'জীবন সিংহের এধরনের মন্তব্যের কোনও গুরুত্ব নেই। তিনি বিজেপির মদতপুষ্ট হয়ে কথা বলছেন। রাজ্য সরকারকে রাজবংশী বিরোধী তকমা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ নেই। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবংশীদের স্বার্থে বহু কর্মসূচি রূপায়ণ করেছেন।' তাঁর মতে, রাজবংশী, কামতাপুরি থেকে শুরু করে হিন্দু, মুসলমান সহ সকল শ্রেণির মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)-ও প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, অসম সরকার ওঁকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। ফলে হিমন্ত বিশ্বশর্মা যা বলবেন, সেই ক্যাসেটই বাজবে।

অন্যদিকে, আগামী ৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তৈরি হচ্ছে তৃণমূলও। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কেএলও সুপ্রিমোর ভিডিও বার্তা নিয়ে রাজনীতিতে গুঞ্জন শুরু হল।

পৃথিবীর পাঠশালা

৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন আবিষ্কার

ফ্রান্সের মোসেল অঞ্চলের মাটির নীচে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন প্রাকৃতিক হাইড্রোজেন-এর এক বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। গ্রিন বা গ্রে হাইড্রোজেনের চেয়ে আলাদা এই 'সাদা হাইড্রোজেন' প্রাকৃতিকভাবে মাটির নীচে পাওয়া যায়, যার জন্য শিল্প উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। এটি একটি কম খরচের, শূন্য-কার্বন জ্বালানি উৎস। আনুমানিক ৯,২০০ কোটি ডলার মূল্যের এই ভাণ্ডারটি বিশ্বের বার্ষিক গ্রে হাইড্রোজেন উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে এবং তা পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করেই। এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী জ্বালানি কৌশল বদলে দিতে পারে। ফ্রান্স এখন ক্লিন এনার্জি অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

বডি বিল্ডার থেকে ট্রান্স মডেল

বেলা লংগুইনহো একজন ট্রান্সজেন্ডার মডেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। তিনি নিজের রূপান্তরের গল্প অকপটে তুলে ধরেন। নিয়মিত ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন তাঁর অতীত আর বর্তমানের। যা তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। 'বেলা' হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল 'জে'। তখন তিনি ছিলেন একজন বডি বিল্ডার। সময়ের সঙ্গে তিনি নিজের আসল পরিচয় মেনে নেন এবং তা প্রকাশ্যে জানাতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। এখন বিশের কোঠায় থাকা বেলা তাঁর অনলাইন উপস্থিতি ব্যবহার করে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর মতোই আরও পাঁচজনকে। তাঁর এই জয়যাত্রা প্রমাণ করে, নিজের প্রতি সৎ থেকে সাহসের সঙ্গে জীবনযাপন করা সম্ভব।

ক্যানসার ধরতে প্রস্রাব পরীক্ষা

এখন থেকে প্রস্রাব পরীক্ষা করেই ক্যানসার নির্ণয় করা যাবে। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন প্রস্রাব পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা প্রস্রাবে থাকা ক্যানসার সম্পর্কিত অণুগুলি চিহ্নিত করে অগ্ন্যাশয় এবং প্রস্টেট ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। প্রস্রাবে যেহেতু অনেক বিপাকীয় যৌগ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাই এটি পরীক্ষার জন্য আদর্শ মাধ্যম। এই নতুন পরীক্ষার জন্য 'সারফেস-এনহ্যান্সড রমন স্ক্যাটারিং' নামের এক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একটি টেস্ট স্ট্রিপ এবং একটি হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার তৈরি করেছেন যা প্রস্রাবের মধ্যে ক্যানসারের সূচকগুলি চিহ্নিত করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় এই পদ্ধতিটি প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগী এবং ক্যানসারমুক্ত ব্যক্তিদের ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে। এই দ্রুত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাটি ক্যানসার শনাক্তকরণে এক বড় ধরনের অগ্রগতি।

বিলিয়নিয়ারদের চোখে বুড়ো হওয়ার বিকল্প

এআই চালিত বার্ধক্য গবেষণা থেকে শুরু করে জিন-এডিটিং থেরাপি পর্যন্ত, বহু ধনকুবেরের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কোম্পানিগুলি বার্ধক্যের গতিতে রাশ টানতে, তাকে একেবারে থামিয়ে দিতে, এমনকি উলটোদিকে ঘুরিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। কেউ কেউ মানুষের আয়ু বাড়ানোর জন্য জোর দিচ্ছেন কোষের পুনর্জন্ম, তরুণ প্লাজমা দেওয়া, ন্যানোমেডিসিন এবং জিনের ওপর কারিকুরি করার বিশেষ প্রযুক্তি 'ক্রিস্পার' (সিআরআইএসপিআর)-এর ওপর। এই প্রযুক্তিগুলি এখনও পরীক্ষার পর্যায়ে থাকলেও কোষের মেরামতিকে উন্নত করা এবং জৈবিক বার্ধক্যকে ধীর করার মতো আশাব্যঞ্জক লক্ষণ দেখাচ্ছে। একটি বিষয় স্পষ্ট, অ্যান্টি-এজিং বিজ্ঞান আর কল্পবিজ্ঞান নয়- এটি বাস্তবে ঘটছে। এখন প্রশ্ন হল, এটি কি শুধু সুস্থ দীর্ঘ জীবন দেবে নাকি বুড়ো হওয়াটাকেই একটা বিকল্প করে তুলবে।

ঐতিহ্যের কাশ্মীরি শিকারা এবার ভোপালে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

বছর ঘুরছে, চালু হল না অ্যানেক্স বিল্ডিং

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী গত ২৩ জানুয়ারি এখানে এসে এই ভবনের উদ্বোধন করেন। অভিযোগ, তাঁর উদ্বোধনের পর বছর ঘুরতে চললেও এই ভবনটি থেকে এখনও কোনও পরিষেবা মিলছে না। বিল্ডিংটি প্রায় তালাবন্ধ অবস্থাতেই পড়ে আছে। এজন্য সাধারণ মানুষ তো বটেই, চিকিৎসকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'আউটডোর ও ল্যাবে রোজ ভিড় উপচে পড়ে। এতে ইন্ডোরে থাকা রোগীদের পাশাপাশি ইমার্জেন্সিতে আসা রোগীদের সমস্যা হয়। ভিড়ের চাপ কমাতে আউটডোর এবং ল্যাব নতুন বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বিল্ডিংটি চালু না হওয়ায় সেখানে পরিষেবা শুরু করা যাচ্ছে না।' শহরের বাসিন্দা শ্যামল বিশ্বাসের কথায়, 'এক বছর ধরে একটি বিল্ডিং পড়ে আছে। সেটি কোনও কাজেই লাগছে না।'

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে পুরোপুরি আলাদা হিসেবে এই অ্যানেক্স বিল্ডিংটি তৈরি করা হয়। ২০২১ সালে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল ও ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পাশে এই হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের পাশের মাঠে এমন হাসপাতাল ভবন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেটি এখনও চালু হয়নি। ফালাকাটার ক্ষেত্রেও একই দশা দেখা যাচ্ছে। কবে থেকে এই ভবনে পরিষেবা মিলবে, সেদিকেই সবাই তাকিয়ে।

চিকেন নেকে এবার স্টিলের কাঁটাতার

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি করিডরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে বিএসএফ। চিকেন নেক সীমান্তে ৭৫ শতাংশ এলাকায় নিউ ডিজাইন ফেন্সিং লাগানো হয়েছে। স্টিলের ওই কাঁটাতার ১২ ফুট উঁচু। সেই ফেন্সিং কাটা যেমন শক্ত তেমনই তা টপকানো প্রায় অসম্ভব। বিএসএফের কদমতলা সদর কার্যালয়ে 'রাইজিং ডে' উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার যোগ দিয়ে একথা জানালেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগী। এদিন তিনি বলেন, 'সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে প্রচুর বুলেট ক্যামেরা লাগানো চলছে। যেখানে প্রয়োজন মনে হচ্ছে, সেখানে কাঁটাতারে সেন্সর লাগানো হচ্ছে।'

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তবে সেই জট কাটিয়ে কাঁটাতার লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে, ত্রিস্তরীয় কাঁটাতারের বদলে উন্মুক্ত সীমান্তে 'নিউ ডিজাইন ফেন্সিং' লাগানো হচ্ছে।

ত্যাগী বলেন, 'জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছে। কাঁটাতার দিতে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার এলাকায় জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যকে টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার এলাকা আমরা অধিগ্রহণ করেছি। ২০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শেষের পথে। আরও জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।' উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১০৪ কিলোমিটার এলাকায় উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। যার মধ্যে ৪৮ কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত নদীর তীরবর্তী হওয়ায় সেখানে কাঁটাতারের বেড়া লাগানো সম্ভব নয়। বাকি ৫৬ কিলোমিটার এলাকায় জমিজটের জেরে কাঁটাতার লাগানো যাচ্ছিল না।

সাসপেন্ড হুমায়ুন, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে

প্রথম পাতার পর

'সব ধর্মেই কুলাঙ্গার থাকে, গদ্দার থাকে। বিজেপি এদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ রাখে। টাকা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ফান্ডিং করায়। তা হবে না। নির্বাচনের আগে টাকা খেয়ে কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে, এরা দেশের শত্রু। পচা শামুকদের সরিয়ে দেবেন। একটা ধান পচে গেলে সরিয়ে দিতে হয়, নাহলে সব ধান পচে যায়। কিছু পোকামাকড় থাকবেই, কিন্তু এদের আমরা সরিয়ে দিই। তেমনই এদেরও সরিয়ে দিন।' হুমায়ুন দীর্ঘদিন ধরেই নানা মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করছিলেন।

কয়েকবার দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে শোকজ ও সতর্কও করে। কিন্তু তিনি থামেননি। সভা শুরুর আগেই তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করা হলে বিধায়ক সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল ছাড়েন। তাঁর দাবি, দল তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে এখনও চিঠি দেয়নি। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৩৫টি আসনে লড়াই করবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে ফিরহাদ বলেন, 'তিনি তো ভরতপুরের বিধায়ক। হঠাৎ বেলডাঙ্গায় মসজিদ করতে চাইছেন কেন? আসলে ওই স্পর্শকাতর এলাকায় তিনি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে বিজেপিকে সাহায্য করতে চাইছেন।' পালটা হুমায়ুনের উত্তর, 'যে ফিরহাদ হাকিম আমাকে সাসপেন্ড করেছেন, তাঁকে আমি নেতাই মানি না।' হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, 'তোলাবাজ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দল তৈরি করব। বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ তৈরি আটকানোর ক্ষমতা কারও থাকলে রুখে দেখাক। শুধু হেনস্তা নয়, আমি খুনও হতে পারি, নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলে হাইকোর্টে যাব।'

বাবরি মসজিদ তৈরির এই প্রস্তাব সংবিধানবিরোধী বলে অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। চলতি সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, 'গোটা বিষয়টির ওপর রাজ্য নেতৃত্ব নজর রেখেছিল। সবটাই তাদের সিদ্ধান্ত।' হুমায়ুনকে ২০১৫ সালেও দল থেকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। নির্দল প্রার্থী হিসেবে ২০১৬ সালে রেজিনগরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হন। তারপর কংগ্রেসে ফিরে যান। আবার ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপিতে যোগদান করে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন। আবার ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে ফিরে রেজিনগরের বদলে ভরতপুরে প্রার্থী হয়ে বিধায়ক পদ পান।

এদিকে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরব হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রই হল কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। এই হুমায়ুনকে ব্যবহার করেই মুখ্যমন্ত্রী ভোটে আমায় হারিয়েছিলেন। এখন ও বোঝা হয়ে গিয়েছে বলে ছুড়ে ফেলে দিলেন।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়,'পুরোটাই নাটক। এর আগে যখন হুমায়ুন হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ ছিলেন? উনি এখানে বাবররাজ কায়েম করতে চাইছেন।'

অস্বস্তি মেরিকো-কাঁটা

প্রথম পাতার পর

গেট মিটিং করা ছাড়াও বিটিডব্লিউইউ বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্মারকলিপি দিচ্ছে। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মাঝে মাঝে থানা ঘেরাও করছেন। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে চা শ্রমিকরাই ভোটের ফলাফলের নির্ণায়ক। গত বছর লোকসভা ভোটে মাদারিহাট বিধানসভায় চা বলয়ের ১০০টি বুথের মধ্যে তৃণমূল প্রার্থী ৪৫টি বুথে লিড পান। কিন্তু কয়েক মাস পর তৃণমূল প্রার্থী ওই বিধানসভায় উপনির্বাচনে ১০০টির মধ্যে ৮০টি বুথের লিড পান। এতেই মাদারিহাট তৃণমূলের দখলে চলে যায়। ওই পরিসংখ্যান মাথায় রেখেই তৃণমূলকে চা শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে।

গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে মেরিকোর বাগানগুলির শ্রমিকদের মজুরি আদায়ে বারবার পথে নামতে হয়েছে। ভোট পেরিয়ে যাওয়ায় ওই সময় গেট মিটিং করলেও চা শ্রমিকদের আন্দোলনে তৃণমূলের ভূমিকা খুব একটা সক্রিয় ছিল না। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি জটিল। বকেয়া মেটানোর দাবিতে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন এবছরের ১০ মার্চ কলকাতায় শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে স্মারকলিপি দেয়। পরে কয়েক কিস্তিতে বকেয়া মেটানো হলেও ফের বকেয়ার পাহাড় জমেছে।

ফলে আন্দোলনে নেমে তৃণমূল পরিচালিত মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পবন রাজগোর বলেন, 'শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি আদায়ে আমরা পথে নেমেছি। কোনও অজুহাতেই শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা আমরা বরদাস্ত করব না।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি উত্তম সাহা বলছেন, 'চা বাগানে ক্রেশ, রাস্তাঘাট, পানীয় জল সরবরাহ করা মালিকপক্ষের দায়িত্ব। অথচ রাজ্য সরকার ওই দায়িত্ব পালন করছে। তাই শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির টাকা আদায় করেই ছাড়ব।' অবশ্য গত বছর থেকে উৎপাদন কমে যাওয়া এবং বাজারে চায়ের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে চা বাগান পরিচালক সংস্থাগুলি আর্থিক সংকটে পড়েছে বলেও উত্তমের দাবি।

কালচিনির ৩টি, নাগরাকাটার ১টি চা বাগান বন্ধ। তরাই ডুয়ার্সে ১৩টি চা বাগানে মজুরি প্রদান দীর্ঘদিন অনিয়মিত। আলিপুরদুয়ারে ২০১৯ সালে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৯ ভোটে জন বারলা জেতেন। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারের ৫টি বিধানসভার একটিও তৃণমূল পায়নি। কিন্তু ২০২৪ সালে আলিপুরদুয়ার লোকসভায় বিজেপির মনোজ টিগ্গা ৭৫ হাজার ৪৪৭ ভোটে জেতেন। ওই বছরই মাদারিহাটের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো ২৮১৬৮ ভোটে জেতেন। ২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভার চা বলয়ের ৪৮৩টি বুথের মধ্যে মাত্র ১৮টি বুথে তৃণমূল প্রার্থীরা এগিয়ে ছিলেন। অথচ ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ৪৮৩টির মধ্যে ২৪৪টি বুথে তৃণমূল প্রার্থীরা এগিয়ে যান। ওই পরিসংখ্যান মাথায় রেখে চা শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতিকে পুঁজি করে একদিকে হারানো জমি ফেরত পেতে বিজেপি মরিয়া। আর বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূল মরিয়া হয়েছে।

নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

প্রথম পাতার পর

বিহার ও নেপাল থেকে যে সমস্ত মহিলারা শিলিগুড়িতে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ভাগ্যে এমন বঞ্চনা জুটেছে। শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন আরও ছোট শহরগুলোতে আসা বিহারি বা নেপালি তরুণীদের কী দুরবস্থা! শাসক ও বিরোধী কোনও পার্টির নেতাদের কাছেই এমন খবর ছিল না, তাঁরা সবাই এখন এতটা জনবিচ্ছিন্ন।

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনদের জোর করে নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়া পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশে। আর দেশে ঘরের অভ্যন্তরে রেখে যাবতীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীদের কাছ থেকে। নারী দিবস ও নারী স্বাধীনতা নিয়ে এত লেখালেখির কোনও মানে আছে তাহলে? বহু সাধারণ ভারতীয় মহিলা আজ বিখ্যাত সেলেব নারীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অকারণ গালাগাল দিয়ে নিজস্ব তৃপ্তি পেতে পারেন। কেউ অশ্লীল রিলস বানাতে পারেন নিঃসংকোচে। আজকের মেয়েদের স্বাধীনতা কি তা হলে শুধু এসবই?

আমাদের বাংলায় বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, যত হইচই করছেন কেন্দ্রের বাবুরা, তার এক ফোঁটা হইচই হচ্ছে না নেপাল থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে। কারণ দুর্বোধ্য। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা অনুপ্রবেশকারীই। সে মুসলিমই হোক, হিন্দুই হোক। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, রাজু বিস্ট, শংকর ঘোষরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার, বেআইনি পথে আসা নেপালিদের নিয়ে আদৌ নন। অথচ শিলিগুড়ি সহ পাহাড়ের বিভিন্ন শহরে নেপালি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রচুর। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই কেন?

শিলিগুড়িতে বিহার বা নেপাল থেকে আসা মহিলাদের অধিকার যেমন নির্লজ্জভাবে নাকচ করে দিচ্ছে পরিবারের পুরুষ, এরকম পরিস্থিতি কলকাতা, মালদা, আসানসোল বা বর্ধমানে হতেই পারে। রাজ্য সরকারের উচিত এ ব্যাপারে বিস্তৃত খোঁজ নেওয়া। এসআইআর-এর দৌলতে অর্চনা বা লক্ষ্মীদের ভোটার কার্ডটি হতে পারে। তবে সমাজে তাঁদের যা প্রাপ্য, তার পুরোটা কি তাঁরা পাবেন? সমানাধিকার কি ফিরিয়ে দেবে বাড়ির পুরুষ?

সোনালিকে, সোনালিদের রাতের অন্ধকারে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে যেভাবে মুখ পুড়ল ভারতের, তারপরে কোনও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। গোটা বিশ্ব হাসবে! আমেরিকা সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এখন এভাবে দাদাগিরি দেখাচ্ছে। নিজের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের। সেখানে কখনও শোনা যায়নি যে নিজের দেশের লোকদেরই ভুল করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও শোনা যায়নি, ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে সব পার্টি কোনও না কোনও সময় অন্য দেশের মানুষকে নাগরিকত্বের কার্ড দিয়ে দেয়।

সোনালির ঘটনাটা প্রথম নয়, শেষও নয়। এর আগে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার অনেক ভারতীয় মুসলিমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশে। গত মে মাসে অসমের বরপেটায় ১৪ জন ভারতীয়কে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভারত সরকার ভারতীয়দেরই সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে বেশি। বিবিসিকে এক ইন্টারভিউতে ৫৮ বছরের সোনা বানু বলেছিলেন, 'পুলিশ ও বিএসএফ আমাকে বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমি মশা আর জোঁকে ভরা জঙ্গলে হাঁটুজলে দুইদিন খাবার ও জল ছাড়াই কাটিয়েছি'!

বাংলাদেশে তাঁদের জায়গা হয় জেলে! তারপর ফেরত পাঠানো হয় ভারতের গ্রামে। এই অপমান, এই যন্ত্রণা কি তাঁদের প্রাপ্য ছিল? ছিল না। তেমনই শিলিগুড়ির গৃহবধূদের ওরকম অপমানও প্রাপ্য নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিষ বাংলায় এখনও নেই। সেই বিষ যদি বিহার বা নেপাল থেকে এসে ছড়ানো হয়, তাহলে শুরুতেই সেই বিষদাঁতগুলো ভেঙে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারই তো আমাদের শিখিয়েছে, 'বিষধর'-দের আশ্রয় দিয়ে কোনও লাভ হয় না।

সরকারকে কোথায় পাব আমরা?

এখন যাঁর জন্মশতবর্ষ বাংলায় হইচই করে পালন হচ্ছে, সেই সলিল চৌধুরী কবে তাঁর বিখ্যাত গানে বলে গিয়েছেন, ''সবাই বলছে দায়ী সরকার/কিন্তু তাকে চিনতে পারা দরকার/ ভাবি, ধরে আচ্ছা করে প্যাঁদাই/কিন্তু কিছুতেই তাকে চিনতে পারি না/আসল কথা বলতে মানা/ ওই শুয়োরের বাচ্চাদের ডানা/ (আরে রোজ গজাচ্ছে, আমি নিজের চোকে দেকেছি!)/ কিন্তু উড়ে যায়, তাই ধরতে পারি না''

ওরা উড়ে যাক যেখানে খুশি। সোনালি-লক্ষ্মীরা ডানা মেলে উড়ে যাক স্বাধীনতার মানচিত্রে।

সিদ্ধান্ত খারিজ

প্রথম পাতার পর

৬৪ পাতার রায়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রতারণা, ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে অসফল প্রার্থীরাও মামলা করতে পারেন। তাই মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা না থাকার যুক্তিতে খারিজ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আদালতের যুক্তি, মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না। এতে সংবিধানের ১৪ ও ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ন্যায় ও সমানাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। আদালতের মতে, রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নিয়মানুযায়ী নতুন শূন্যপদ নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ওই রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার এমন নীতি নিতে পারবে না যা অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচারী, নিয়মের পরিপন্থী।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

‘কান টানলে শিং খাড়া’

মন কাড়ছে খরগোশ টুপি

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : সারাদিন সংসারে নানা কাজ। তবু একটু সময় বের করে এখন আলমারিতে গুছিয়ে রাখা জ্যাকেট ও সোয়েটারের ভাঁজ ভাঙছে সকলে। তবে এসবের পর মনে হচ্ছে যেন সময়টাই নষ্ট। কারণ বেশিরভাগই আর বাড়ির ছেলেমেয়েদের চোখে লাগছে না। কেউ বলছে ‘এসব এখন কেউ আর পরে নাকি।’ আবার অনেকে বলছে, ‘এবার বাজারে আরও নতুন রকমের জিনিস এসেছে।’

এই যেমন শীত পড়তেই শহরের বাজার ছেয়েছে হরেকরকমের ফ্যাশনেবল টুপিতে। আর সেসব টুপিই মন কাড়ছে সবার।

বাজারে বিভিন্ন ধরনের টুপির মধ্যে এবছর সবচেয়ে বেশি চাহিদা ওই ‘খরগোশ টুপির’। কেউ আবার ‘লাফিং ক্যাপ’ বলছেন আবার কেউ পমপম টুপি।

যা বাচ্চাদের মধ্যে রীতিমতো ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে। কি সেই খরগোশ টুপি? দেখা গেল খরগোশ মুখাকৃতির সেই টুপি মাথায় দেওয়ার পর লেজটা নীচের দিকে ঝুলে থাকছে। আর তাতে চাপ দিলেই খরগোশ টুপির দুটো কান সোজা হয়ে যাচ্ছে। যা বেশ পছন্দ শিশুদের।

ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন দোকানের পাশাপাশি রাস্তার ধারেও সেই টুপি বিক্রি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বাটা মোড়, মাড়োয়ারিপট্টি, শোভাগঞ্জ, নিউ আলিপুরদুয়ার সহ কলেজ হল্ট ও নিউটাউন এলাকায় রাস্তার দু’পাশে গাড়িতে করে সেগুলো বিক্রি করতে দেখা যায়। এক দোকানে বাচ্চার জন্য টুপি দেখতে এসেছিলেন মিহিকা দত্ত। তাঁর কথায়, ‘শীত তো পড়েই গিয়েছে। তাই এবার কী কী নতুন টুপির কালেকশন এসেছে তা দেখতে এসেছি। মেয়ের জন্য ওই খরগোশ টুপি নেব।’ খরগোশ টুপি কোথাও ২০০ কোথাও ১৭০ আবার কোথাও ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আর এভাবেই নতুন কিছুর টানে পুরোনোর চাহিদা কমে। এই যেমন গত কয়েক বছরে মাঙ্কি টুপির চাহিদা কমেছে বলছেন ব্যবসায়ীরা।

রাহুল পাসোয়ান নামে এক বিক্রেতার কথায়, ‘আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের বড়দের ও ছোটদের শীতের টুপি রয়েছে। হাত ও পা মোজা সহ স্কার্ফ মাফলার আছে। ছোটদের জন্য হেডফোন টুপি, মাঙ্কি টুপি, মিকিমাউস টুপি ও উলের বিভিন্ন ধরনের টুপিও রেখেছি। তবে মাঙ্কি টুপিতে অনেকের মাথাব্যথা হওয়ায় তার ডিমান্ড অনেক কমেছে।’ এদিকে, আগে যেমন উল দিয়েই মূলত টুপিগুলি তৈরি হত, অনেকে আবার নিজের হাতেও সেগুলো বানাতেন।

তবে এখন কিন্তু শুধু উল নয় পলিয়েস্টার, ও গেঞ্জি কাপড়েরও টুপি এসেছে। দামও সাধ্যের মধ্যেই। টুপিগুলি প্রায় প্রত্যেকটি দোকানেই ৫০ টাকা থেকে শুরু সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে।

বড়দের জন্য টু ইন ওয়ান স্কার্ফ টুপি উইথ মাফলারও রয়েছে সেখানে। আছে মহিলাদের জন্যও বিভিন্ন ধরনের টুপির কালেকশন। শহরের বাসিন্দা প্রীতম কুণ্ডু এদিন শোভাগঞ্জের এক দোকানে এসেছিলেন টুপি ও গ্লাভস কিনতে। তাঁর কথায়, ‘আমি একজন রাইডার। বিভিন্ন জায়গায় বাইক রাইড করে থাকি। আর ডিসেম্বর মাস হল আমাদের মতো ভ্রমণপিপাসুদের জন্য সবচেয়ে ভালো সময়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একটা ট্যুর রয়েছে সেজন্যই টুপি ও রাইডিং গ্লাভস কিনতে আসা।’

তবে এখনই যেহেতু জাঁকিয়ে শীত পড়েনি তাই বিক্রিও কম বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা। তবে তারা আশাবাদী শীত বাড়লে পাল্লা দিয়ে বিক্রিও বাড়বে।

এ ব্যাপারে এক টুপি বিক্রেতা মিন্টু সরকার বলেন, ‘কয়েকদিন হল দোকান দিয়েছি, অনেক ধরনের টুপির সম্ভার এবার এসেছে। টুকটাক বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতারা আসছেন, কেউ নিচ্ছেন আবার কেউ দেখে যাচ্ছেন। তবে আশা রাখি ঠান্ডা বাড়লে বিক্রিও বাড়বে।’

পুরোনো একঘেয়ে সোয়েটার, টুপিতে আর থেমে নেই শিশুরা। মাঙ্কি টুপি, উলের টুপি ছেড়ে এবার শিশুদের মন মজেছে খরগোশ টুপিতে। তাই আলমারিতে হাজারো থাকলেও সকলেই গা ভাসাতে চাইছে সেই ট্রেন্ডিংয়ে। আর সেইমতো বাজার ছেয়েছে ফ্যাশনেবল টুপিতে।

কী সেই খরগোশ টুপি :

খরগোশ মুখাকৃতির সেই টুপি মাথায় দেওয়ার পর লেজটা নীচের দিকে ঝুলে থাকছে। আর তাতে চাপ দিলেই খরগোশ টুপির দুটো কান সোজা হয়ে যাচ্ছে। যা বেশ পছন্দ শিশুদের।

খরগোশ টুপি কোথাও ২০০ কোথাও ১৭০ আবার কোথাও ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

প্রাক্তন চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডে সাফাই

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ফালাকাটা পুরসভার সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরির ওয়ার্ড থেকেই আবর্জনা নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ। একথা বলছে খোদ পুরসভা। আর তাই প্রায় সাতদিন ধরে লাগাতার আবর্জনা পরিষ্কার চলছে পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। বৃহস্পতিবার পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় নিজে দাঁড়িয়ে ওই ওয়ার্ড থেকে আবর্জনা সাফাই করান।

অভিজিৎ বলেন, ‘১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমরা ৮টি অভিযোগ পাই। এদিন পর্যন্ত প্রায় ২১ ট্রলি আবর্জনা পরিষ্কার করাই। এখনও প্রচুর আবর্জনা জমে আছে। তা পরিষ্কার করতে কোনও এজেন্সিকে বরাত দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছি।’

পুরসভা সূত্রে খবর, নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করা হয়েছে। তাতে শহরের ১৮টি

বাড়িতে চুরি

জয়গাঁ, ৪ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ি ইলিয়াসনগর এলাকায় একটি বাড়িতে চুরি হয়। এলাকার বাসিন্দা জয়নাল আবেদিনের বাড়ির টিন কেটে গ্যাস সিলিন্ডার, বাসন সহ রুপোর জিনিস নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

জয়নাল তাঁর মা, বাবাকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকেন। তবে কিছুদিন আগে তাঁর বাবা শিলিগুড়িতে কাজে যাওয়ায় তাঁরা বাড়িতে তালা দিয়ে এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন। এদিন দুপুরে প্রতিবেশীরা বাড়ির টিন কাটা দেখে তাঁদের খবর দেন। তালা খুলে জয়নাল দেখেন, সব জিনিস লন্ডভন্ড হয়ে আছে। এরপরই তিনি জয়গাঁ থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কর্মীসভা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লিতে সন্তানদলের বিভিন্ন অঞ্চল ও ব্লকের কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। কর্মীসভার পাশাপাশি বৈদিক পাঠ নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সন্তানদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জিত দাস, উত্তরবঙ্গ কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য নিতাই বিশ্বাস, সন্তানদলের আলিপুরদুয়ার জেলা সংগঠক নবকুমার দাস প্রমুখ।

পথসভা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : পিপল ফর প্যারেড গ্রাউন্ড বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের কলেজ হল্ট এলাকায় একটি পথসভার আয়োজন করে। সংগঠনের তরফে সুমন গোস্বামী বলেন, ‘আমরা কোনওভাবেই প্যারেড গ্রাউন্ডে স্থায়ী কংক্রিটের নির্মাণ বরদাস্ত করব না। এখানে মেলা হবে, খেলা হবে মানুষের জন্য এই মাঠ উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু সবুজ মাঠের গায়ে কংক্রিটের দাগ শহরবাসী কোনওভাবেই মেনে নেবে না।’

রঙিন মোড়কে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : হাতে যখন পকেটমানি, তখন থোড়াই কারও পরোয়া। পিরিয়ডের শেষ ঘণ্টাটা পড়তেই পড়ুয়াদের ঠিকানা হয় সেই স্কুলের পাশের মুখোরোচক খাবারের দোকানে। ব্যস, এরপর কে আটকায় ওদের। কখনও রঙিন প্যাকেটের ঝুরিভাজা, কখনও মুখরোচক পাঁপড়, আবার টকঝাল আমসত্ত্ব কিনে চলছে খাওয়া। স্কুল ছুটির ঘণ্টার পর এভাবেই নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে শহরের ফুটপাথ, ছোট-বড় মুখরোচক খাবারের দোকানগুলো। সেই খাবারের চকচকে প্যাকেটে কার্টুনের ছবি যেন তাদের টানে।

কিন্তু সেই রঙিন মোড়কের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অদৃশ্য বিপদ। লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে, প্যাকেটে নেই উৎপাদনের তারিখ, নেই মেয়াদ শেষের উল্লেখও। কোথায় তৈরি, কীভাবে তৈরি- সেসবের কোনও তথ্যই নেই।

কোথায় উৎপাদিত হয়, তা-ও অজানা। শুধু তাই নয়, সেসব খাবারে আবার ব্যবহৃত হচ্ছে নিম্নমানের উপাদান, তেল এবং সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক। প্যাকেটে নেই কোনও সরকারি সিলমোহর, মান নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ বা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ও।

তবুও আলিপুরদুয়ারের প্রতিটি মোড়ে, স্কুলের পাশের দোকানগুলোতে অবলীলায় বিক্রি হচ্ছে এমন খাদ্যপণ্য। এসব যে একেবারে অজানা অভিভাবকদের কাছে এমনটা নয়। তাহলে কেন কিনে দেওয়া হচ্ছে?

এই নিয়ে শহরের এক অভিভাবক চন্দন পালকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘দোকানদাররা বাচ্চাদের দিকে তাকিয়েই এসব পণ্য সাজিয়ে রাখে। আমরা বাচ্চাদের নিষেধ করলে বলে, ‘সবাই তো খাচ্ছে!’ ফলে বাচ্চাকে সামলাতে গিয়ে ঝুঁকির দিকটা আড়াল হয়ে যায়।’

বাচ্চাদের বাড়িতে যতই ভালো খাবার দেওয়া হোক না কেন, বাইরে গেলে ওই ক্ষতিকর জিনিসের প্রতিই টান। রঙিন দেখে ওরা খুশি হয়, তাই বাধ্য হয়ে কিনে দিতে হয় বলছেন আরেক অভিভাবক সুবর্ণা রায়। তবে পরে অসুস্থ হলে নিজেদেরই আফসোস বলে জানিয়েছেন তিনি।

কিন্তু প্রশাসন কোথায়? খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্যাকেটে স্পষ্ট লেখা থাকা বাধ্যতামূলক- ম্যানুফ্যাকচারিং, এক্সপায়ারি ডেট, মূল্য এবং কোম্পানির অনুমোদিত তথ্য। কিন্তু শহরের দোকানগুলোয় সেসব নিয়ম মানার কোনও বালাই নেই। এসব ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে অভিযান হলেও তার মেয়াদ সাময়িক। পরদিন আবার আগের ছবিই। এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের ফুড সেফটি অফিসার তাপস সরকার বলেন, ‘পণ্য স্যাম্পলিং ও নজরদারি বাড়ানো হবে। অনিয়ম ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আর এসব কিছুর প্রভাব পড়ছে

যেখানে বিপদ

রঙিন মোড়কে নেই উৎপাদনের তারিখ, নেই মেয়াদ শেষের উল্লেখও

কোথায় তৈরি, কীভাবে তৈরি- সেসবের কোনও তথ্যই নেই

খাবারে আবার ব্যবহৃত হচ্ছে নিম্নমানের উপাদান, তেল এবং সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক

শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর। বিশিষ্ট ফিজিশিয়ান ডাঃ পার্থপ্রতিম দাস এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘এধরনের খাবার নিয়মিত খেলে কিডনি, লিভারে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এছাড়াও রাসায়নিক রংগুলোর বেশিরভাগই ‘কার্সিনোজেনিক’, অর্থাৎ ক্যানসার সৃষ্টিকারী। শিশুদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা আরও বেশি।’

এই পরিস্থিতিতে এসব খাবার বিক্রি বন্ধে সরব হয়েছে স্বেচ্ছাসেবীরা। শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষের দাবি, ‘শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলাচ্ছলে ব্যবসা করা চলতে পারে না। অবিলম্বে বন্ধ হোক এমন খাদ্যপণ্য।’

শুধু অভিযান নয়, চাই দীর্ঘমেয়াদি নজরদারি। বিশেষত স্কুলের সামনে থাকা দোকানগুলোর ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে বলেও মত অনেকের।

ছবি : এআই

বিপদের শঙ্কা বিদ্যুতের পোলে তারের জটলা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : কম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি শহরে। কয়েকটি ঘটনা তো শর্টসার্কিটের জেরে। বিদ্যুতের পোল থেকে তারের জটলা সরেনি। বরং দিন-দিন বাড়ছে। বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জটলায় ইন্টারনেট সংযোগকারী তারও। শহরের বেশ কিছু পোলে এমন জটলা রয়েছে, তাতে চোখ রেখে বোঝা যায় না কোনটা কীসের তার। শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথি থেকে সোজা এগোলে কলেজ হল্ট ও কোর্ট মোড় পর্যন্ত যা অনায়াসেই নজরে পড়ে। এমন তারের জটলা যে কোনওদিন শহরে বড় বিপদ ডেকে আনবে, আশঙ্কা অনেকেরই।

বিদ্যুতের পোল থেকে তারের জটলা সরাতে কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না বিদ্যুৎ দপ্তর, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার রিজিওনাল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম মণ্ডল বলছেন, ‘আমরা যে ধরনের তার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে শর্টসার্কিটের সম্ভাবনা কম। তবে আমাদের বৈদ্যুতিক পোলগুলিতে বিভিন্ন তার এবং মিটার বেআইনিভাবে লাগানো থাকে। এগুলি সরাতে গেলে স্থানীয়দের থেকেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাধা পাই।’

শুধু রাস্তার ধারে থাকা বিদ্যুতের পোলে নয়, শহরের বিভিন্ন দোকানের সামনে থাকা পোলগুলিতেও তারের জটলা দেখা যায়। যে কারণে অনেক ব্যবসায়ী আতঙ্কিত। মাধব দাস নামে এক দোকানদার বলেন, ‘ছয় বছর ধরে ব্যবসা করছি। প্রথম থেকেই দোকানের সামনের পোলে তারের জটলা দেখছি। কয়েক বছর আগে আমার দোকানের পাশের একটি মুদির দোকানে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল। তাই কিছুটা হলেও আশঙ্কায় থাকি।’ গত বছর বাবুপাড়া এলাকার একটি দোকানে শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দোকানের সামনে থাকা বিদ্যুতের পোল থেকে তাঁর দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ ছিল দোকান মালিকের। ভানু মিত্রর ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জামের দোকান রয়েছে। তিনিও দোকানের সামনে থাকা পোলের তারের জটলা নিয়ে আশঙ্কিত। তিনি বলছেন, ‘আমাদের দোকানে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক জিনিস রয়েছে। বিদ্যুতের পোলগুলিতে এমনভাবে তার জড়ানো থাকে, মাঝে মাঝে ভয় হয়। বিষয়টি দেখা উচিত বিদ্যুৎ দপ্তরের।’

তারের জন্য দৃশ্য দূষণ আলিপুরদুয়ার শহরে।

শীতের সকালে কমলায় মন... আলিপুরদুয়ার শহরে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ব্যক্তিগত নো এন্ট্রি বোর্ডে যানজট

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : দোকানের সামনে রাস্তায় যানজট রোধে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নামে ‘নো এন্ট্রি বোর্ড’ বসানোর অভিযোগ উঠেছে আলিপুরদুয়ার শহরের কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এতে দোকানের সামনে যানবাহন দাঁড়াচ্ছে না ঠিকই, তবে শহরে কৃত্রিম যানজট হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকার ঘটনা। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেছেন, ‘এই ধরনের নো এন্ট্রি বোর্ড ব্যবহার করার কথা নয়। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।’

চৌপথি এলাকা ব্যস্ততম জায়গা। সেখানে সবসময় যানবাহন চলাচল করে। বৃহস্পতিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, কয়েকটি দোকানের সামনে নো এন্ট্রি বোর্ড রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশের নো এন্ট্রি বোর্ড ভেবে সাধারণ মানুষ কিছু বলার সাহস পান না। এতে নির্দিষ্ট দোকানগুলির সামনে যানবাহন দাঁড়ায় না ঠিকই। কিন্তু ওই বোর্ডের কারণে রাস্তার পরিসর কমে যাচ্ছে। যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। ভাটিখানা মোড় এলাকাতেও এই ধরনের বোর্ড রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানালেন।

দোকানের সামনে এধরনের বোর্ডে সমস্যা।

আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রানা চক্রবর্তী বলেছেন, ‘দোকানের সামনে যানবাহন দাঁড়ানোর ফলে ব্যবসা মার খায়। তাই অনেকে এই ধরনের বোর্ড ব্যবহার করছেন। বিষয়টি আমরা ট্রাফিক পুলিশকে অবগত করেছি। দোকানের সামনে যাতে যানবাহন না দাঁড়ায় সেদিকেও নজর রাখা উচিত।’

এখন প্রশ্ন উঠছে, পুলিশের নাম করে কেউ নো এন্ট্রি বোর্ড ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারেন কি? যদিও ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের বোর্ড ইচ্ছে করলেই কেউ ব্যবহার করতে পারেন না। বিশেষ করে চৌপথির মতো ব্যস্ততম রাস্তায় ট্রাফিকের বিধিনিষেধ রয়েছে। তাহলে কীভাবে বসানো হচ্ছে বোর্ড।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বললেন, ‘পুলিশের নাম করে নো এন্ট্রি বোর্ড বসানোর ফলে যাতায়াতের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ট্রাফিক পুলিশকে বলেও লাভ হয়নি।’ যদিও আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ওসি বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

মোরা চলব একসঙ্গে... পুতিনকে নিয়ে ৭ লোককল্যাণ মার্গে নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

আলিঙ্গন-করমর্দন-এক গাড়িতে সফর

মোদি-পুতিন সখ্যে দৃঢ় ভারত-রুশ মৈত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : 'কুছ তো লোগ ক্যাহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যায় ক্যাহেনা...'

মস্কোর থেকে তেল কেনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রক্তচক্ষু ও শুল্ক তোপের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের মাটি ছুঁল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিমান। নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে তাঁকে লাল কার্পেট পেতে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী যে ব্যক্তিগতভাবে পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন সেই খবর অবশ্য সরকারিভাবে ছিল না ক্রেমলিনের কাছে। রাশিয়ার সরকারি বার্তায় জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে নিজে উপস্থিত থাকবেন পালাম বিমানবন্দরে এ সম্পর্কে তাদের কাছে আগাম কোনও বার্তা ছিল না, এটা তাদের কাছে একটা মধুর চমক। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনই নয়, তাঁর সঙ্গে ভারতে উপস্থিত আছেন রাশিয়ার সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও শীর্ষ আধিকারিকরাও। বিমান থেকে নেমে আসতেই পুতিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রথমে করমর্দন তারপর উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানান মোদি।

রুশ প্রেসিডেন্টের আতিথেয়তায় পালাম বিমানবন্দরে বিশেষ সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন ও মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মোদির সঙ্গে একটি সাদা ফরচুনারে চেপে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে পৌঁছোন পুতিন। সেখানেই দুই রাষ্ট্রনেতা নৈশভোজের বৈঠকে বসেন। প্রসঙ্গত, এর আগে চিনে এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বুলেটপ্রুফ লিমুজিনে চড়েছিলেন মোদি। সেই প্রসঙ্গে ভারতে আসার আগে একটি সংবাদমাধ্যমকে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে গাড়িতে চেপে ভ্রমণ করাটা আমারই ভাবনা ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের প্রতীক ছিল ওই সফর।' বৃহস্পতিবার মোদির সাদা ফরচুনারে পুতিনের সফরের পর

> আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বন্ধুত্বের সেই বৃত্তটাই যেন সম্পূর্ণ হল।

পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে মোদি এক্সে লিখেছেন, 'আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।' বাস্তবিকই তাই। ঠান্ডাযুদ্ধের সময় থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ-যাবতীয় ঝড় সামলে নয়াদিল্লি-মস্কো সখ্যের বাঁধন ক্রমশ মজবুত হয়েছে। মোদি-পুতিন ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেই বাঁধনকে আরও দৃঢ় করেছে।

এদিকে পুতিনের ভারতে আসার আগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদের বাইরে অভিযোগ করেন, 'বাজপেয়ী জমানায়, মনমোহন সিংয়ের জমানায় বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাতের পুরোনো পরম্পরা চালু ছিল। কিন্তু এখন যদি ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা আসেন কিংবা আমি বিদেশে যাই তাহলে সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দেয়। শুধু সরকার নয়, আমরাও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি।'

রাহুলের এই বক্তব্য অবশ্য খণ্ডন করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। একটি সূত্র জানিয়েছে, রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর থেকে অন্তত চারজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাহুল বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর ২০২৪ সালের ১০ জুন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওই বছর ২১ অগাস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, চলতি বছরের ১৮ মার্চ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সোন এবং গত ১৬ সেপ্টেম্বর মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, বিদেশি অতিথিরা সরকারের বাইরে আর কার সঙ্গে দেখা করবেন সেটা তাঁরা ঠিক করেন। সরকারের সেখানে কোনও ভূমিকা নেই।

নিজামের প্রাসাদ স্বাগত জানাবে ভ্লাদিমির পুতিনকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ২৩ তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার দু-দিনের সফরে ভারতে এলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক চুক্তি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই সবের মাঝেই পুতিনের এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউস। কারণ, এটি শুধু একটি বৈঠকের স্থান নয়, ভারতের ঐশ্বর্যশালী ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল।

হায়দরাবাদের শেষ নিজাম মীর উসমান আলি খানের দিল্লির প্রাসাদটিই বর্তমানে হায়দরাবাদ হাউস হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তি। ১৯২০-র দশকে হায়দরাবাদ হাউস তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১৭০ কোটি টাকা। হিরেমুক্তোর মালিক নিজাম চেয়েছিলেন ভাইসরয়ের ভবনের কাছাকাছি একটি জমকালো প্রাসাদ তৈরি করতে। সেই ইচ্ছাপূরণ করতে এগিয়ে আসেন ব্রিটিশ স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স। তৈরি করেন প্রজাপতি আকৃতির প্রাসাদটি। এর মাঝখানে রয়েছে গম্বুজ, দু'দিকে ছড়ানো ডানা— দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের নিদর্শন বয়ে চলা ৩৬ কক্ষের হায়দরাবাদ হাউস ছিল সেই সময়কার নয়াদিল্লির সবচেয়ে রাজকীয় প্রাসাদ।

স্বাধীনতার পর প্রাসাদটি ভারত সরকারের হাতে আসে। ১৯৭৪ সাল থেকে এটি বিদেশমন্ত্রকের অধীনে। একসময় প্রাসাদ ছিল রাজকীয়তার প্রতীক, আজ তা বিশ্ব কূটনীতির শক্তিশালী মঞ্চ। বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ থেকে শুরু করে ভ্লাদিমির পুতিন— সবাই এসেছেন এই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে। নিজামের ব্যক্তিগত সম্পদ এখন ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। যে ভবন একসময় নিজামের চরম ঐশ্বর্যের প্রতীক ছিল, আজ সেই ১, অশোকা রোডস্থিত ৩৬ কক্ষের, হায়দরাবাদ হাউস আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্র।

১০ লাখির রাজকীয় ঠিকানা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আইটিসি মৌর্য হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইট এখন রাজধানীতে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। 'চাণক্য স্যুইট' নামে পরিচিত। এখানেই দু'দিন থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। স্বভাবতই হোটেলের চারপাশে নিরাপত্তাকর্মীদের ভিড়। বিলাসবহুল এই রাজকীয় ঠিকানার প্রতি রাতের ভাড়া ১০ লাখ টাকা। ৪,৬০০ বর্গফুটের স্যুইটটিতে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনায়কেরা থেকেছেন। এখানে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি বসার ঘর, অফিস স্পেস, ১২ আসনের ডাইনিং রুম, মিনি স্পা ও জিম।

দেওয়ালগুলি সিল্কের প্যানেলে মোড়া। তাতে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা। এখানে থেকেছেন বিল ক্লিনটন, জো বাইডেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো বিশ্বনেতারা। স্বভাবতই চাণক্য স্যুইটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পুতিনের আগমন উপলক্ষ্যে গোটা হোটেলটিকে দুর্গের মতো কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

বিএলও'র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্যগুলি

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান-সর্বত্রই ছবিটা এক। লাগাতার বিএলও আত্মহত্যার জন্য বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছে। বিএলওদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। কিন্তু বিএলও-দের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকেই দায়ী করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

তাদের পর্যবেক্ষণ, 'এসআইআরের কাজে যেখানে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের।' যে সমস্ত বিএলও কাজে অব্যাহতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন, বিশেষ করে যাঁরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করার পাশাপাশি বিকল্প বিএলও নিয়োগ করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, যদি ভোটের কাজে অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়, তাহলে রাজ্য সরকার সেই কর্মী জোগান দিতে বাধ্য। যদি ওই স্বস্তিটুকু দেওয়া না হয়, তাহলে বিএলও-রা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

যা নির্দেশ

- এসআইআরের কাজে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের
- বিএলওরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যারা অসুবিধার জন্য কাজে অব্যাহতি চাইলে তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে
- প্রয়োজনে নতুন বিএলও নিয়োগ করতে হবে

তামিল অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকের তরফে বিএলও-দের মৃত্যু নিয়ে কমিশনকে দায়ী করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল। তারা অভিযোগ করেছিল, কমিশন জোর করে বিএলও-দের ওপর কাজ চাপাচ্ছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২ নম্বর ধারাকে হাতিয়ার করে ভয় দেখানো হচ্ছে। ওই ধারায় কর্তব্যে গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র ২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। টিভিকের অভিযোগ, এই আতঙ্কেই বিএলও-দের মৃত্যু হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মৃতদের অনেকেরই বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর। তাঁদের আইনজীবীর সওয়াল, উত্তরপ্রদেশে বিএলও-দের বিরুদ্ধে ৫০ মামলা দায়ের হয়েছে। টিভিতে এসব দেখানো হচ্ছে। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন বিএলও-রা। কমিশনের আইনজীবী অবশ্য টিভিকের অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে পালটা অভিযোগ করেছেন। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, বিএলও-রা রাজ্য সরকারের কর্মী, কমিশনের নয়। কাজের জন্য আরও লোকের প্রয়োজন হলে রাজ্য নিয়োগ করতে বাধ্য।

সংসদে তামাক শুল্ক বিল পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : সংসদে পাশ হয়ে গেল 'কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধন) বিল, ২০২৫'। তামাক ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর উচ্চ আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য এই বিল আনা হয়। বৃহস্পতিবার শীতকালীন অধিবেশনের চতুর্থ দিনে সেই বিলে অনুমতি দিয়েছে সংসদ। জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস শেষ হওয়ার পর এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। বিলটি লোকসভায় বুধবারই পাশ হয়েছিল।

এদিন অধিবেশনের শুরুতে বিরোধী শিবিরের মধ্যে স্পষ্ট ফাটল চোখে পড়ে। একদিকে তৃণমূল সাংসদরা বাংলার বকেয়ার দাবিতে বিজয় চক থেকে সংসদ পর্যন্ত হেঁটে প্রতিবাদ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল সংসদের মকরদ্বারের সামনে দিল্লির দূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে।

রাজ্যসভায় বিল নিয়ে আলোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, তামাক চাষের পরিবর্তে কৃষকদের অন্যান্য লাভজনক ফসল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১০টি রাজ্যে ১ লক্ষ একরের বেশি জমিতে এই পরিবর্তন চলছে।

সংসদজুড়ে এদিন রাজনৈতিক নাটকীয়তা ছিল চরমে। বিল আলোচনার সময় নির্মলা বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং তৃণমূল সাংসদদের বকেয়া সংক্রান্ত দাবিগুলি সত্য নয়।

অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদরা 'পয়েন্ট অফ অর্ডার' উত্থাপন করতে চান। কারণ তাঁদের অভিযোগ, অর্থমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন সংসদকে। কিন্তু চেয়ারম্যান তাঁদের অনুমতি না দেওয়ায় বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। এই ঘটনায় তৃণমূলের সঙ্গে ডিএমকে, সপা এবং আপের সাংসদরাও ওয়াকআউট করেন। তৃণমূলের অভিযোগ, এইসময় কংগ্রেস সাংসদরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন।

লোকসভায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সেস বিল আলোচনার সময় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং অর্থমন্ত্রীর মধ্যে ভাষা নিয়ে তর্জা শুরু হয়। অর্থমন্ত্রীর হিন্দিতে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে সৌগত রায় আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'আমরা বাঙালি, আমরা এতটা হিন্দি বুঝি না।'

জবাবে নির্মলা বলেন, অনুবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যরা যে কোনও ভাষায় বক্তব্য শুনতে পারেন। সৌগত পালটা বলেন, 'আমরা বাঙালি এবং বাঙালিই থাকব।' সভাপতি তখন তাঁকে সতর্ক করে বলেন, 'আপনি বাঙালি, কিন্তু হিন্দি সম্পর্কে এভাবে বলতে পারেন না।'

তুঝে দেখা তো... লন্ডনের একটি অনুষ্ঠানে পর্দার রাজ-সিমরন জুটি।

আমেরিকা থেকে ফেরত ৩০০০

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : বেআইনিভাবে বসবাসের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বহিষ্কারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মোট ৩,২৫৮ জন ভারতীয় নাগরিককে মার্কিন সরকার দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

তিনি জানান, ২০০৯ সাল থেকে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮,৮২২ জন ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ফেরত পাঠানোর ঘটনা অবৈধ অভিবাসন এবং মানব পাচারের মতো গুরুতর সমস্যাগুলির ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, সরকার নির্বাসিত নাগরিকদের প্রতি মানবিক আচরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে কড়া ভাষায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে হাতকড়া বা শিকল ব্যবহারের মতো অমানবিক আচরণের বিষয়ে ভারত তার আপত্তির কথা জানিয়েছে।

জেহাদি সাহিত্য নিষিদ্ধ অসমে

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : জঙ্গিবাদের মূলে আঘাত করল অসম সরকার। চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদে তরুণ সমাজকে মগজধোলাই করার চক্রান্ত রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। সবরকমের জেহাদি সাহিত্য প্রকাশ, মুদ্রণ, বিক্রি ও ডিজিটালভাবে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-র ৯৮ ধারা প্রয়োগ করে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট ও সাইবার নজরদারি থেকে জানা গিয়েছে, জেহাদি সংক্রান্ত লেখাপত্র, ডকুমেন্ট ও ডিজিটাল কনটেন্টগুলি রাজ্যের তরুণ, তরুণীদের উগ্রপন্থায় প্ররোচিত করছে। জঙ্গিবাদের আদর্শগত প্রবাহ বন্ধ করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে সরকারি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খালেদাকে

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : চিকিৎসকদের পরামর্শে বিএনপির চেয়ারপার্সন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পর কিংবা শুক্রবার ভোরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। বৃহস্পতিবার ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের একথা জানান খালেদার চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন। পরে বিএনপির মহাসচিব গুলশানের দলীয় কার্যালয়ে জানান, কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে দলনেত্রীকে।

বিএনপির একটি সূত্রের খবর, খালেদার সঙ্গে লন্ডনে যাবেন তাঁর পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী সহ মোট ১৪ জন। খালেদার চিকিৎসক জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১২ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেদা জিয়া। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি বলে জানা গিয়েছে। বুধবার খালেদা জিয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ভারত-মার্কিন চুক্তি

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফর শুরুর আগেই ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়ে গেল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ ওই চুক্তির ফলে ভারতীয় নৌসেনার হাতে আসছে ২৪টি অত্যাধুনিক এমএইচ-৬০ আর সি-হক হেলিকপ্টারের দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ কবচ। এর মূল্য ৭,৯৯৫ কোটি টাকা। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি উল্লেখ করেছে। ভারতীয় নৌসেনার শক্তিবৃদ্ধিতে চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ভারত মহাসাগরে চিনের মোকাবিলায় নজরদারি আরও বাড়াতে পারবে নৌবাহিনী। পুতিনের সফরে ভারতের লক্ষ্য এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনা। তার আগেই আমেরিকার সঙ্গে বড় মাপের চুক্তি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত ভারসাম্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

লকহিড মার্টিন নির্মিত হেলিকপ্টারগুলি দীর্ঘকালীন অপারেশনের পক্ষে উপযুক্ত। চুক্তিতে রয়েছে, কপ্টারের খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণের সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের মেরামত ও প্রতিস্থাপন সবই দেবে আমেরিকা। এই হেলিকপ্টার নৌসেনার সামুদ্রিক ক্ষমতা বাড়াবে। ডুবোজাহাজ-বিধ্বংসী যুদ্ধ, সারফেস-বিধ্বংসী মিশন, নজরদারি ও উদ্ধার অভিযানে ব্যাপকভাবে কার্যকর এই হেলিকপ্টারগুলি।

প্রয়াত সুষমার স্বামী স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : চলে গেলেন মিজোরামের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল। প্রয়াত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। বিশিষ্ট আইনজীবীর কন্যা, নয়াদিল্লির বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বাবার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান। তিনি জানিয়েছেন, বুকে ব্যথা হওয়ায় তাঁকে চটজলদি এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাঁশুরি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বাবা, তোমার চলে যাওয়া আমার কাছে গভীরতম বেদনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি এখন শান্তিতে মায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছো। তোমার স্নেহ, সারল্য, নিয়মশৃঙ্খলা, দেশাত্মবোধ ও অপরিসীম ধৈর্য আমার জীবনের আলো। সেই আলো কোনওদিন নিভে যাবে না।'

শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের

নয়া বিধিনিষেধের ধাক্কায় জেরবার ইন্ডিগো পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : দিনের পর দিন শয়ে শয়ে বিমান বাতিল। গোটা নভেম্বর ধরলে বাতিলের সংখ্যা ১,২৩২। বদল বহু উড়ানের সময়সূচিতেও। এর জেরে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। বুধবার প্রায় ২০০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবারও নতুন করে অন্তত শ'তিনেক বিমান নির্ধারিত সময়ে উড়তে পারেনি বা বাতিল করতে হয়েছে। লাগাতার বিমান পরিষেবা বিপর্যয়ের জেরে হাজার হাজার যাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন।

নজিরবিহীন সমস্যার মূলে একটি নতুন বিধি। সম্প্রতি বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' বা এফডিটিএল নির্দেশিকা জারি করে। বিমানচালক ও কেবিন ক্রুদের কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা মাথায় রেখে নতুন এই কঠোর বিধিগুলি চালু করা হয়েছে। এতে কর্মীদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের সময় কমানো হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সময় বাড়ানো হয়েছে, যা মূলত বিমানকর্মীদের সুরক্ষা এবং সামগ্রিক বিমান নিরাপত্তার কথা ভেবেই করা হয়েছে।

উড়ান বিভ্রাটের কারণ

- **নতুন নিয়ম :** নিয়ন্ত্রক সংস্থার নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' বিধি, যা বিমানচালক ও কর্মীদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়েছে এবং বিশ্রামের সময় বাড়িয়েছে
- **কর্মীর অভাব :** নতুন নিয়ম মেনে পরিষেবা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মী ইন্ডিগোর হাতে নেই
- **কঠোর রোস্টার :** ইন্ডিগোর 'টাইট রোস্টার' এবং 'অপারেশনাল কাঠামো', যা নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ
- **সমন্বয়ের অভাব :** কর্মীর কাজের সময় পালটে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কর্মীদের রোস্টার পুনর্বিন্যাস করতে না পারা

কিন্তু এই নতুন নিয়ম মেনে চলতে গিয়েই সমস্যায় ইন্ডিগোর মতো সংস্থা। খুব কম খরচে বিমান পরিষেবা দেয় ইন্ডিগো। এই পরিষেবা দিতে গিয়ে কঠোর সময়সূচি-ভিত্তিক অপারেশনাল মডেল অনুসরণ করতে হয় সংস্থাকে। তাদের কর্মীদের রস্টার বা কাজের তালিকা সাধারণত খুবই 'আঁটসাঁট' হয়, যাতে বিমানকর্মীদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় থাকে ন্যূনতম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিগোর এই 'টাইট রস্টার' বা কঠোর কর্মপ্রক্রিয়ার কারণেই সংস্থা বেকায়দায় পড়েছে। নতুন ও নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক এফডিটিএল বিধি মেনে চলতে গিয়ে তাদের তড়িঘড়ি বিপুল সংখ্যক অতিরিক্ত বিমানচালক ও ক্রুর প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে সংস্থার হাতে নেই। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকাতেই ইন্ডিগোকে বাধ্য হয়ে ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে। এই অব্যবস্থা হাজার হাজার যাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সফর ও পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে।

দেশজুড়ে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটার কারণে গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের গ্রাহকদের (দৈনিক প্রায় ৩.৮০ লক্ষ) কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রক্ষা করতে পারিনি। এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।'

আত্মঘাতী আইটি কর্মী

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর : দুই পড়শি, পুর আধিকারিকদের হয়রানি ও ঘুষের জুলুমে আত্মঘাতী হলেন বেঙ্গালুরুর বছর ৪৫-এর প্রাক্তন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। এমনই অভিযোগ। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বৃহস্পতিবার নাল্লুরাহাল্লির এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে মুরলী গোবিন্দ রাজু নামে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ মিলেছে। পরিবারের অভিযোগ, পুর আধিকারিকরা তাঁর ওপর জমি, বাড়ি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে লাগাতার মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। হয়েছে আর্থিক অত্যাচারও। মৃতের স্ত্রী, দুই সন্তান ও মা রয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ১০ পাতার সুইসাইড নোটে মুরলী লিখেছেন, 'একটি নির্মাণ সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে আমার দুই পড়শি শশী, ঊষা নাম্বিয়ার ও গ্রেটার বেঙ্গালুরু অথরিটির (জিবিএ)-র আধিকারিকরা আমার কাছে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। টাকা দিতে না পারায় হয়রানি করা হচ্ছিল। চাপ ও হয়রানির জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম।' ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

জামিন হানি বাবুর

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : বহু-আলোচিত এলগার পরিষদ-মাওবাদী যোগ মামলায় অভিযুক্ত দিল্লির প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক হানি বাবুর জামিন মঞ্জুর করল বম্বে হাইকোর্ট। দীর্ঘ পাঁচ বছর চার মাস ধরে তিনি বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি ছিলেন। মূলত এই 'প্রলম্বিত কারাবাসের' যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি অজয় এস গড়করি এবং রণজিৎ সিনহা, আর ভোঁসলের ডিভিশন বেঞ্চ।

সুপার কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

লড়াই গোয়ার সঙ্গে

ইস্টবেঙ্গল-৩ (রশিদ, সিবিলে ও সাউল)
পাঞ্জাব এফসি-১ (র‍্যামিরেজ-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মতো হেভিওয়েট দলকে টপকে গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে। ফ্লুকে নয়, যোগ্য হিসাবেই যে তাঁরা শীর্ষে থেকে নকআউটে, সেটা বোঝানোর চ্যালেঞ্জ ছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের কাছে। আর সেই চ্যালেঞ্জে লাল-হলুদ বাহিনী একশোয় একশো।

গ্রুপ লিগ শেষের প্রায় এক মাস পর হচ্ছে সুপার কাপের নকআউট পর্ব। ছন্দ হারিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে এরকম ক্ষেত্রে। সুখের কথা, এবার অস্কার ব্রুজোঁর দল অনেক বেশি লক্ষ্যে স্থির। বহুদিন পর যেন বদলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে দেখছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। এর বড় কারণ, সঠিক দল গঠন। বাকি কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্সে কেভিন সিবিলে ও মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ ও আক্রমণে মিগুয়েল ফিগুয়েরার অন্তর্ভুক্তি দলের মধ্যে অসম্ভব গভীরতা ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। এতটাই যে এদিন হামিদ আহদাদের চোটের ফলে স্কোয়াডে না থাকা খুব একটা সমস্যায় ফেলেনি ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথম একাদশে ছিলেন না জয় গুপ্তাও। তাঁর জায়গা দিব্যি সামলালেন লালচুংনুঙ্গা। বাকিরাও যথাযথ বলেই শুরু থেকে চাপ রেখে খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। যার ফসল মাত্র ৯ মিনিটের গোল। বিপিন সিংয়ের ছোট কর্নার ধরে মিগুয়েলের ক্রসে বক্সের মধ্যে হিরোশি ইবুসুকির ভুল হেডে বেরিয়ে আসা বলে রশিদের জোরালো মাপা শট একাধিক পায়ের জঙ্গল এড়িয়ে গোলে ঢুকে যায়। ভিড়ের মধ্যে মুহিত সাব্বির বল দেখতেই পাননি। এদিন নিজে গোল না পেলেও সবকয়টা গোলে মিগুয়েল অবদান রেখেছেন। তাঁর কর্নারে দর্শনীয় হেডে ২-১ করেন কেভিন।

প্রথম গোলের পর খেলা কিছুটা ঢিমেতালে চলছিল। এই সময়েই ইস্টবেঙ্গল বক্সে বিনীত রাইয়ের একটা হেড বিপিনের হাতে লেগে যাওয়ায় পেনাল্টি দেন রেফারি অশ্বীন। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল ড্যানিয়েল র‍্যামিরেজের। এই পেনাল্টি দেওয়া থেকেই অসন্তোষ শুরু অস্কার ব্রুজোঁর। এরপর বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে সিবিলের গোলের আগে চতুর্থ রেফারির সঙ্গে তর্ক করে তিনি হলুদ কার্ড দেখার পর আবার চতুর্থ রেফারির মুখের সামনে গিয়ে গোলের উৎসব পালন করতেই তাঁকে মার্চিং অর্ডার দেন রেফারি। এর ফলে ফাইনালেও তিনি ডাগআউটে থাকতে পারছেন না। তবে তাঁর এদিনের না থাকার সুযোগ দ্বিতীয়ার্ধে নিতে ব্যর্থ পাঞ্জাব এফসি। সম্ভবত পাঞ্জাবের ঠান্ডা থেকে এসে গোয়ার প্রবল গরম সহ্য হয়নি লিও অগাস্টিন-নিখিল প্রভুদের। ৭২ মিনিটেই মিগুয়েলের পাস থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন সাউল ক্রেসপো। ম্যাচের শেষদিকে বেদে ওসুজি গোলমুখ খোলার চেষ্টা করলেও সফল হননি। এই নিয়ে তৃতীয়বার সুপার কাপ ফাইনালে গেল ইস্টবেঙ্গল।

এদিনের সহজ জয় ফাইনালের আগে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে এফসি গোয়ার মতো হেভিওয়েট দলের কাজটা সহজ হবে না আশা করতেই পারেন সমর্থকরা। এদিন গোয়া ২-১ গোলে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে। গোয়ার হয়ে গোল করেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ ও ডেভিড টিমর। মুম্বইয়ের গোলস্কোরার ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, সিবিলে, নুঙ্গা (জয়), মহেশ (এডমুন্ড), সাউল, রশিদ, বিপিন (বিষ্ণু), মিগুয়েল (ডেভিড) ও হিরোশি।

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে লাফ কেভিন সিবিলের।

ফাইনালে ওঠার পর সেলফিতে তিন গোলস্কোরার মহম্মদ বসিম রশিদ, কেভিন সিবিলে ও সাউল ক্রেসপো। বৃহস্পতিবার ফতোরদায়।

রোমাঞ্চিত সাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সুপার কাপ ফাইনালে উঠে রোমাঞ্চিত ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো। তবে কাজ এখানেই শেষ নয়। কথাটা সাউল নিজে যেমন মাথায় রাখছেন, তেমনই মনে করিয়ে দিচ্ছেন সতীর্থদেরও। ফাইনালের মঞ্চটা তাঁর কাছে নতুন নয়। ২০২২-'২৩ মরশুমে ওডিশা এফসি-র হয়ে প্রথমবার সুপার কাপ জয়। পরের মরশুমে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই দলেও ছিলেন সাউল। শুধু ছিলেনই না, ফাইনালে গোলও করেছিলেন তিনি। ওই চ্যাম্পিয়ন দলের বিদেশিদের মধ্যে সাউলই একমাত্র ফুটবলার যিনি এবারও ইস্টবেঙ্গল দলে রয়েছেন। কাজেই লাল-হলুদ সমর্থকদের চাহিদার কথা তাঁর কাছে অন্তত অজানা নয়।

জানেন, এইটুকুতেই খুশি হবে না ইস্টবেঙ্গল জনতা। পাঞ্জাব এফসি-কে সেমিফাইনালে হারানোর পর মাঠে দাঁড়িয়েই সাউলকে বলতে শোনা গেল, 'আরও একটা ফাইনালে খেলব আমরা। সেজন্য রোমাঞ্চিত। ফাইনালের গুরুত্ব আমরা জানি। বিশেষত সমর্থকদের জন্য ট্রফিটা জিততেই হবে।' ফাইনালের প্রতিপক্ষ তখনও নিশ্চিত হয়নি। তবে সাউল জানিয়ে দিলেন, প্রতিপক্ষ যেই হোক, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। বরং নিজেদের নিয়ে ভাবছেন তাঁরা। পাঞ্জাবের বিপক্ষে জয়টা এতটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেডের। সাউলের কথায়, 'ফাইনালের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবছি না। আমরা তৈরি।'

বন্দরনগরীতে পৌঁছে গেল দুই দল

কোচ গম্ভীর-কোহলির কাছে কৃতজ্ঞ রুতুরাজ

ভাইজ্যাগ, ৪ ডিসেম্বর : ভরসা দেখিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। মাঠে ব্যাটিংয়ের সময় তাঁকে সাফল্যের দিশা দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি।

গম্ভীর-কোহলির ভরসা ও আস্থা পেলে একজন ক্রিকেটার কী করতে পারেন, গতকাল রায়পুরের মাঠে করে দেখিয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চার নম্বরে ব্যাটিং করে একদিনের ক্রিকেটে প্রথম শতরান করেছেন। যদিও তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া পরাজিতর দলে। চলতি একদিনের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা সমতা ফিরিয়েছে। ১-১ অবস্থায় থাকা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের গতিপথ আপাতত ভাইজ্যাগ। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে দুই দলই রায়পুর থেকে ভাইজ্যাগে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচকে কেন্দ্র করে বন্দরনগরীতে উত্তেজনার পারদও চড়তে শুরু করেছে।

শ্রেয়স আইয়ার ফিট থাকলে হয়তো রুতুরাজের ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে জায়গাই হত না। রাঁচিতে প্রথম সুযোগে চার নম্বরে ব্যাট করে হতাশ করেছিলেন রুতুরাজ। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে ছবিটা বদলে গিয়েছে। রুতুরাজের সঙ্গে বিরাটও শতরান করেছিলেন। কিন্তু ভারত জেতেনি ম্যাচ। বোলারদের ব্যর্থতার পাশে জঘন্য ফিল্ডিংয়ে মুখ পুড়েছে টিম ইন্ডিয়ার। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রুতুরাজ বলেছেন, 'বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের স্বপ্ন ছিল আমার। সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। বিরাটভাই অনেক পরামর্শ দিয়েছে, সাহায্য করেছে ব্যাটিংয়ের সময়। যা আমার চিরকাল মনে থাকবে।' শুধু বিরাটভাই নন, রুতুরাজে আস্থা রেখেছিলেন কোচ গম্ভীরও। সিরিজ শুরুর আগে তাঁকে জানিয়েছিলেন, যাই হয়ে যাক, তিনি চার নম্বরেই ব্যাটিং করবেন। অতীতে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের বেশি অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোচের আস্থা আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল রুতুরাজকে। তাঁর কথায়, 'গোতিভাই সিরিজ শুরুর আগে আমায় বলেছিল, যাই হোক না কেন, আমি চার নম্বরেই ব্যাটিং করব। কোচের ভরসা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে ব্যাটিংয়ে।'

এদিকে, জোড়া শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হারের পর সমাজমাধ্যমে বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন জোরে বোলার প্রসিধ কৃষ্ণা। তাঁকে পাকিস্তানের হ্যারিস রউফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের হ্যারিস থাকলে ভারতেরও প্রসিধ রয়েছে। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে দুইটি উইকেট পেলেও ৮.২ ওভারে ৮৫ রান দিয়েছেন প্রসিধ। তাঁকে বল হাতে কখনোই স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি। তাই প্রসিধকে সরিয়ে মহম্মদ সামিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরানোর দাবিও উঠে গিয়েছে নতুনভাবে।

তৃতীয় ওডিআই খেলতে ভাইজ্যাগ পৌঁছে গেলেন বিরাট, রোহিতরা।

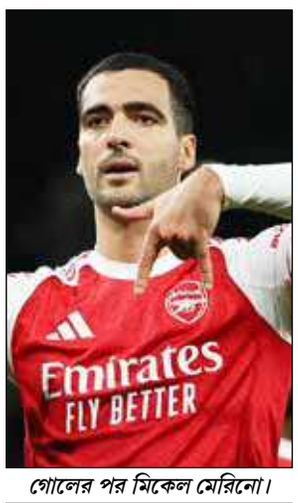

গোলের পর মিকেল মেরিনো।

ড্র লিভারপুলের, জয়ী আর্সেনাল

লন্ডন, ৪ ডিসেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বুধবার রাতে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ১১ মিনিটে গানারদের এগিয়ে দেন মিকেল মেরিনো। ম্যাচের সংযুক্তি সময় বুকায়ো সাকার গোলে জয় নিশ্চিত করে তারা।

একইদিনে আরও একবার পয়েন্ট খোয়াল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল আর্নে স্লটের ছেলেরা। ৬৭ মিনিটে গোল হজম করে লিভারপুল। ৮১ মিনিটে সান্ডারল্যান্ডের আত্মঘাতী গোলে শেষপর্যন্ত কোনওক্রমে এক পয়েন্ট ঘরে তুলল তারা। অন্যদিকে লিডস ইউনাইটেডের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল চেলসি।

হাসপাতালে অমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রথমে প্রবল জ্বর। তারপর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপরই শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির কর্মকর্তা-অভিভাবকদের জোরাজুরিতে সোমবার রাতে শিলিগুড়ির বিশিষ্ট টেবিল টেনিস কোচ অমিত দামকে শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তবে বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে অ্যাকাডেমির সূত্রে জানা গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, শুক্রবার অমিত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন।

গোলাপি বলে রঙিন টক্কর স্টার্ক-রুটের

ইংল্যান্ড-৩২৫/৯
(প্রথম দিনের শেষে)

ব্রিসবেন, ৪ ডিসেম্বর : প্রথম দিনেই জমে গেল অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড গোলাপি বলের টেস্ট। ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াই। দিনভর সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। হাফডজন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে দ্বৈরথে নেতৃত্ব দিলেন মিচেল স্টার্ক।

জো রুটের অপরাজিত শতরানের সুবাদে পালটা জবাব ইংল্যান্ডের। দুই মহাতারকার আকর্ষণীয় টক্কর উত্তাপ ছড়াল গোলাপি টেস্টে। পারথে প্রথম টেস্ট দুইদিনেই শেষ হয়। বোলারদের একচেটিয়া দাপটের মুখে পড়তে হয়েছিল ব্যাটারদের। বৃহস্পতিবার শুরু দিনরাতের ব্রিসবেন টেস্টে ভিন্ন ছবি।

স্টার্ক বনাম রুটের উপভোগ্য ক্রিকেটীয় যুদ্ধের ফল অজি বোলারদের ঝোলায় নয় শিকার। জবাবে দিনের শেষে ৩২৫ তুলে পালটা চ্যালেঞ্জ থ্রি লায়ন্সের। টসে জিতে এদিন ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড। যদিও প্রথম ওভারেই বেন ডাকেটের (০) উইকেট খোয়ায় তারা। গোলাপি বলে বরাবর বিপজ্জনক স্টার্কের ঝোলায় ইংরেজ ওপেনার।

ডাকেটকে দিয়ে শুরু। তারপর একে একে ওলি পোপ (০), হ্যারি ব্রুক (৩১), উইল জ্যাকস (১৯) সহ হাফডজন উইকেট প্রাপ্তি। যার সুবাদে বাঁহাতি পেসার হিসেবে সবাধিক উইকেট শিকারে কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামকে (১০৪ টেস্টে ৪১৪ উইকেট) পিছনে ফেলে নতুন নজির স্টার্কের (১০২ টেস্টে ৪১৫ উইকেট)।

কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার বেন স্টোকস (১৯)। কভারে ঠেলে দিয়ে ১ রান নিতে গিয়ে রানআউট। রুট না বলে দেন। কিন্তু ইংল্যান্ড অধিনায়ক ক্রিজে ফেরার আগে সরাসরি থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন জোশ ইনগ্লিস।

এর আগে জ্যাক ক্রলি-রুট অবশ্য স্টার্কের দাপটের মাঝে তৃতীয় উইকেটে ১১৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। যার সুবাদে ৫/২ স্কোর থেকে ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছিল ১২২/২ স্কোরে। অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ পেসারের কেউই সেভাবে বিব্রত করতে পারেননি ক্রলি-রুটকে। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন মাইকেল নেসের। ক্রলির (৭৬) আউটের পর ইনিংসে ফের ধস।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট শতরানের পর ইংল্যান্ডের জো রুট। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে।

৬ উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ওয়াসিম আক্রামের রেকর্ড ভাঙলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক।

গাব্বার দিনরাতের টেস্ট

রুটকে যদিও টলানো যায়নি। অস্ট্রেলিয়া সফরে সেভাবে সাফল্য নেই। সেঞ্চুরির স্বাদ পাননি কখনও। সর্বাধিক ৮৯। ২০২১-'২২ সালের সফরে ব্রিসবেনে যে ইনিংস খেলেছিলেন। গোলাপি বলের টেস্টের প্রথম দিনেই সেই আক্ষেপ অনেকটাই মিটিয়ে নিলেন রুট।

২৬৪ রানে নবম উইকেট পড়ার পর এগারো নম্বর ব্যাটার জোফ্রা আর্চারকে নিয়ে ৬১ রান যোগ করেন রুট। অবশ্য এরমধ্যে দুইটি ছক্কা ও একটি চারের সাহায্যে ২৬ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন আর্চার।

ভাইজ্যাগ-দ্বৈরথ নিয়ে হুংকার বাভুমার

রায়পুর, ৪ ডিসেম্বর : টেস্ট সিরিজের পর এবার কি ওডিআই সিরিজ জয়ের পালা? বুধবার ৩৫৯ রানের জয়লক্ষ্যে ভারত-বধের পর সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার গলায়।

রাঁচিতে উত্তেজক ম্যাচে ভারত ১৭ রানে জিতেছিল। রায়পুরে গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে পালটা জবাবে সিরিজ ১-১ করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ ভাইজাগে। রায়পুর থেকে বন্দরনগরীর উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার আগে নির্ণায়ক যুদ্ধ নিয়ে কার্যত হুংকার বাভুমার।

বাভুমার কথায়, সিরিজ জমিয়ে দিয়েছেন। এবার লক্ষ্য শনিবারের দ্বৈরথ। ফের ভারতকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলে সিরিজ জয়ই পাখির চোখ। প্রোটিয়া অধিনায়ক জানান, যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াই, প্রোটিয়া ব্রিগেডের মন্ত্র। ৩৫৯ বড় লক্ষ্য হলেও ঘাবড়ে যাননি তাঁরা। শেষপর্যন্ত লড়াইয়ের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলেন।

দলের কথা মার্করামের মুখে

লক্ষ্যপূরণ। টেস্ট সিরিজ জয় দলকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। ওডিআই সিরিজে তারই প্রতিফলন। তবে কাজ শেষ হয়নি। ভাইজ্যাগের নির্ণায়ক ম্যাচ জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না।

দুরন্ত শতরানে ম্যাচের নায়ক আইডেন মার্করামের কাছে আবার প্রতিটি ম্যাচ নতুন কিছু শেখার মঞ্চ। বলেছেন, 'প্রতি ম্যাচ থেকে শেখার চেষ্টা করছি আমরা। প্রথম ম্যাচের (রাঁচি) অভিজ্ঞতা এদিন কাজে লাগিয়েছি। শুরুর দিকে বল সুইং করবে। তাড়াহুড়োর পথে তাই হাঁটিনি। মারার জন্য সঠিক বলের অপেক্ষা করেছি। জানতাম, টিকে থাকতে পারলে এই পিচে রান আসবে।'

বাভুমার সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। মার্করামের কথায়, 'বাভুমার সঙ্গে আমার জুটি ভিত গড়ে দেয়। দুজনেই চেয়েছিলাম নিজেদের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। লক্ষ্য বড় হলেও বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করিনি। দলের বাকিরাও ভালো খেলেছে। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। যে মিলিত প্রয়াসের ফল এই জয়।'

দুরন্ত হ্যাটট্রিক নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ৪ ডিসেম্বর : চোট নিয়েই দুরন্ত হ্যাটট্রিক করলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে নেইমারের দাপটে জুভেন্তুদেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্যান্টোস। ৫৬ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ৬৫ মিনিটে ইগর জেসুসের ক্রসে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান নেইমার। ৭৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। সামনেই ২০২৬ বিশ্বকাপ। তার আগে নেইমারের দুরন্ত পারফরমেন্স আশা জাগাচ্ছে ব্রাজিল সমর্থকদের।

শিল্ডে বিএসএল চ্যাম্পিয়নরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) প্রথম সংস্করণ ১৪ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র। বিএসএলের চ্যাম্পিয়ন দলকে আগামী বছর আইএফএ শিল্ডে খেলার আমন্ত্রণ জানানোর ভাবনা বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। বিএসএলের প্রথম সংস্করণের উদ্বোধন হবে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্টেডিয়ামে। অংশ নিতে চলেছে আটটি দল।

বাংলাকে জেতালেন 'ব্রাত্য' সামি

সার্ভিসেস-১৬৫ বাংলা-১৬৭/৩ (৭ উইকেটে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিনি উপেক্ষিত। তিনি ব্রাত্য। কিন্তু তাতে কী? মহম্মদ সামি (১৩/৪) লড়াই করতে জানেন। আর সেই লড়াইয়ের মধ্যে বরাবরই থাকে নতুন কিছু করে দেখানোর তাগিদ। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে সামি আজ ফের প্রমাণ করলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকরা তাঁকে নিয়ে যাই ভাবুন না কেন, তিনি ফেরার লড়াই চালিয়ে যাবেন। মূলত সামি ম্যাজিকে ভর করেই আজ সার্ভিসেসকে উড়িয়ে দিল বাংলা। প্রথমে ব্যাটিং করে দুরন্ত ছন্দের সামির পেস, সুইংয়ের সামনে চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। সামির পাশে আকাশ দীপও (২৭/৩) আজ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। সামি-আকাশের দাপটে সার্ভিসের ১৮.২ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে করণ লাল (০) শুরুতেই ফিরলেও অভিষেক পোড়েল (২৯ বলে ৫৬) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৩৭ বলে ৫৮) দাপটে ২৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার।

বাংলার জার্সিতে লাল বলের রনজি ট্রফি থেকে জাতীয় দলে ফেরার মূল লড়াইটা শুরু করেছিলেন সামি। রনজির প্রথম পর্বের পর মুস্তাক আলির আসরে সাদা বলের ক্রিকেটেও সামির সেই লড়াই চলছে। আজ সামির বোলিং দেখার জন্য মাঠে অজিত আগরকারদের কেউ হাজির ছিলেন না। থাকলে দেখতেন, সামি আছেন সামির মতোই। তাঁর ক্রিকেট স্কিলে মরচে ধরেনি একেবারেই। গতি, সুইংয়ের পাশে বল রিভার্স করানোর স্কিলটাও রয়েছে আগের মতোই। সঙ্গে রয়েছে পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নেওয়ার দক্ষতাও। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামিকে নিয়ে নতুন কিই বা বলব। রোজ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে চলেছে ও। এরপরও জাতীয় দলে সুযোগ না পেলে বুঝতে হবে ওকে নিয়ে ভিন্ন ভাবনা রয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের।' স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরাও হয়েছেন সামি। তাঁর দাপটে সার্ভিসেসের দখল নেওয়ার দিনই বাংলার ক্রিকেট সংসারে এসেছে সুখবর। রাতের দিকে জানা গিয়েছে, অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের মেয়ে হয়েছে। সার্ভিসেস ম্যাচ তিনি না খেললেও বৃহস্পতিবার বেলার দিকে তিনি হায়দরাবাদ ফিরছেন। ফলে শনিবারের পুদুচেরি ম্যাচে শাহবাজের খেলা নিয়ে সমস্যা নেই।

এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার সঙ্গে সেলিব্রেশনে কিলিয়ান এমবাপে।

রিয়ালের জয়ে নায়ক এমবাপে

মাদ্রিদ, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় তিন ম্যাচ পর জয়ের সরণিতে রিয়াল মাদ্রিদ। জয়ের কারিগর অবশ্যই ফরাসি গোলমেশিন কিলিয়ান এমবাপে। ভারতীয় সময় বুধবার রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল। জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের নায়ক এমবাপে। ৭ মিনিটে দুইজনকে কাটিয়ে একক প্রচেষ্টায় রিয়ালকে এগিয়ে দেন তিনি। ৪২ মিনিটে এমবাপের থেকে বল পেয়ে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। ৫৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে যান ফরাসি গোলমেশিন। আপাতত এই ম্যাচ জিতে ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বার্সেলোনা।

রোকোর সঙ্গে পাঙ্গা নিও না, হুমকি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির হয়ে এবার ব্যাট হাতে আসরে নেমে পড়লেন রবি শাস্ত্রী। শুধু ব্যাটিং বললে ভুল হবে, রীতিমতো বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। রোকোর সমালোচকদের প্রতি সোজাসাপটা হুমকি, সতর্কবার্তা প্রাক্তন হেডকোচের। বিরাট-রোহিতদের ভুল করেও খোঁচাতে যেও না, ভ্যানিশ হয়ে যাবে!

২০১৭ থেকে ২০২১-লম্বা সময় ভারতীয় দলের হেডকোচের দায়িত্ব সামলেছেন শাস্ত্রী। সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল অধিনায়ক বিরাটের সঙ্গে কোচ শাস্ত্রীর সম্পর্কের রসায়ন। আজও তা অটুট। বরাবর বিরাটের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এদিন মুখ খুললেন রোকোকে নিয়ে চলতি টানাপোড়েন, বিতর্ক নিয়ে। নাম না বললেও ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী শাস্ত্রীর মূল লক্ষ্য বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। সতর্কবাণী, বিরাটদের খোঁচানোর ফল ভালো হবে না। ব্যক্তিগত অভিসন্ধি পূরণের জন্য অনেকে রোকোকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আদপে তাঁরা নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে।

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে খেলতে ইচ্ছুক বিরাট-রোহিত। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটির ভাবনা এর বিপরীত। যুক্তি,

বিরাটদের পাশে হরভজনও

২ বছর রোকোকে 'বয়ে' বেড়ানো ভুল হবে। তরুণদের দিকে নজর দেওয়া উচিত। যদিও মাঠের পারফরমেন্সে উলটো কথা বলছে। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছেন বিরাট-রোহিতরাই।

যেদিকে ইঙ্গিত করে এক পডকাস্টে শাস্ত্রী বলেছেন, 'বিরাট, রোহিত হল ওডিআই ক্রিকেটের দৈত্য। ওদের মতো তারকাদের ভুল করেও খোঁচাতে যাবেন না। কেউ কেউ এসব করে বেড়াচ্ছে। তাদের সবাইকে বলতে চাই, ওরা (বিরাট, রোহিত) যদি সুইচ অন করে সঠিক বোতাম টিপে দেয়, তখন পালিয়েও কূল পাবেন না। স্রেফ ভ্যানিশ হয়ে যাবেন।'

একই সুর হরভজন সিংয়ের গলাতেও। প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি দুজনের মধ্যে। কিন্তু তারপরও চাপ তৈরি হচ্ছে। আর এটা করছে তাঁরা, যাঁরা ক্রিকেটীয় সাফল্যে বিরাটদের ধারেকাছে আসে না। অবাক গৌতম গম্ভীর সহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অবস্থানেও। রোকোর ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কেন এত দোলাচল তৈরি করা হচ্ছে, বোধগম্য নয় ভাজ্জির।

৪১৭ টেস্ট উইকেটের মালিক হরভজন বলেছেন, 'আমাদের মাথায় ঢুকছে না। এই পরিস্থিতি কেন হচ্ছে, কোনও সদুত্তরও নেই আমার কাছে। অতীতে আমার অনেক সতীর্থের সঙ্গে এসব হয়েছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। এনিয়ে আলোচনা করতেও আমার বাধে। তবে এটুকু বলব, কোহলি যেভাবে খেলছে, সেটা আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যাদের কোনও সাফল্য নেই, তারাই কিনা বিরাটদের ভাগ্য ঠিক করবে?'

রোকোকে নিয়ে হরভজন আরও বলেছেন, 'দুইজনে বরাবর রান করে এসেছে। ব্যাটার, লিডার হিসেবে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। এখনও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে। দলের তরুণ প্রজন্মের কাছে উদাহরণ তৈরি করছে। এর জন্য বিরাট, রোহিতের প্রশংসা প্রাপ্য। সাবাস রোকো।'

ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মাঠে নেমে পড়লেন। হাতে তুলে নিলেন ব্যাট। শুরু করে দিলেন নেটে ব্যাটিং চর্চা।

মহিলাদের বিশ্বকাপ জয়ের পর কেটে গিয়েছে এক মাস। মাঝের সময়ে বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের জীবনই বদলে গিয়েছে। সেই দলে রয়েছেন বাংলার প্রথম বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষও। পুরস্কারের বন্যায় ভেসে যাওয়ার মাঝে গতকালই রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরিও পেয়ে গিয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলেন তিনি। প্রথমে নেটে নকিং করলেন কিছুটা সময়। পরে নিলেন থ্রো ডাউন। আর সবশেষে ব্যাট হাতে নেটে নেমে ফিরে পেতে চাইলেন নিজের ক্রিকেটীয় ছন্দ। জানা গিয়েছে, রিচা শিলিগুড়িতে নয়, রাজ্য পুলিশের চাকরি করবেন কলকাতাতেই। রিচার কথায়, 'বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে অনুশীলন করা হয়নি। আজ নেমে পড়লাম মাঠে। সামনেই মহিলাদের আইপিএল রয়েছে। সেই লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলাম। শুধু মহিলাদের আইপিএল কেন, জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ফের মাঠে নামার লক্ষ্যেও অনুশীলন শুরু করলাম আজ।' রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন রিচা। আরসিবি তাঁকে রিটেইন করেছিল এবার। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা মহিলাদের আইপিএলে এবার কিছু করে দেখাতে চান রিচা। তাঁর কথায়, 'বিশ্বজয়ের আগে ও পরের ছবিটা আলাদা। এখন আমাদের নিয়ে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সেই প্রত্যাশাপূরণের দায়িত্বও এখন আমাদের। আসন্ন মরশুমে সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যে আমি তৈরি।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলনে রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

কলেজ ফুটবল আজ থেকে

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দুইদিনের ৮ দলীয় আন্তঃ কলেজ ফুটবল ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয় ছাড়াও খেলবে এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, শীতলকুচি কলেজ, বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়, মাথাভাঙ্গা কলেজ ও তুফানগঞ্জ কলেজ।

মহকুমা ক্রিকেট লিগ শুরু আজ

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগ শুক্রবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, সংস্থার মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে নিউ প্রগতি সংঘ ও বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় ঋতু বড়ুয়া। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জয়ী কোচবিহার

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার কোচবিহার ৬ উইকেটে বর্ধমানের বিরুদ্ধে জিতেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বর্ধমান টসে জিতে ৩২.৫ ওভারে ১১২ রানে অল আউট হয়। তানিয়া ঘোষ ২১ রান করে। পিয়ালী রায় ও শ্রেয়া সরকার নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে ম্যাচের সেরা ঋতু বড়ুয়াও (১০/২)। জবাবে কোচবিহার ৩১.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। ঋতু ৩০ রানে অপরাজিত থাকে। ধ্রুতি রায়ের অবদান ২৯।

উত্তরের খেলা

বড় জয় জলপাইগুড়ির

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ একদিনের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ৮ উইকেটে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে। টসে জিতে মুর্শিদাবাদ ২৮ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। রোহিনী আনসারি ২০ রান করে। ম্যাচের সেরা আরাত্রিকা দে ৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ১৭.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬৭ রান তুলে নেয়।

ম্যাচের সেরা হয়ে অগ্নিশেখর মিত্র। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জিতল ২০০৬

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০০৬ ব্যাচ ৭ উইকেটে হারিয়েছে ২০২৫ ব্যাচের প্রাক্তনীদের। ২০২৫ প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রান করে। জিৎ বর্মন ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন। ২০০৬ জবাবে ৯.১ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান রান তুলে নেয়। তাপস মল্লিক ৩৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা অগ্নিশেখর মিত্র ৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।